বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়
জনাব মো: আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জনাব রুহী রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপকমিটি

জনাব এস এম ফেরদৌস, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	আহবায়ক
জনাব মোঃ শামীম হাসান, উপসচিব (রাজনৈতিক-১ শাখা)	সদস্য
জনাব শেখ ছালেহ্ আহাম্মদ, উপসচিব (সীমান্ড়-৩ শাখা)	সদস্য
জনাব ফৌজিয়া খান, উপসচিব(আইন-২ শাখা)	সদস্য
জনাব মিঞা মুহাম্মগদ আশরাফ রেজা ফরিদী, উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা)	সদস্য
জনাব সিরাজাম মুনিরা, সিনিয়র সহকারী সচিব (পুলিশ-২ শাখা)	সদস্য
জনাব বিকাশ বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১ শাখা)	সদস্য
জনাব প্রকাশ চন্দ্র কর্মকার, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল)	সদস্য
জনাব আশাফুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৩ শাখা)	সদস্য সচিব

সহযোগিতায়
জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন
অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশনায়
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mhapsd.gov.bd

প্রকাশকাল
সেপ্টম্বর ২০২২

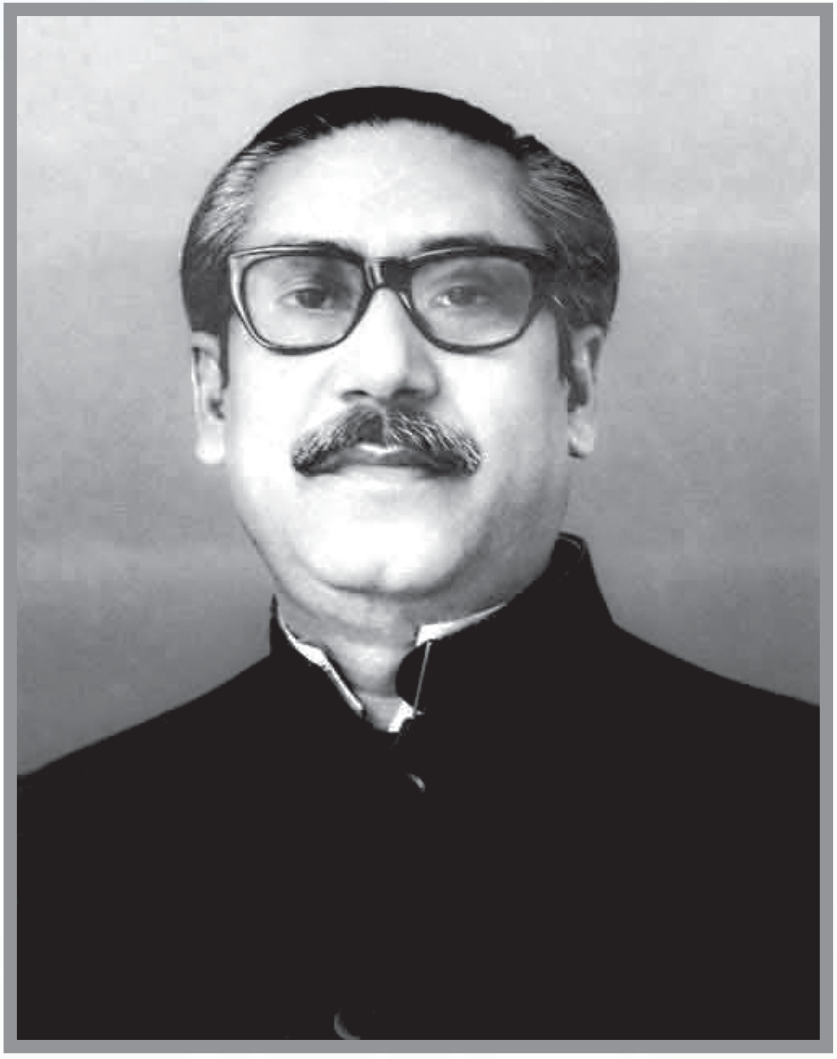

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী
কিছু কথা

আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলন করছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ বদ্ধপরিকর।

বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০৪১' সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা এখন বিশ্বের দরবারে মাইলফলক।

বাংলাদেশকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় সুগম ও বাধামুক্ত রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিপথে অগ্রসরমান। শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

এ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাঁদের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, উন্নয়ন কার্যক্রম ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মমর্তা/কর্মচারীকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি

বাণী
কিছু কথা

মো: আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

দেশের জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা, নাগরিক অধিকার রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, জলদস্যু ও বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সাইবার ক্রাইম প্রতিহতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্র্যান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ সর্বদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা, সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য এ বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থার আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার 'ভিশন-২০৪১'কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। দুর্নীতি, মাদক নির্মূল, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতার ফলে এ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের সকল নাগরিক একটি সামগ্রিক ধারণা পাবে। নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনে এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের সঠিক প্রতিফলন প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: আখতার হোসেন

এস এম ফেরদৌস, যুগ্মসচিব
যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। জননিরাপত্তা বিভাগ 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সম্মিলিতভাবে সফলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংকলিত হয়েছে। এ পুস্তিকার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রস্তুত ও প্রকাশনায় যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এস এম ফেরদৌস, যুগ্মসচিব

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ০০
- বাংলাদেশ পুলিশ ০০
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ০০
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ০০
- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ০০
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ০০
- তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল ০০

শ্রদ্ধা ও শোক

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থায় যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কোভিড-১৯ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে পরলোকগমন করেছেন তাঁদের অকাল মৃত্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মো: আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার)
বাংলাদেশ পুলিশ

মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলাম
এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম
বিপি, ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী
এনডিইউ, এএফডবিউসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

এম. সানাউল হক (আইজিপি অবঃ)
কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ব্রিগেডিয়ার জিয়াউল আহসান
বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)
পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্'া সি'তিশীল রাখার বিষয়টি সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দি"ছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনগণের নিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আদেশ, নির্দেশনা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন জারি করে যা"ছ। জননিরাপত্তা বিভাগ ও তার অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জলদস্যু/বনদস্যু সে"ছায় আত্মসমর্পণসহ জলদস্যু/বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সাইবারক্রাইম দমনে এ বিভাগ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, চোরাচালান, মাদকনির্মূলে সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং অপরাধের আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের সুষ্ঠু তদন্ত ও বস্'নিষ্ঠ প্রসিকিউশন দাখিলের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তদন্ত সংস্'া: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিরলসভাবে কাজ করে যা"ছ। দুর্নীতি, মাদকনির্মূল ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য হ"ছ 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন'।

ভিশন

- নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ

মিশন

- জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ; এবং
- বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
- আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্'াপনা গড়ে তোলা;
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং
- সীমান্ত নিরাপত্তার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা।

প্রধান কার্যাবলি

- জননিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং এতৎসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- আইন-শৃঙ্খলা পরিসি'তি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের সি'তিশীল উন্নয়ন সুসংহতকরণ;
- সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;
- সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক সংস্'াসমূহের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম, রসদ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্'াকরণ;
- যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার যথাযথ প্রসিকিউশন দাখিল এবং ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান; এবং
- জননিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্'া ও দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও চুক্তি সম্পাদন।

জনবল: কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
জননিরাপত্তা বিভাগ	২১৬	১৫৫	৬১	-	-
বাংলাদেশ পুলিশ	২১৩৪৬১	১৯৬০৮৬	১৭৩৭৫	৯১৪৯৪	
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৫৮৫২৬	৫৬৯১০	১৬১৬		
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	২১৪৬৩	১৯৩৫৩	২১১০	-	-
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৫০৩৮	৩৭৮৯	১২৪৯	১৯১৭	
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	৪৪	২৫	১৯	-	-
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৮৯	১৬৭	১২২	বছর ভিত্তি সংরক্ষিত	-
মোট	২৯৯০৩৭	২৭৬৪৮৫	২২৫৫২	৯৩৪১১	

শূন্যপদের বিন্যাস

	অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জননিরাপত্তা বিভাগ	--	--	১৭	১২	১৭	১৫	৬১
বাংলাদেশ পুলিশ	০১	--	৭৯৭	১৮৫০	১৩৬২৮	১০৯৯	১৭৩৭৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	৭৬৯	৩২৮	৩৯৩	১২৬	১৬১৬
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	--	১৯	১২৫	১৩২	১৭৭০	৬৪	২১১০
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	০৪	০০	৩৩২	৪৪	৮০৯	৬০	১২৪৯
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	--	--	১১	০১	০৭	--	১৯
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	--	--	২৯	২৬	৪৮	১৯	১২২
মোট	০৫	১৯	২০৮০	২৩৯৩	১৬৬৭২	১৩৮৩	২২৫৫২

Allocation of Business

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Guard, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proscription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.
20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those related to financial emergency).
23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPsNIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. Lawful Tele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. 'Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)'; during Emergency.
41. Administration of doctors, Paramedics, Nurses, Technicians and other medical personnel under both the divisions of Ministry of Home Affairs.

সাংগঠনিক-কাঠামো

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

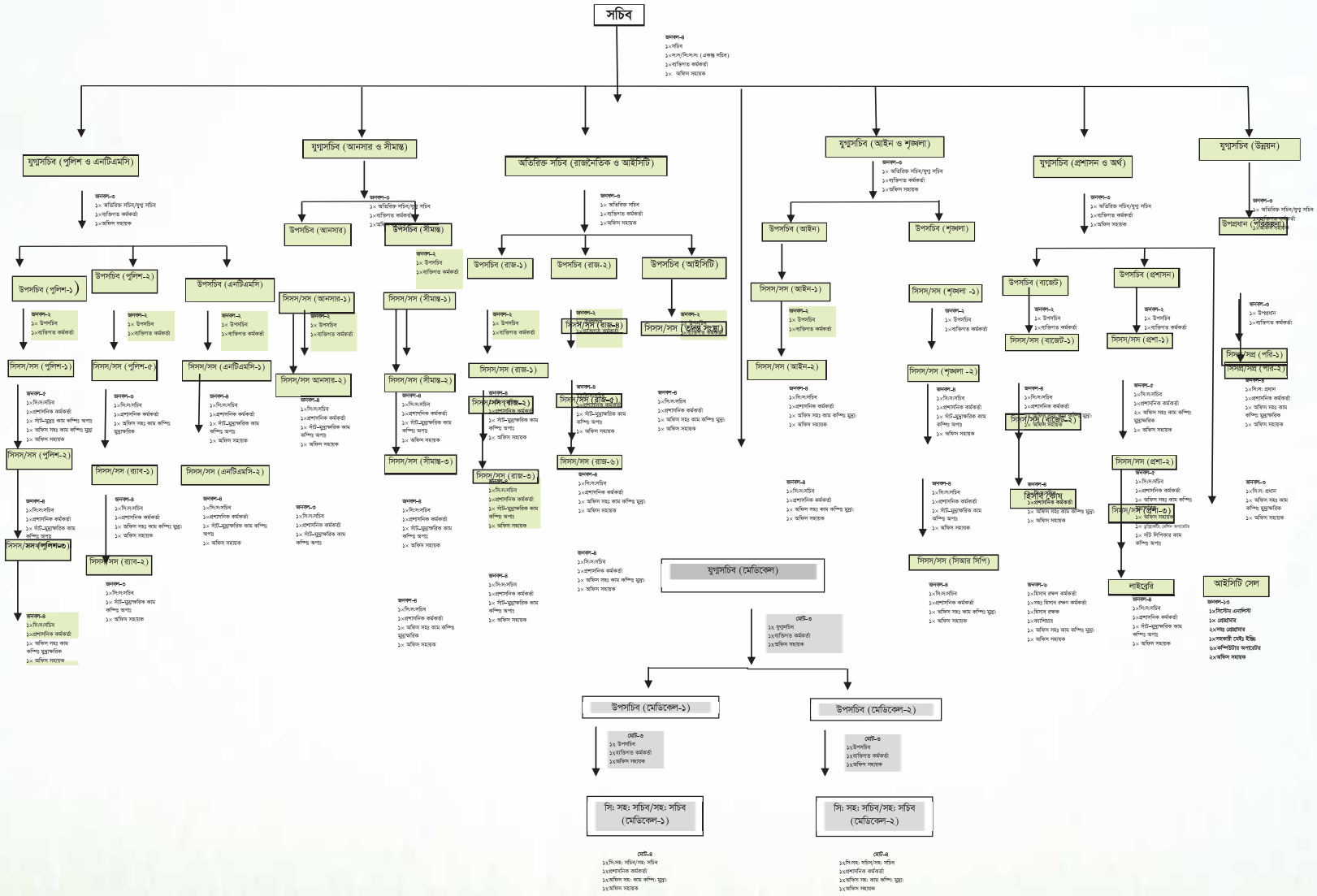

জননিরাপত্তা বিভাগের সাফল্য ২০২১-২০২২

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনবান্ধব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহন এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদকের অপব্যবহার নির্মূল এবং মানব পাচার রোধ করে 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/ সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা সম্মিলিতভাবে এ বিভাগ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সাথে পালন করছে।

জনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২১ হাজার ৪৮৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১ হাজার ৫শত ৯৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার এডিপিতে উন্নয়ন বাজেটে ২৮টি প্রকল্পে ১৭৬৭. ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল (জিওবি ১৭০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৭.১১ কোটি টাকা) যার মধ্যে হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬০৯.৯৪ কোটি এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১.১১%।

জলদস্যু/বনদস্যুদের সমাজের মুলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৩ জেলায় ৪৬২ জন আত্মসমর্পণকারী চরমপন্থীদের পুনর্বাসনকল্পে এ বিভাগ হতে মোট ১১টি প্রকল্পে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সামজিক অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত ও যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর এখতিয়ারাধীন তফসিলে ১০৯টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করায় মোবাইল কোর্ট-এর কার্যক্রম পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে এ বিভাগের মাধ্যমে ১,০৪৯টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯- এ বিচারের নিমিত্ত ১,৩০৩টি মামলায় সরকারের পূর্বানুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনায়নে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭০ (টেলিফোনে বিরক্ত করা দন্ড), মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে অন্তর্ভুক্তি, বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) এবং পুলিশ সার্জেন্ট নিয়োগ পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের নিমিত্ত পিআরবি, ১৯৪৩ এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সংশোধন, ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ পদ্ধতি সংক্রান্তে পিআরবি, ১৯৪৩ এর ১ম খন্ডের প্রবিধান ৭৪৬ সংশোধন, বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষার কেন্দ্রীয় মেধাতালিকা হতে কেন্দ্রীয়ভাবে পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০২২ এর নীতিগত অনুমোদন গ্রহনসহ The Police (Non-Gazetted Employees) Welfare Fund Ordinance, 1986, The Police Officers (Special Provisions) Ordinance, 1976 , The Armed Police Battalions Ordinance, 1979, সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন এবং সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনসহ বেশ কিছু আইন/ বিধি/ প্রবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

এ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সর্বমোট ২৯৯টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৬টি মামলা উক্ত অর্থবছরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যা বিগত বছরের তুলনায় বেশ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া একই সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলিবর্ষণজনিত ১০৭টি ঘটনার নির্বাহী তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কিত পত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ বিভাগের পক্ষে/ বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবীগণকে সহায়তা করার লক্ষ্যে উক্ত অর্থবছরে ০৯(নয়) জন আইনজীবীকে ০২(দুই) বছরের জন্য বেসরকারি আইনজীবী প্যানেল হিসেবে পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল অধিদপ্তর/ সংস্থার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব খাতে ৫টি স্থায়ী ক্যাডার পদ এবং ১২টি নন-ক্যাডার অস্থায়ী পদ সৃজন করে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন নবগঠিত 'মেডিকেল ইউনিট' এর জন্য কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এ ইউনিট বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)'র মাধ্যমে ১৩১ জনের নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের ১৯ জন কর্মচারীকে ২য় এবং ৬ জন কর্মচারীকে ৩য় শ্রেণিতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে ২০২১ -২০২২ অর্থ বছরে ৪৭টিরও বেশি প্রশিক্ষণ, ওর্য়াকশপ ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে ১,৫৬৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধে বৈশ্বিক মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত Trafficking in Persons Report- 2020 এ Tier-02 watch list থেকে বাংলাদেশের Tier-02 তে উন্নীত হওয়া জননিরাপত্তা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন। এছাড়া বাংলাদেশ-তুরস্ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় "Counter Terrorism & Security Cooperation" শীর্ষক গড়টটি ইংরেজি এবং তুর্কি উভয় ভাষায় স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ-ভারত এর মধ্যে 9th India-Bangladesh Joint Boundary Working Group (JBWG) অনুষ্ঠিত সভায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে Joint Record of Discussion (JRD) স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ

জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, চোরাচালান দমন ও মামলার তদন্ত কার্যক্রমসহ সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, জলদস্যু/বনসদ্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, এবং সাইবারক্রাইম দমনে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পুলিশ বাহিনীকে প্রযুক্তি নির্ভর ও জনবান্ধব হিসেবে সেবা প্রদানের জন্য 'জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এর ফলে মোবাইল ব্যবহার করে নির্যাতনের শিকার নারী, শিশুসহ সাধারণ জনগণ প্রয়োজন হলে নিকটস্থ থানায় না গিয়ে ঘটনাস্থল হতেই সহজে পুলিশের সহায়তা পাচ্ছে। জুলাই/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২২ পর্যন্ত '৯৯৯' এর মাধ্যমে ৮৫,৫১,৮৩৮টি কলের বিপরীতে ৩,২৮,৫০৫ জনকে এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশি সেবা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট কলগুলি ৯৯৯ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় সেবা প্রদান করা হয়নি।

বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত স্থাপিত 'নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক' ২,০৯,৩৪৯ জন, নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য সারাদেশে পরিচালিত ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট হতে ১,৪৫৯ জন এবং ৮৮টি নারী সহায়তা কেন্দ্রগুলো হতে মোট ৭৯,৫০৬ জন ভিকটিম আইনগত, চিকিৎসা, মানবিক ও অন্যান্য সেবা/ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে প্রাপ্ত বা পত্রিকায় প্রকাশিত ২৬৯টি সংবাদ/অভিযোগের মধ্যে ২১৬টির বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫৩টির বিষযে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে পুলিশের সকল ইউনিটে Complaint Committee গঠন করা হয়েছে। এতে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেলের মাধ্যমে এসিড অপরাধ দমন, ২০০২- এ রুজুকৃত ৩০টি মামলার কার্যক্রম মনিটর করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৭টি মামলায় অভিযোগপত্র, ০৬টি চুড়ান্ত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে, ০৭টি মামলা তদন্তাধীন আছে। ইতোমধ্যে ০১টি মামলায় ০১ জন ব্যক্তির সাজা হয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ সারা দেশে কঠোরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত আছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেশের থানাগুলোতে মানব পাচারের অপরাধে ২,৯৮৪ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৬৩২টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং একই সময়ে ৪৮৭ টি মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিটগুলো মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তরে মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল নামে বিশেষায়িত একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ সেল হতে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পুলিশ অধিদপ্তরে প্রসিকিউশন সেলে বিভিন্ন আদালত হতে প্রাপ্ত সাক্ষীর প্রতি ১,৯০৯ টি ওয়ারেন্ট ও ১০২ টি সমন এবং ১,৩০৭টি আদেশনামার বিষয়ে যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সহিংস উগ্রবাদের বিস্তার এবং রোধকল্পে গোয়েন্দা ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শতাধিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সারাদেশে উল্লেখযোগ্যে সংখ্যক জঙ্গী গ্রেফতার, মামলা রুজু ও তদন্ত পরিচালনা করাসহ উগ্রবাদী মামলায় জামিন প্রাপ্তদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি এবং তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে। ডাটাবেজ সিস্টেমে জঙ্গী/সন্ত্রাসী সংগঠনের হালনাগাদ ও জেলা ভিত্তিক গোয়েন্দা সংগ্রহ প্রোফাইল সংরক্ষণ, বিভিন্ন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সাইবার পেট্রোলিং ও সাইবার স্পেস মনিটরিং এর মাধ্যমে অনলাইনে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থা এবং বিবিধ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।

ট্রাফিক প্রসিকিউশন ব্যবস্থা ডিজিটালাইনের লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনা মোতাবেক সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি Software তৈরি করে প্রতিটি থানায় Install করে সারাদেশে প্রত্যেক থানা হতে সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ করাসহ সড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসিটিভি, ওয়েস্কেল স্থাপনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, স্পীডগান, অ্যালকোহল ডিটেক্টরের ব্যবহার এবং POS (Point of Sales) মেশিনের মাধ্যমে প্রসিকিউশন প্রদান এবং অযান্ত্রিক যানবাহন এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন আটক পূর্বক ডাম্পিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্ঘটনা হ্রাসে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত স্পিডগান ব্যবহার করে বিভিন্ন যানবাহন ও চালকের বিরুদ্ধে ১৫,৫৮৯টি, RFID ব্যবহার করে ১৩,১৮৮টিসহ মোট ১,২৪,৯৩২টি প্রসিকিউশন দাখিলে মাধ্যমে প্রায় ৩২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ৭৪,০৬৯টি অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন অপসারণ/আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশে সরকারের বিগত দুই মেয়াদসহ এ পর্যন্ত মোট ৮২,৫৬৭টি পদ সৃজন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনবল ২১২,৮৬৬ জন যার মধ্যে নারী পুলিশের সংখ্যা ১৫,২৩৩ জন। এ পর্যন্ত ১৬,২৭২ জন পুলিশ সদস্যকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণের মাধ্যমে উক্ত শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। বর্তমানে বিশ্বের ৪টি দেশ ও ইউএন অ্যাফেয়ার্স সদরদপ্তরে ১৪৮ জন নারী পুলিশসহ মোট ৫০০ জন পুলিশ সদস্য শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে।

বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ওবিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২৫৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার জুন ২০২২ পর্যন্ত খরচ ১১৬৯.১৭ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৩.২২%। উক্ত অর্থবছরে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে/ স্থানে ১২টি ব্যারাক, ৫০টি হাইওয়ে আউট পোষ্ট, ১৯টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক, ৫টি র‍্যাব কমপেক্স ও ১টি ট্রেনিং স্কুল কমপেক্স, র‍্যাব সদরদপ্তর, সন্ত্রাস দমন ওঁ আন্তর্জাতিক অপরাধপ্রতিরোধ কেন্দ্র, ১৮টি আবাসিক টাওয়ার, বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং রেঞ্জ রিজার্ভ পুলিশ লাইন্স, বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন্স ইত্যাদি নির্মাণসহ এনকম সেন্টার ভবনের ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রাসারণ ও বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহ আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানাকে বিভক্ত করে ভূল্লী থানা এবং সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানাধীন 'বাদাঘাট পুলিশ তদন্তকেন্দ্র' ও লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানার ০৬ নং গোড়াল ইউনিয়নে 'গোড়াল পুলিশ তদন্তকেন্দ্র' স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে।

তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত আছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী র্কতক ছেড়ে আসা ক্যাম্পসমূহে আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রাঙ্গামাটি জেলায় ডিআইজি সদর দপ্তরসহ তিন পার্বত্য জেলায় ৩টি এপিবিএন এবং প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৩টি ক্যাম্প এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোর অভ্যন্তরীন সংস্কারের বিভিন্ন ইউনিটে ৪টি অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক), ১৮টি উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, ৮৮টি অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক, ২০টি পুলিশ সুপার ও ৪৮ টি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদসহ মোট ১৭৮টি পদ সৃজন ও সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর হতে অতিরিক্ত আইজি পর্যন্ত বিভিন্ন পদে ১,৩৩৩ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৩,৩৩৬ জনকে পদোন্নতি, ৭,০০০ জনকে নতুন নিয়োগ এবং বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ২৩৯টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন থানা/ তদন্ত কেন্দ্র/হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১১ জন সেবাকমী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৫,৬১৫টি শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলার মধ্যে ২,৫৪৭টি নিষ্পত্তি করে ৪০১জনকে চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত, ৯৯৩ জনকে চাকরি হতে অব্যাহতিসহ এবং ১,১৫৩ জনকে বিভিন্ন দণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজস্ব খাত হতে ২৭০টি যানবাহন, ২০টি ঘোড়া এবং ১৪টি কুকুর, কেন্দ্রীয় পুলিশ ওয়ার্কশপ প্রকল্পের জন্য ৬২টি যন্ত্রাংশসহ ৫টি প্রটেকশন জীপ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ১০টি যানবাহন ক্রয় /সংযোজন করা ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জিটুজি পদ্ধতিতে ২টি হেলিকপ্টার ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পরিচালিত ২১২,৫৪০টি অভিযানে প্রায় ৪৭৬.৬৪ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের চোরাচালানী মালামাল, ১২১৩.৩২ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক করাসহ এ কাজে জড়িত ৩৮৫২জনকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে অবৈধভাবে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত সর্বমোট ১৭৭ জন মায়ানমার নাগরিককে (৭২জন শিশুসহ) পুশব্যাক এবং এর সঙ্গে জড়িত ০২জনকে গ্রেপ্তারপূর্বক থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ, বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিজিবি'র অনুকূলে ১৬৬.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার, সেক্টর এবং ব্যাটালিয়নে ২১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৮টি উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে বিজিবি সদস্য ও খেলোয়াড়দের জন্য একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ, সরাইল ব্যাটালিয়ন (২৫ বিজিবি) এর অধীনস্থ আখাউড়া বিওপিতে বাংকার নির্মাণ, বিজিবি সদরদপ্তর আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, বাগেরহাটের মংলায় দ্বিগরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণসহ বিভিন্ন রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন এর ৫টি বিওপি, ৪টি পানি সংরক্ষণাগার, ১৪টি অফিসারস/ জেসিওস মেস, ৩টি সৈনিক লাইন, ৮টি অবজারভার টাওয়ার, বিদ্যমান ৯টি সৈনিক ব্যারাক উর্দ্ধমূখী বর্ধিতকরণ, ৩২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তর ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুরে ০২টি ব্যাটালিয়ন সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে বিজিবি'তে ৬৭৮ জন মহিলা সদস্যসহ ৫৩,৮৮১ জনবল রয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১,৫০৭ জন পোষাকধারী ও অসামরিক সদস্য নিয়োগসহ বিভিন্ন ট্রেড/পদে (অনারারী উপ পরিচালক, অনারারী সহকারী পরিচালক, সুবেদার মেজর এবং সুবেদার) মোট ৭,০২০ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ৫,৫৩২টি প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১২১,২০০ জনকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১,৫০০টি শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলার মধ্যে ১,৩৮০টি নিষ্পত্তি করে ৯০জনকে চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত, ৩৩ জনকে চাকরি হতে অব্যাহতি এবং ১,২৫৭ জনকে বিভিন্ন দণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড চোরাচালান বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্থাটি কর্তৃক ৪২,৯৮১টি অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ২১৮ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য/ পণ্য/ প্রাণী, ২২ টি দেশি/ বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ৫১ রাউন্ডস তাজা গোলাবারুদ, ০৩ রাউন্ডস ব্যাংক কার্টিজ, ৫৫ টি রামদা/ কুড়াল/ চাপাতি, ৩০৯৮ কোটি টাকা মূল্যের ১.১৮৯০ কোটি মিটার বিভিন্ন প্রকার জাল, ১.৭৭ লক্ষ কেজি জাটকা, প্রায় ২৩ কোটি পিস রেণু পোনা উদ্ধার করাসহ এর সঙ্গে জড়িত ৯৩৯ জন জেলে এবং ৩৩৩ টি ফিশিং বোট আটক করেছে। এছাড়া সুন্দরবন ও বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮০ জন অপহৃত জেলে/বাওয়ালী, দুর্ঘটনা কবলিত ১৬৮ জন যাত্রী/ক্রু, ৮১ টি মৃতদেহ ও ৩৩ টি বোট উদ্ধার করেছে।

সম্প্রতি মায়ানমারের বর্ডার গার্ড, পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদারপূর্বক ১৫২ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আটক করে ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড হতে প্রত্যাহত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩২৯.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার জুন ২০২২ পর্যন্ত খরচ ২৬০.৫৩ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৯.১২%। এ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ০৩ টি স্টেশনে যথাক্রমে বিসিজি স্টেশন টেকনাফ, কৈখালি ও লক্ষ্মীপুরে অবকাঠামো নির্মাণসহ ০২টি আইপিভি, ১৬টি হাইস্পিড বোট, ০২টি টাগবোট ও ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৪টি রেসকিউ বোট সংযোজন করা হয়েছে।

এছাড়া উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীন জলসীমা উদ্ধার কার্যের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ০২টি হারবার প্যাট্রল বোট (এইচপিবি), ০২(দুই) টি ফ্ল্যাট ডেক পন্টুন (বড়), ০২(দুই) টি হোভারক্র্যাফট, ৬টি মিটার রেসকিউ বোট, প্রশাসনিক ভবন, অফিসার্স মেস, জেসিও ব্যারাক, নাবিক ব্যারাক ইত্যাদি বিভিন্ন জোনে ক্রয়/নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বাহিনীর জন্য লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলার নিমিত্ত ৪৪৮.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় কোস্ট গার্ডের নিজস্ব ডকইয়ার্ড নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণের সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ৪০ জন কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মচারীদের ১৫ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাননীয়প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদক প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (পোষাক ও মনোগ্রাম) প্রবিধানমালা, ১৯৯৮ এর সংশোধন করা হয়েছে। বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ৭৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অধীনে ৫৫১ জনকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়াসহ কোস্ট গার্ডে নতুন যোগদানকৃত ৭১৩ জন নাবিককে কোস্ট গার্ড অরিয়েন্টেশন মূলক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ এবং ৬০টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

মহান জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে অন্যান্য বাহিনীর সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ পালন করেছে। বিভিন্ন কচও, কূটনৈতিক জোন, প্রতিষ্ঠান, করোনা হাসপাতাল, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও বাসভবন, বিমান বন্দরসহ গুরুত্তপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা প্রদান, দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ বিতরণে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসের সাথে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ মোবাইল কোর্ট/ ভেজাল বিরোধী ২,৫০১টি অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩৮হাজার ৮শত ৮২) টাকা জরিমানা আদায়ে এনফোর্সমেন্ট ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার প্রতিরোধসহ সারাদেশে গণটিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলায় স্থাপিত কোয়ারেন্টিন সেন্টারের নিরাপত্তায় পুলিশ বাহিনীর সাথে দায়িত্ব পালন করেছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বর্তমানে ৬৭২ জন মহিলা আনসার এবং ভিডিপি সদস্যসহ মোট ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৬২ জন সদস্য কর্মরত রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বাহিনীর ২৫ জন কর্মকর্তাকে ৯ম গ্রেডসহ ২৮৬ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান, ৪৪৫ জন কর্মকর্তা/ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১,০৩৯ জন হিল আনসার ও বিশেষ আনসার (৬০০ জন হিল আনসার ও ৪৩৯ জন বিশেষ আনসার) সদস্যকে চাকুরী স্থায়ীকরণ/ নিয়মিতকরণের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ্রাম ভিত্তিক ভিডিপি মৌলিক মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিষয়ভিত্তিক, কারিগরি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ১৪০টি কর্মসূচীতে সর্বমোট ৯৬,৯৫৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৬০টি শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলার মধ্যে ৪১টি নিষ্পত্তি করে ২ জনকে চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত, ১০ জনকে চাকরি হতে অব্যাহতি এবং ৭ জনকে বিভিন্ন দণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'র অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৪.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার জুন ২০২২ পর্যন্ত খরচ ১২.০২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮২.৩৯%। এ বাহিনীর সদর দপ্তর, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একাডেমি এবং মাঠ পর্যায়ের ইউনিটে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট প্রায় ৬০টি উর্ধ্বমূখি সম্প্রসারণ ও নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী আপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

সংস্থাটি ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮২টি মামলায় ৩৪৮ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৪৭টি মামলায় ১১৮ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৮০জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশ, ৩১ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০৬ জনের প্রত্যেকে ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২৩০ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে এবং ২২টি মামলায় ৫৫ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে।

সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৪৬৩টি মামলা/অভিযোগ (২,৭৯৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতবি আছে। তদন্ত সংস্থা বিগত জুলাই/ ২০২১ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ)টি মামলায় ২৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে যা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

Nation Comes First' বা 'সবার আগে দেশ' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এনটিএমসি যেকোনো ধরনের সাইবার/ ভার্চুয়াল আক্রমণ থেকে দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। 'ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)' সকল ইলেকট্রনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর Lawful Interception এর মাধ্যমে এ দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনসম্মত নজরদারি বাড়ানোর সুবিধা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং এর মাধ্যমে দেশ ও সরকার বিভিন্ন বিরোধী কার্যক্রম রহিতকল্পে লক্ষে এনটিএমসি- তে Open Source Intelligence Technology (OSINT) এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে এবং একটি Integrated Lawful Interception System (ILIS) চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পিটিশন মামলা

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে সরকারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ২৬৮টি রিট পিটিশন, ১টি কনটেম্পট পিটিশন, ৪টি সুয়োমটো রুল, ১টি সিভিল আপিল, ১টি সিভিল মিসেলিনিয়াস, ২টি সিভিল পিটিশন, ১৭টি সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল, ২টি সিভিল রিভিশন, ২টি ক্রিমিনাল পিটিশন, ১টি ক্রিমিনাল আপিলসহ সর্বমোট ২৯৯টি মামলা রুজু হয়েছে। যার মধ্যে ১২৬টি মামলা উক্ত অর্থ বছরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যা বিগত বছরের তুলনায় অধিকহারে নিষ্পত্তিকৃত;

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলিবর্ষণজনিত ঘটনার নির্বাহী তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়গণ কর্তৃক প্রেরিত ১০৭টি ঘটনা নিষ্পত্তি করা হয়েছে; এবং জননিরাপত্তা বিভাগের পক্ষে/বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবীগণকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বেসরকারি আইনজীবী প্যানেল হিসেবে ০৯ (নয়) জন আইনজীবীকে ০২ (দুই) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন, যোগপযোগীকরণ ও কার্যক্রম

বর্তমান সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার যথাযথ আইনি সংস্কার ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এ লক্ষ্যে অপরাধ দমন, প্রতিরোধ ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি যথাযথভাবে পালন করছে।

আইনের যথাযথ ও তাৎক্ষণিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত আইনের সংখ্যা ১০৯টি। এই আইনের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ তফসিলভুক্ত আইনের আওতায় তাৎক্ষণিকভাবে মাঠ পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। এতে করে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

দেশ থেকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে সরকার সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করেছে। এ আইনের প্রয়োগের ম্যধ্যমে জননিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধীগণকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিধান প্রণয়ন করে সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এ বিভাগ হতে মোট ১৩০৩টি মামলায় সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯ এর বিধান মতে সরকারের পূর্বানুমোদন জ্ঞাপন করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে।

তাছাড়া দেশের সকল জেলায় চাঞ্চল্যকর ও নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ, এসিড মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৮ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রতিটি জেলা পর্যায়ে চাঞ্চল্যকর মামলাগুলি মনিটরিং করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি সভা করে হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক দন্ড নিশ্চিত করে জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে এ বিভাগের মাধ্যমে ১০৪৯টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাজেট ও বরাদ্দসম্পর্কিত

জননিরাপত্তা বিভাগের মূল অভিলক্ষ্য "নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ" কে সফল করা ও জনবান্ধব আইন-শৃংখলা বাহিনী গঠনে সরকার দৃঢ় প্রত্যয়কে বাস্তবে পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে এ বিভাগের বাজেট ব্যাবস্থাপনা টিম দক্ষতা ও পেশদারিত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার বিগত ১২ বছরে (২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে) এ বিভাগের বাজেট প্রায় ০৫ (পাঁচ) হাজার কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ২৩২৬০, কোটি ০৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছ।

বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা (১) জননিরাপত্তা বিভাগ হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ারমার নাগরিকদের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পে অবস্থানেরর জন্য টেকনাফ এবং উখিয়া ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। জননিরাপত্তা বিভাগের অর্থায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সংশোধিত প্রাক্কলন ১৯৭,০০,০০,০০০/- (একশত সাতানব্বই কোটি) টাকা ব্যয়ে ১৪৭ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেষ্টনী এবং ১৩০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। (২) বাংলাদেশ পুলিশ কাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হেলিকপ্টার ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, আনুষংগিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন নতুন থানা স্থাপন, নতুন জনবল ও ইউনিটের বাজেট সংস্থান, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৩) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বিওপি স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৪) আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অঙ্গিভূত আনসারদের জন্য ৭,৫৯৪ পিস ১২ Bore Shotgun ক্রয়, ৭৯টি যানবাহন, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৫) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও ০২টি হারবার প্যাট্রল বোট (এইচপিবি) আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং ০২টি ফ্ল্যাট ডেক পন্টুন (বড়) আনুষঙ্গিক ক্রয় এবং ভূমি অধিগ্রহণ; (৬) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও তদন্ত সংস্থার জন্য ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ: (৭) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এর জন্য, Open Surce Intaligent µq,Web/Blog Monitoring System ক্রয়, Vehicle Mounted Mobile Interceptor" ক্রয় করে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া বাজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবান্ধব আইন-শৃখলা বাহিনী গঠনের প্রচেষ্ট অব্যাহত রয়েছে।

এসডিজি প্রতিবেদন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি

বিভিন্ন বাহিনীর জনবল ও ইউনিট বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট চাহিদাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৭৬৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা । মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় জনিরাপত্তা বিভাগের আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ১৬১৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সিলিং ১৭১২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সিলিং ১৮১৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ১৭৬৭.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল (জিওবি ১৭০০.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৭.১১ কোটি টাকা)। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬০৯.৯৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯১.১১%। উল্লেখ্য, মোট ২৮টি প্রকল্পের মধ্যে পুলিশ অধিদপ্তরের ১৯টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১২৫৪.১৬ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১১৬৯.১৭ (৯৩.২২%), বিজিবি'র ০৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১৬৬.৮৪ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১৬৬.৮৪ (১০০%), বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ০৪টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩২৯.২৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২৬০.৫৩ কোটি টাকা (৭৯.১২%), আনসার ও ভিডিপি'র ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১৪.৫৯ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১২.০২ কোটি টাকা (৮২.৩৯%) এবং জননিরাপত্তা বিভাগের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২.২৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১.৩৮ কোটি টাকা (৬১.৩৩%)।

বিগত জুন/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে এমন ১০টি প্রকল্প

(১) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৫০ টি হাইওয়ে আউটপোস্ট নির্মাণ
(২) পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটে ১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ
(৩) বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ
(৪) ১৯টি নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক নির্মাণ
(৫) পুলিশ বিভাগের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনকম ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
(৬) সাসটেনাবল ইনেশিয়েটিভ টু প্রোটেক্ট উইমেন এন্ড গালর্স ফর্ম জিবিভি
(৭) এনহান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
(৮) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ
(৯) বিজিবি সদস্য ও খেলোয়ারদের জন্য একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ
(১০) জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাক সমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানসহ তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ সভা

১২.০১.২০২২ তারিখ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার ৭ তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি এর সভাপতিত্বে ০৬.০২.২০২২ তারিখ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সভা

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি মহোদয়ের উপস্থিতিতে ২১.১০.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির তৃতীয় সভা

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৬.০৯.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পণ্য পরিবহনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সভা

২৮.১২.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়

১৫.০২.২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড এর ২৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪২ তম জাতীয় সমাবেশ ২০২২ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালী অংশগ্রহণ করেন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪২ তম জাতীয় সমাবেশ ২০২২ উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: আখতার হোসেন সালাম গ্রহণ করেন

১১.০৫.২০২২ তারিখ খুলনা শিপইয়ার্ড নির্মিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য টাগ বোট, হাই স্পীড বোট, ফ্লোটিং ক্রেন এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে নির্মিত ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: আখতার হোসেন

জননিরাপত্তা বিভাগে নব যোগদাকৃত সিনিয়র সচিব জনাব মো: আখতার হোসেনকে যথাযথ মর্যাদায় শুভেচ্ছা ও সালাম প্রদান

২৮.১২.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দবিস পালন উপলক্ষে আইন-শৃংখলা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত নিরাপত্তা বিষয়ক সভা

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানসহ তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ সভা

১৮.০৭.২০২২ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি এর সাথে বিএসএফ এর মহাপরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

২০.০৬.২০২২ তারিখ পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা

র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (জঅই) এর ইনসিগনিয়া প্রবর্তন অনুষ্ঠান

১৫.১২.২০২১ তারিখ ডিজিটাল আর্মস লাইসেন্স হস্তান্তর অনুষ্ঠান

পরিবর্তিত পদ্ধতিতে কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক চুক্তি

আন্তর্জাতিক সহযোগিদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসে অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশ/আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি, পারস্পারিক সহযোগিতা চুক্তি, বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক প্রশিক্ষণ বিনিময় চুক্তি স্মারক স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ-তুরস্ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সভা (উক্ত সভায় 'Counter Terrorism & Security Cooperation' শীর্ষক গড়ট টি ইংরেজি এবং তুর্কি ভাষায় স্বাক্ষরিত হয়।)

9th India-Bangladesh Joint Boundary Working Group (JBWG) ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভা (উক্ত সভায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে JRD স্বাক্ষরিত হয়।)

২৭.১২.২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সভা

লস্ট এন্ড ফাউন্ড সেল:

বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কোনো মালামাল হারানো বা চুরি গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সরাসরি কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'লস্ট এবং ফাউন্ড' সেলে অভিযোগ করলে সিসিটিভি, থার্মাল ক্যামেরার সহায়তায় হারানো বা চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সচিবালয়ের ভিতরে ব্যবহার্য কোনো মালামাল পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেলে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

থানা স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতু (উত্তর) থানা ও পদ্মা সেতু (দক্ষিণ) থানার কার্যক্রম, বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত ১২০ টি গৃহ হস্তান্তর, পুলিশ হাসপাতালের আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ১২টি পুলিশ হাসপাতাল, বাংলাদেশ পুলিশের ৬টি নারী ব্যারাক এবং অনলাইন জিডি কার্যক্রমের ভার্চুয়াল শুভ উদ্বোধন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এজন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। ইতোমধ্যে ৫১টি মন্ত্রনালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত এপিএ কার্যক্রমের আওতায় জননিরাপত্তা বিভাগে একটি এপিএ টিম বিদ্যমান রয়েছে। ৯ সদস্য বিশিষ্ট এ টিমে প্রশাসন, পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাজেট ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। এপিএ টিম অর্থবছরের প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয় এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এপিএ টিমের সদস্যদের মধ্যে একজন "টিম লিডার" ও একজন "ফোকাল পয়েন্ট" রয়েছেন। এপিএ টিম লিডার এপিএ টিমের সদস্যদের মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি, এপিএ টিমের সভায় সভাপতিত্ব এবং এপিএ এর অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব-কে অবহিত রাখেন।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বর্তমান সরকারের "নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮"তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (8FYP), মন্ত্রনালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা/দলিল, সরকারের অন্যান্য কৌশল পত্র, মন্ত্রনালয়/বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MBF)'তে উল্লিখিত কবু Performance Indicator (KPI) এবং "মুজিববর্ষ ২০২০-২২"উপলক্ষ্যে ঘোষিত কর্মসূচীর আলোকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। এপিএ প্রণয়নকালে বিভিন্ন উদ্ভাবনী (Innovative) ও সংস্কারমূলক (Reforms) উদ্যোগ গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিম খসড়া এপিএ "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (APAMS)" বিষয়ক Software এর মাধ্যমে দাখিল করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের সার্বিক মূল্যায়নে বাংলাদেশ পুলিশ প্রথম স্থান অধিকার করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এপিএ পুরস্কার বিতরণ করেন।

জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

রাষ্ট্র, সমাজের ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনায় সমুন্নত করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের মূলনীতি। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০২১-২০২২ প্রণয়ন করে ০৩ জুন ২০২২ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা করা হয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এ বিভাগের ১ম, ২য় ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের স্ব-মূল্যায়নসহ প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোডসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকুরি এবং সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ দেওয়া হয়েছে। দুদকের স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) ও তথ্য বাতায়নে সংযোগকরণসহ কর্মচারীদের মাঝে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সোনার বাংলা গড়ায় প্রত্যয় নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার শুদ্ধাচার প্রদান নীতমিালা ২০১৭ প্রণয়ন করেছে এবং পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় সংশোধনপূর্বক একে আরো বেশি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগের গ্রেড ০২ হতে ০৯ ভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে জনাব আবু হেনা মোস্তফা জামান, যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-১ অধিশাখা); গ্রেড ১০ হতে গ্রেড ১৬ ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে জনাব মো: সাহেব উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পুলিশ-৩ শাখা; গ্রেড ১৭ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে জনাব মো: আবু বক্কর সিদ্দিক, অফিস সহায়ক, সিনিয়র সচিবের দপ্তর এবং জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে হতে ড.বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার), পুলিশ মহাপরিদর্শক'কে শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০২১ প্রদান করা হয়। প্রত্যেকের অনুকূলে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসাবে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ প্রদান করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

২৯.১২.২০২১ তারিখ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন বিষয়ে
জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং আঞ্চলিক মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সাথে অংশীজনের Online সভা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য 'সুশাসন ও দক্ষতাবৃদ্ধি' সংক্রান্ত দিনব্যাপী ০২টি কর্মশালা

জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

শিরোনাম	বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	মন্তব্য
Personal Information of Police Officers (PIPO)	বাংলাদেশ পুলিশের (এএসপি হতে তদুর্ধ্ব) সকল কর্মকর্তাগণের যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অনলাইন ডেটাবেজ তৈরীর প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পুলিশের (এএসপি হতে তদুর্ধ্ব) সকল কর্মকর্তাগণের যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Personal Information of Police Officers (PIPO) সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির URL- www.pipo.psd.gov.bd	১. ক্যাটাগরি ও সাব ক্যাটাগরি অনুসারে ইউজার তৈরি করা এবং ইউজার এর রোল অনুসারে সিস্টেম এ অ্যাক্সেস পাবে। ২. প্রত্যেক ইউজার লগইন পূর্বক ফরম এর সকল তথ্য পূরণ করতে পারে। ৩. এ বিভাগের কাছে বাংলাদেশ পুলিশের (এএসপি হতে তদুর্ধ্ব) সকল কর্মকর্তাগণের যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত থাকবে। ৪. প্রয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশের (এএসপি হতে তদুর্ধ্ব) সকল কর্মকর্তাগণের তথ্য তাৎক্ষণিক ভাবে দেখা যাবে। ৫. বাংলাদেশ পুলিশের (এএসপি হতে তদুর্ধ্ব) সকল কর্মকর্তাগণের এসিআর এবং সিআর এ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকবে।	
Meeting Management System (MMS)	জননিরাপত্তা বিভাগের মিটিং রুম ব্যবস্থাপনা, মিটিং/ডেইলি সিডিউল প্রস্তুতকরণ, মিটিং এ কর্মকর্তা মনোনয়ন সহজিকরণ করার নিমিত্ত "Meeting management system" সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির URL- www.mms.psd.gov.bd.	১. ক্যাটাগরি ও সাব ক্যাটাগরি অনুসারে ইউজার তৈরি করা এবং ইউজার এর রোল অনুসারে সিস্টেম এ অ্যাক্সেস পাবে। ২. এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা তাদের ডেইলি প্রোগ্রাম এবং মিটিং এখানে আপলোড করতে পারবে। ৩. মিটিং তৈরিকারী সিস্টেমে অনুমতি দিলে সকল কর্মকর্তা তা দেখতে পাবেন। ৪. কোন কর্মকর্তা কত তারিখে কোন মন্ত্রণালয়ে গিয়েছেন তা সিস্টেম এডমিনি দেখতে পাবেন।	
Personal Information of PSD Officials	জননিরাপত্তা বিভাগের সকল কর্মচারীর যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য "Psd employee database" সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির URL- www.emp.psd.gov.bd.	১. ক্যাটাগরি ও সাব ক্যাটাগরি অনুসারে ইউজার তৈরি করা এবং ইউজার এর রোল অনুসারে সিস্টেম এ অ্যাক্সেস পাবে। ২. প্রত্যেক ইউজার লগইন পূর্বক ফরম এর সকল তথ্য পূরণ করতে পারে। ৩. এ বিভাগের সকল কর্মচারীর যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত থাকবে। ৪. প্রয়োজনে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য তাৎক্ষণিক ভাবে দেখা যাবে। ৫. এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর এসিআর এবং সিআর এ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকবে।	

০৯.০৬.২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে ইনোভেশন ২০২১-২০২২ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান

পরিদর্শন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, এপিএ, ইনোভেশন এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে থানায় স্থাপিত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক কর্তৃক পদত্ত সেবা নিশ্চিতকরণ এবং বিজিবির বিওপি টহল কার্যক্রম ও কোস্টগার্ডের বেইজ/স্টেশন/ আউটপোস্ট পরিদর্শনসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করে থাকে। এছাড়া ও বিজিবির বিওপি টহল কার্যক্রম এবং কোস্টগার্ডের বেইজ/স্টেশন/ আউটপোস্ট পরিদর্শন করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও দক্ষতা সমুন্নত রাখার জন্য 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোট ২৩টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ২৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ১০৩৬ জন কর্মকর্তা -কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ বিভাগের ৪৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

৩০.০৩.২০২২ তারিখ জননিরাপত্তা বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশাসনিক/ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

২৯.১২.২০২১ তারিখ জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অংশগ্রহণে ৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা

০২.০৩.২০২২ তারিখ জননিরাপত্তা বিভাগের আইসিটি সেলে 'ই-নথি বিষয়ক' প্রশিক্ষণ

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

জননিরাপত্তা বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দিবস, র‍্যালিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ সরকারের বিভিন্ন দিবস পালন করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করছে। এর পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিভাগ ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বরসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করে থাকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

জনিরাপত্তা বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ভবন ০৮, বাংলাদেশ সচিবালয়) ব্যানার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এ বিভাগের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পুলিশ অধিদপ্তরে 'ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিস-৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ তাৎক্ষনিকভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, এবং স্বাস্থ্য বিভাগের এ্যাম্বুলেন্স সেবা পাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক এর মাধ্যমে সেবা প্রদান

বাংলাদেশ পুলিশ

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সার্ভিস ডেস্কসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং থানায় স্থাপিত সার্ভিস ডেস্ক হতে জনগন সেবা গ্রহণ করছেন। স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি ইউনিটের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্যঅনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি দেশাত্ববোধক গান ও দেশীয় সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে দিনের শুরু হয়ে ডার্টথ্রো, পিলোপাসিং ও রাফেলড্র এবং পুরষ্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় স্থাপিত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক এবং গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত গৃহ হস্তান্তর শুভ উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট/ অফিসে যথাযথ মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্সে জাতির জনকের ০১ (এক) টি সুদৃশ্য মুর‍্যাল স্হাপন করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন্স ও পুলিশ অফিসের সামনে 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার' শ্লোগান সম্বলিত ডিজিটাল টিভি মনিটর স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী রাষ্ট্রীয়ভাবে গত ১৭-২৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ভারত, ভুটান ও শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন সম্মানিত অতিথিগণ/ ভিভিআইপিগণের হোটেলে আগমণ ও বিভিন্ন কর্মসূচীতে গমণাগমণকালীন নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বর্ডার গার্ড বাংলাদশে (বজিবি) কে আধুনকিায়ন এবং এর অপারশেনাল সক্ষমতা বৃদ্ধসিহ বভিন্নি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছ। সর্বাধুনকি প্রযুক্তরি মাধ্যমে র্কাযকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'র্বডার র্সাভইেল্যান্স এন্ড রসেপন্স সস্টিমে' স্থাপনরে কাজ শুরু করা হয়েছে। মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে মুজিব শতবর্ষের অঙ্গীকার-স্বাবলম্বী বাংলাদেশ 'শত নৌকায় কর্ম উদ্দীপনা' স্লোগানে বিজিবি কর্তৃক হতদরিদ্র মাঝিদের মাঝে ১০৫ (একশত পাঁচ) টি নৌকা বিতরণ করা হয়েছ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন হিসেবে রুপান্তরের জন্য সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) এর অধিনস্থ নবীনগর বিশেষ ক্যাম্প'কে বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামসহ প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী (মুজিববর্ষ-২০২০) উদযাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন, আনসার ও ভিডিপি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল অবদান রেখে চলেছে তার উপর নির্মিত "বিশেষ নাটক", "যে পথে নারীর মুক্তি" ও "আলোর যাত্রী" নামক ০৩টি নাটক ডিভিডি আকারে প্রস্তুত করে সকল ইউনিটে প্রেরণ ও বারবার প্রদর্শন করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচী হিসেবে নাটক, প্রমাণ্য চিত্র ও প্রোমো তৈরী করে তা টেলিভিশনে প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বছরব্যাপি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদক বিরোধী প্রচার অভিযান, সন্ত্রাস দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্য বিবাহ বিরোধী কার্যক্রম, চোরাচালান প্রতিরোধ, জঙ্গীবিরোধী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদক বিরোধী প্রচার অভিযান' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক নাটিকা বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-তে সম্প্রচারিত হয়েছে। বাহিনীর প্রতিটি ইউনিট পর্যায়ে র্যালি ও সমাবেশ এর আয়োজন করাসহ সেখানে বাহিনীর অর্কেষ্ট্রা সদস্যদের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কার্যক্রমের উপর নির্মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৃক্ষরোপন অভিযান-২০২০ কর্মসূচী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় ফলজ, ভেষজ মোট ৬৪,০০০ টি এবং ২০২১ সালে সারাদেশের ৬৮,০০০ গ্রামে মোট ১,৭০,৬৯৬ টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সদর দপ্তরের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষ-২০২০ ক্ষণগননা ঘড়ি স্থাপন, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন বিষয়ক ডিজিটাল ডিসপে স্থাপন এবং "মুজিববর্ষের উদ্দীপন আনসার ভিডিপি আছে সারাক্ষণ"-শ্লোগান সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নভেম্বর ২০২০ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক কৈখালী ও কয়রা অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক জেলেদের মাঝে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, রেডিও এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কোস্ট গার্ড এর আওতাধীন ও উপকুলীয় এলাকায় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩০টি মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে কোস্ট গার্ড এর আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

জলসীমায় শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, জলদস্যু বিরোধী অভিযান, মানব পাচার বিরোধী অভিযান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও বহিঃনোঙ্গর জলদসদ্যুতা দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক মোট ৪১,০৯৬টি অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ২৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ২০ টাকার বিভিন্ন মালামাল, পণ্যদ্রব্য, মাদক, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ প্রাণী জব্দ করা হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের ৪০ জন কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরীক কর্মচারীদের স্বীকৃতি স্বরূপ পদক প্রদান করেছেন।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গরীব ও দুস্থদের মাঝে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, রেডিও, লাইফবয়/লাইফ জ্যাকেট বিতরণ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থা

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৭৮ টি মামলায় ৩৫৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৪৩ টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশ ২৮ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০৬ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২১৩ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২৭টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩৮৩৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় আছে। তদন্ত সংস্থা বিগত ০১-০৭-২০ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক)টি মামলায় ০৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে যা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ হোটেল মধুমতিতে তদন্ত সংস্থার আয়োজনে সম্পন্ন হয় "মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার; তদন্তের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য" বিষয়ক কর্মশালা। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলাসমূহের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচারিক কার্যক্রম শেষে ৩টি মামলার নথি জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর করা হয়েছে।

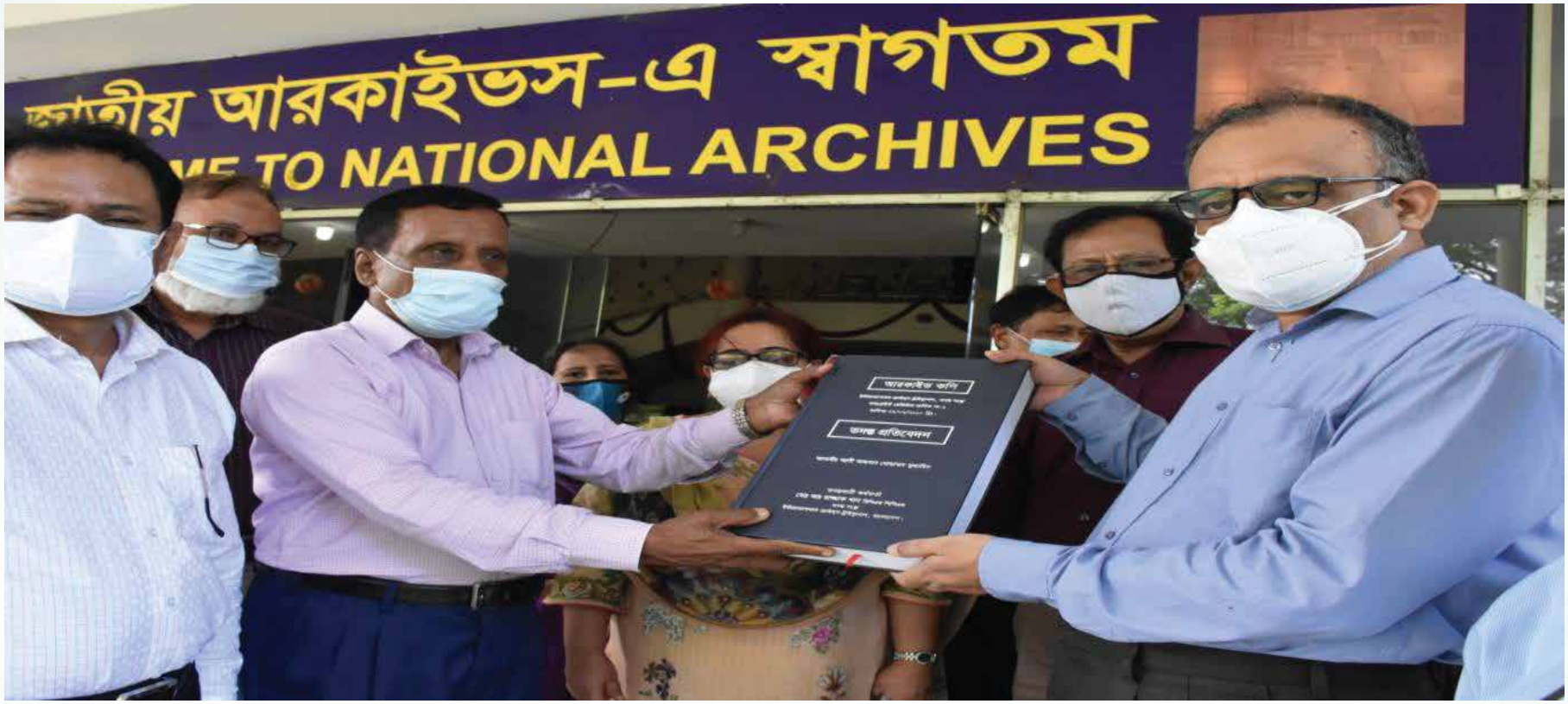

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলাসমূহের মধ্যে চূড়ান্ত ভাবে বিচারিক কার্যক্রম শেষে ৩টি মামলার নথি জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

'মুজিববর্ষ' এবং সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির সোস্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ সাইবার অপরাধ রোধকল্পে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে মনিটরিং করছে এবং ভিডিও কন্টেন্ট এবং ইমেজ কন্টেন্ট তৈরি করে সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের জনগনের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। বিগত ২০২০ সালে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থাসমূহকে সেলুলার লোকেশন ফাইন্ডিং এবং ডাটা এনালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই অপরাধীর অবস্থান সনাক্তকরণ, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রিমোট অপারেশন পরিচালনা এবং স্বয়ংক্রিয় সিডিআর এনালাইসিস সুবিধা প্রদান করে।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জননিরাপত্তা বিভাগ ও এরআওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাকর্তৃক গৃহীত/ বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

জননিরাপত্তা বিভাগ

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিনস্থ দপ্তর/ সংস্থাসমূহকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জারিকৃত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণরোধে হোম কোয়ারান্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, যেমনঃ ফেস মাস্ক (Surgical Disposable), Disposable Hand Vinyl Gloves, Medical Forehead Infrared, Thermometer (Non-Contact), Head Cover, Savlon Antiseptic Liquid (100Ml), Savlon Anitseptic Liquid, Eye Protector Glass, Pulse Oximeter, হেক্সিসল, সেভলন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গাভ ইত্যাদি ক্রয়পূর্বক প্রত্যেক দপ্তর/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখায় চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে।

এ বিভাগে বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রি ক্রয় বাবদ এ পর্যন্ত ১৯ লক্ষ ১৭হাজার ৭৮০ টাকা খরচ হয়েছে। ৮নং ভবনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারে একটি এবং তৃতীয় তলায় সম্মেলন কক্ষের প্রবেশদ্বারে একটিসহ মোট ০২(দুই) টি Disinfactant Machine স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যয় জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে '৪১১২৩১৬' কোডের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি খাত হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

এ বিভাগের প্রতিটি অফিস কক্ষ প্রতিদিন জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মিত স্প্রে করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষ, করিডোর, বারান্দা, সিড়ি ইত্যাদি নিয়মিত পরিস্কার -পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কর্মকর্তাদের কক্ষ্যে এবং প্রতি ফ্লোরের সুবিধাজনক স্থানে ইলেকট্রিক ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের হাসপাতালে নেয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং হাসপাতালে নিয়মিত খোজ-খবর রাখা এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে লজিস্টিক সাপোর্ট এবং জুরুরী প্রয়োজনে এ বিভাগের সেবা প্রদান অব্যাহত আছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে কর্মচারীগণেরও পরীক্ষা করানোর ব্যাবস্থা নেয়া হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তর

কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশের প্রত্যেক সদস্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক, গাভস, পিপিই, ফেসশিল্ড, ঔষধ, জীবানুনাশক প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। পুলিশ অধিদপ্তরে করোনা কন্ট্রোলরুম স্থাপন করে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট হতে আক্রান্ত পুলিশ সদস্য এবং সিভিল স্টাফদের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা জননিরাপত্তা বিভাগে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধ, করণীয়, বর্জণীয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পুলিশের যাবতীয় অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "SOP for Bangladesh Police to Combat Covid-19 Pandemic 2020" বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রস্তুতসহ পুলিশের সকল ইউনিট এবং আইন-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাহিনীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সংক্রমণ প্রতিরোধে পুলিশ সদস্যদের করণীয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার ও বুকলেট (পকেট নির্দেশিকা) প্রস্তুতপূর্বক সকল রেঞ্জ/ ইউনিটসহ পুলিশ ও সিভিল স্টাফদের সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণরোধে হোম-কোয়ারান্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে নিয়মিত প্রচার করার ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনাসহ Bangladesh Risk Zone-Based COVID-19 Containment Implemention Strategy/ Guide পুলিশের সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঢাকাস্থ পুলিশ হাসপাতালে ২৫০টি বেড, ১৫টি আইসিইউ, ১৫টি এইচডিইউ, ১২টি হাইফ্লো ন্যাসাল এবং ২টি পিসিআর মেশিনের সহায়তায় প্রতিদিন প্রায় ৫৫০ জনকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। ১৫৫ জন ডাক্তার ও ১৩৮ জন নার্স একাজে নিয়োজিত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ হাসপাতাল হতে ৬,৫০০ জনকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত ৮৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৩ হাজার ৩০০ টাকা হতে চিকিৎসা ও করোনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার এর আওতায় স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে বিজিবি'র প্রতিটি সদস্য সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সকল স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে বিজিবি'র ০৭ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রিক্রুটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং প্রভৃতি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনাসহ সারাদেশে জনগণের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড গোভস, স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধানকাটা মৌসুমে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে ভিডিপি সদস্যদেরকে অনুপ্রাণিত করে গরীব কৃষকদের ধানকাটার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের এই বিরাজমান পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে যাতে খাদ্য সংকট তৈরী না হয় সেজন্য (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার অন্তর্গত) এ বাহিনী কৃষিজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা করয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষিকাজ বজায় রাখার জন্য উদ্বুদ্ধকরণসহ কৃষিক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অবগত করা হয়েছে। ৪.২ করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিত করে শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ (চিকিৎসা) সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য যানবাহন চলাচলে মাঠ প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকাসহ এ বাহিনী হতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারী করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণরোধে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪২টি ব্যাটালিয়ন সদরসহ কিছু জেলাতে (যেখানে সুবিধাজনক স্থান রয়েছে সেখানে) 'আইসোলেশন সেল' গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত বাড়িসমূহ চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগনকে সতর্ককরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিতকরণ, ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে মাঠ প্রশাসনেকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় এ বাহিনী কর্তৃক মোট ১,৪৭,৬০০ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) জন ভিডিপি সদস্য-সদস্যা সরাসরি উপকার ভোগ করেছেন। এছাড়াও এ বাহিনীর ১,৪৭,০০০ জন ভিডিপি সদস্যকে জনপ্রতি ৪৪০/- হারে সর্বমোট ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা মাত্র ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। সকল ইউনিট কর্তৃক দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকার সংক্রান্ত লিফটলেট বিতরণ ও সচেতনতামূলক প্রচারনার কারণে দেশের সকল জনগণ উপকার লাভ করেছেন।

কোস্ট গার্ড

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এ বাহিনীর আওতাধীন এলাকাসমূহে লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ কাজ করে চলেছে। এসকল কার্যক্রমসমূহ তদারকির নিমিত্তে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নকরতঃ সার্বক্ষণিক 'মনিটরিং ও সমন্বয়' সেল খোলা রাখা হয়েছে। কোস্ট গার্ড কর্তৃক উপকূলবর্তী (ঢাকা, মংলা, চট্টগ্রাম ও ভোলা) এলাকায় গরীব, দুঃস্থ ও জেলে প্রায় ৫ হাজার পরিবারের মাঝে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক বিতরণসহ প্রায় ৩,০০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। ভোলা অঞ্চলের আংটিহারা এলাকায় ভারত হতে আগত নৌযান ও যাত্রীসমূহকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরতঃ দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রবেশের ছাড়পত্র প্রদানে সহায়তা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপয়েন্ট স্থাপনকরতঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা এবং 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় মাঠে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে কোস্ট গার্ড ২৩টি জাহাজ, শতাধিক বোট, ৫৪ টি স্টেশান-আউটপোস্ট ও ০৭টি অস্থায়ী ক্যাম্প (জাটকা নিধন অভিযান উপলক্ষে স্থাপিত) হতে টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধের জন্য ০৩ টি কোস্ট গার্ড জাহাজ (বিসিজিএস স্বাধীন বাংলা, বিসিজিএস তানভীর এবং বিসিজিএস রাঙ্গামাটি) জাহাজ যথাক্রমে চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুর চেকপয়েন্টে মোতায়েনসহ এ বাহিনীর বোট ও ভাড়াকৃত বোট দিয়েও টহল পরিচালনা করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এপিপিতে ৩ কোটি ১০ লক্ষ বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৮০ টাকা এযাবৎ ব্যয় হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক মাস্ক, হ্যান্ডগাভস পরিধান নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তদন্ত সংস্থায় সাক্ষী, অতিথী কিংবা দর্শনার্থীদের প্রবেশে মাস্ক বাধ্যতামূলক করে সরকারের 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন/ Wear Mask, Get Service' নীতি বাস্তবায়ন করাসহ অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে এই সংক্রান্ত ব্যানার টানানো হয়েছে। প্রবেশ পথে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন বাধ্যতামূলক এবং ট্রে এর উপর স্যানিটাইজেশন দিয়ে জুতার জীবানুমুক্ত করে অফিসে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোস্টেট পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কর্মকর্তা/ কর্মচারী অসুস্থ্যবোধ করলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধে গৃহীত সকল ব্যবস্থার ব্যয় তদন্ত সংস্থার বাজেট হতে প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৫২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

Disinfection Chamber স্থাপনের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের জীবানুমুক্ত প্রবেশ কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে হ্যান্ড স্যানেটাইজার এবং Mask (মাস্ক) বিতরণসহ Bulk SMS এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ প্রেরণের মাধ্যমে সকল স্বাস্হ্য কর্মী ও জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে।

ইমিগ্রেশন অথরিটি এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরসমূহের সহায়তায় বিদেশ থেকে আগত প্রায় ৭ লক্ষ ব্যক্তির অবস্হান সনাক্ত করে তার তালিকা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন উক্ত ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনসহ কোভিড সংক্রমণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়েছে। বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের গমনাগমনের ভৌগোলিক অবস্হান চিহ্নিত করে প্রাপ্ত তথ্য পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অ২র কে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য বিভাগ হতে সংগৃহীত কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীদের তথ্যও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় ত্রাণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উপকার ভোগীর NID তথ্য যাচাইপূর্বক সঠিক তালিকা প্রণয়ন করা হয় যার ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ প্রতি উপকারভোগীকে অর্থ বিতরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেজ, গ্রুপ ও করোনা বিষয়ক ব্যক্তিগত পোস্ট নিরীক্ষণপূর্বক ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য রোধ করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯, মাঙ্কিপক্সসহ যেকোনো সংক্রামক রোগ এর প্রাদুর্ভাব রোধকল্পে অধিক জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সকল মহামারী মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ এবং নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পালনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর সকল দপ্তর/ সংস্থা বদ্ধ পরিকর।

পুলিশ অধিদপ্তর

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের নির্ভীক ও দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যগণ। আপামর জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে পুলিশ সদস্যগণ দেশের জন্য জীবন উ সর্ক্রেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশ পুলিশ দুর্যোগে, দুর্ভোগে সবসময়ই জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে করোনা মহামারীর সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, লজিস্টিকস ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নত প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উ কর্নিশ্চিত করার ফলে বর্তমানে পুলিশের সেবার মান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির উ কর্ষের্সাথে সাথে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। একই সাথে নিরাপত্তা ও অপরাধের ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের আধুনিকায়নে বাংলাদেশ পুলিশে সাইবার পুলিশ সেন্টার, ডিএনএ ল্যাব, আধুনিক ফরেনসিক ল্যাব, Automated Finger Print Identification System (AFIS) এবং আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে, যা মামলা তদন্তে নির্ভুল ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিশেষায়িত ইউনিট গঠন অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে সম্প্রতি আর্মড পুলিশের দুটি এবং র‍্যাবের একটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ইতোমধ্যে পুলিশে এন্টি টেরোরিজম ইউনিট (এটিইউ) এবং কাউন্টার টেররিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশকে আধুনিক ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং পুলিশের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে অনলাইন জিডি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পুলিশের কার্যক্রমে গতিশীলতা ত্রিমাত্রিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের জন্য ইতোমধ্যে ২টি হেলিকপ্টার ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর জন্য একটি পূণাঙ্গ এভিয়েশন ইউনিট গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে সরকার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশ 'দেশের প্রতিটি থানায় একটি গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ' কর্মসূচী গ্রহণ করে। বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ৪০০ টি গৃহ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত ১২০টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। পদ্মা সেতু সংলগ্ন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেতুর উভয় পাশে শরীয়তপুর জেলার জাজিরায় "পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা" এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার মাওয়ায় "পদ্মা সেতু উত্তর থানা" নামে ০২টি আধুনিক থানা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পুলিশ হাসপাতালসমূহের আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ১২টি পুলিশ হাসপাতাল, বাংলাদেশ পুলিশের ৬টি নারী পুলিশ ব্যারাক এবং অনলাইন জিডি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন বঙ্গবন্ধুর **'জনগণের পুলিশ'** হওয়ার পথে একটি মাইলফলক এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ হতে এক অনন্য প্রয়াস।

বাংলাদেশ পুলিশের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জনবল : বাংলাদেশ পুলিশের ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত অনুমোদিত পদ (পুলিশ) ২০২৬৫২ জনের মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৮৮১৪৩ জন এবং শূন্য পদ ছিল ১৪৫০৯ জন। অনুমোদিত নন-পুলিশ (রাজস্ব) ৭৯৪৫ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ৫১৮৩ জন এবং শূণ্য পদ ২৭৬২ জন। নন-পুলিশ (আউটসোসিং) পদে অনুমোদিত পদ ২৮৬৪ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ২৭৬০ জন এবং শূন্য পদ ১০৪ জন। ফলে বর্তমানে পুলিশের মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২১৩৪৬১। কর্মরত মোট জনবল ১৯৬০৮৬ জন এবং শূন্যপদের সংখ্যা ১৭৩৭৫ জন।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১.	অতিরিক্ত আইজি (গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি হয়েছে	৮	১৯৭১	৩৩৩৬	-	৭০০০	৭০০০	-
২.	ডিআইজি পদে পদোন্নতি হয়েছে	৩২						
৩.	অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি হয়েছে	১১৯						
৪.	পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি হয়েছে	৩৭						
৬.	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি	১৮১						
৭.	এএসপি পদে পদোন্নতি হয়েছে	৬৭						
৮.	পুলিশ পরিদর্শক পদে পদোন্নতি হয়েছে (নিরস্ত্র/শহর ও যানবাহন/সশস্ত্র)	৪২২						
৮.	সাব-ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি হয়েছে	৪৯৯						
	সর্বমোট	১৩৬৫						

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বাংলাদেশ পুলিশ	**১৭৫৬ টি**	**১৫৭৭ কোটি (প্রায়)**	**১২৬ টি**	**৯৫ টি**	**৬ কোটি (প্রায়)**	**১৬৬১ টি**	**১৫৭১ কোটি (প্রায়)**
	সর্বমোট							

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে সর্বমোট ১২০৫ জন অংশগ্রহণকারী মোট ৪৭৭০৯ টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ২১৬ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ করা হয়েছে এবং মোট ৯৬৪৭ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়ামে পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তাসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে ০৮ টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়ামে মোট ১৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ৪০ টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়ামে মোট ১৬৮ জন কর্মকর্তা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে মোট ৫৬ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ হতে ১৬৭৮ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করে।

ওয়েলফেয়ার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০৯ জন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারী দায়িত্বপালন কালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের পরিবারকে সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক ০৯ টি প্রস্তাব ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে ০৭ টি পরিবার চেক পেয়েছেন।

ফিন্যান্স বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	বিবরণ	পূর্বের হার	বর্তমান হার	অনুমোদনের তারিখ
১.	থানা হাজতে অবস্থানকালীন আসামীদের খোরাকী ভাতা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।	থানা হাজতে অবস্থানকালীন আসামীদের খোরাকী ভাতার হার পুনঃ নির্ধারণ।	৭৫/-	১৫০/-	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৬/২০০৮-৩৪৩ তারিখঃ ২৩/১১/২০২১ খ্রি.।

রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত সদস্যের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কনস্টেবল। এ বিরাট সংখ্যক সদস্যদের পেশাদারিত্ব, মেধা মনন, যোগ্যতা এবং দায়িত্ববোধের উপর বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি তথা গোটা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অপরাধের ধরন পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে অনেকগুলো নতুন ইউনিট সংযুক্ত হয়েছে এবং কর্মপরিধিতে তথ্যপ্রযুক্তি তথা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে Web Application এর মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে প্রিলিমিনারী স্ক্রিনিং করার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অধিক উচ্চতা সম্পন্ন এবং ভালো GPA অর্জনকারীদের বাছাই করে মাঠ পর্যায়ে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা যাচ্ছে। এ ছাড়া শারীরিক পরীক্ষার সকল ইভেন্টসহ Endurance Test এর মাধ্যমে শারীরিকভাবে অধিক সক্ষম ও সুঠাম দেহের অধিকারী সদস্য বাছাই করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভালো GPA এর কারণে মেধাবী, যোগ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীরা পুলিশে যোগ দিচ্ছে। এ জন্যে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদ সংক্রান্তে পিআরবি (ভলিউম-১) এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সংশোধনও করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) এবং সার্জেন্ট পদমর্যাদার কর্মচারীগণ মাঠ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তদন্ত ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ ভিআইপি ও ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের কাজে তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। উক্ত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্তমানে বুদ্ধিমত্তা ও স্বাভাবিক প্রবণতাসহ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরদের বিভিন্ন ধরনের জটিল, গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্লুলেস মামলা তদন্তের দায়িত্ব পালন করতে হয়। মাঠ পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধী-সন্ত্রাসী গ্রেফতার, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দায়িত্ব পালনকালে তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান এবং অনেক পরিস্থিতিতে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই ধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা ও স্বাভাবিক প্রবণতাসহ মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক তৎপরতা এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন। ফলে একজন দক্ষ, মেধাবী, যোগ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থী নির্বাচিত হলে বিশ্বায়ন ও আইসিটির এ যুগে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। এরই আলোকে বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান এসআই (নিরস্ত্র) ও পুলিশ সার্জেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণসহ যোগ্য প্রার্থী বাছাই এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) এবং পুলিশ সার্জেন্ট নিয়োগ সংক্রান্তে পিআরবি(ভলিউম-১) এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সংশোধন করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা-২০০৯ **পর্যন্ত** সকল জেলা/ইউনিটে অনুষ্ঠিত হতো এবং মেধাতালিকা ও ইউনিটভিত্তিক প্রণয়ন কারা হতো, যার প্রেক্ষিতে পরবর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বর **পর্যন্ত** সংশ্লিষ্ট ইউনিটের শূন্যপদের বিপরীতে পদোন্নতি প্রদান করা হতো। কিন্তু পদোন্নতি মেধা ও যোগ্যতার সমতার লক্ষ্যে বাংরাদেশ পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত এবং মেধাতালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎ প্রেক্ষিতে ২০২০ সাল হতে বাংলাদেশ পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফল অর্থ্যাৎ মেধাতালিকা ও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়। তদন্তের মান উন্নয়ন, যোগ্য, মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদোন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি সমুন্নত করার লক্ষ্যে অনুমোদিত কেন্দ্রীয় মেধাতালিকা হতে ২০২১ সাল হতে পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। যা বাংলাদেশ পুলিশ-এ এক যুগোপযোগী পরিবর্তন।

এছাড়া, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক সম্পাদিত সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সাল হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বালাদেশ পুলিশের ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর.২০২১ এ বাংলাদেশ পুলিশের ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ কায সম্পন্ন হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি /২০২২ এর (টিআরসি) প্রশিক্ষণে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ট্রেনিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশকে অধিক দক্ষ, পেশাগত ও জনবান্ধব করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্মানিত আইজিপি মহোদয় প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদের জন্য বছরে কমপক্ষে ৬০ ঘন্টা (ন্যূনতম একবার) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ত প্রেক্ষিতেআইজিপি মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্য যাতে বছরে একবার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে এ লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন নামে নতুন প্রশিক্ষণ কর্যক্রম চালু করা হয়েছে। সকল র্যাঙ্কের পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি বছর ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকায়ন, প্রযুক্তিগতভাবে অধিকতর দক্ষ করার লক্ষ্যে পুলিশ একাডেমী সারদায় এএসপি প্রবেশনারস, ক্যাডেট এসআই, সার্জেন্ট ও কনস্টেবলদের আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কনস্টেবল এবং নায়েকদের জন্য নতুন করে ০১ সপ্তাহ মেয়াদী 'দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স' প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ পুলিশের ১০৫টি প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে চলমান রয়েছে, এএসআই (নিঃ)দের জন্য নতুন করে ০১ সপ্তাহ মেয়াদী 'জুনিয়র লিডারশীপ কোর্স (নিঃ)' প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ পুলিশের ০৫টি প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে চলমান রয়েছে, এএসআই (সঃ)দের জন্য নতুন করে ০১ সপ্তাহ মেয়াদী 'জুনিয়র লিডারশীপ কোর্স (সঃ)' প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ পুলিশের ০৪টি প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে চলমান রয়েছে এবং এটিএসআইদের জন্য নতুন করে ০১ সপ্তাহ মেয়াদী 'বেসিক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স' প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ পুলিশের ০১টি প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে চলমান রয়েছে। কনস্টেবল ও নায়েক হতে এএসআই (নিঃ) পদে বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষায় কৃতকার্যদের জন্য বাধ্যতামূলক কোর্স প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এএসআই (নিঃ) হতে এসআই (নিঃ) পদে বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষায় কৃতকার্যদের জন্য বাধ্যতামূলক কোর্স প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া;

(ক) ডিটিএস, সিআইডিতে বাৎসরিক ফোরকাস্ট অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পাদন ও প্রশিক্ষণে গতিশীলতা আনয়ন।

(খ) ডিটিএস, সিআইডির নির্ধারিত প্রশিক্ষণের কারিকুলামসমূহের যুগোপযোগী পরিবর্তন, পরিমার্জন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণসমূহকে আরো অধিকতর কার্যকর করা।

(গ) ডিটিএস, সিআইডির শ্রেণীকক্ষে আধুনিক প্রশিক্ষণ উপযোগী শিক্ষা উপকরণ স্থাপন ও প্রশিক্ষণের মনোন্নয়ন।

ঘ) পুলিশ স্টাফ কলেজে ATA, US Embassy কর্তক Investigating Terrorist Incidents, Interviewing Terrorist Suspects, Leadership Training on Gender- Responsive Policing এবং Home Made IED & Chemical Response Consultation শীর্ষক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত কার্যক্রম

জননিরাপত্তা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পুলিশের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সম্পাদন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের □ □ □ □/□ □ □ □ □ □মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ ৮৮% নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান স্থান অর্জন করে।

□ □ □ □□ □ □ □৬৬৩ টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার, ০৮ টি মেট্রোপলিটন, ০৮টি রেঞ্জ, ০৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ হাসপাতাল ও ১৪ টি বিশেষায়িত ইউনিটসহ মোট ৩৬টি ইউনিট প্রধানদের □□ □□ □ □২০২১-২২ অর্থবছরের (APA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত কার্যক্রম

এআইজি (ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস) বাংলাদেশ পুলিশের SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে আসছেন। SDG –তে ০৪ টি সূচকের [3.4.2 Suicide mortality rate (per 100000 population), 3.6.1 Death Rate due to road traffic injuries (per 100000 population), 16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100000 population by sex and age, 16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100000 population by sex, age and form of exploitation.] বিপরীতে বাংলাদেশ পুলিশ তথ্য প্রদান করে থাকে এবং গত ২০২১ খ্রি. সাল পর্যন্ত এসডিজির তথ্য ট্র্যাকারে আপডেট করা আছে।

উত্তম চর্চা (Best practice) সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চার (Best practices) তালিকা প্রনয়ণপূর্বক ইতোমধ্যে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

“ইনোভেশন টিম” কর্তৃক ইনোভেশন আইডিয়া নির্বাচনপূর্বক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৩টি আইডিয়া বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। আইডিয়া-৩টি হলো-

1. LEAVE MANAGEMENT 2.LIBRARY MANAGEMENT
2. DIGITAL MAP MANAGEMENT

সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-২০২১-২০২২ এ বর্ণিত সংযোজনী ৭ (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা-২০২১-২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক [১.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও য়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদ করে তথ্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্পোর্টস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১। বঙ্গবন্ধু জন্মশতবাষিকী উপলক্ষে ওয়ালটন ২য় ওরিয়েন্টাল মাটির কুস্তি (পুরুষ ও মহিলা) রেসলিং প্রতিযোগিতা/২০২১ বাংলাদেশ পুলিশ ২ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য এবং ১৪ টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

২। ১ম জাতীয় বাংলাদেশ আর্ম-রেসলিং টুর্নামেন্ট-২০২১ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পুলিশ ৩ টি স্বর্ণ, ৩ টি রৌপ্য এবং ১ টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

৩। বঙ্গবন্ধু ৩০তম পুরুষ ও ৬ষ্ঠ মহিলা জাতীয় সিনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতা/২০২১ এ বাংলাদেশ পুলিশ ২টি রৌপ্য এবং ৮টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

৪। ‘বঙ্গবন্ধু ৫ম আন্তঃসার্ভিস জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা/২০২১ এ ১টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

৫। ‘বঙ্গবন্ধু’ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহান বিজয় দিসব উন্মুক্ত (পুরুষ ও মহিলা) কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২১ এ ৪টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

৬। ট্রাস্ট ব্যাংক ১৯তম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা/২০২১ এ ৩টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ৪টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

বাংলাদেশ পুলিশের ক্লাবসমূহ নিম্নোক্ত খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ হয়েছে

১। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রোবল টূর্ণামেন্ট-২০২১ (পুরুষ) – চ্যাম্পিয়ন।

২। মহান বিজয় দিসব টূর্ণামেন্ট-২০২১ (পুরুষ) – চ্যাম্পিয়ন।

৩। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রোবল টূর্ণামেন্ট-২০২১ (নারী) – রানার-আপ।

৪। মহান বিজয় দিসব টূর্ণামেন্ট-২০২১ (নারী) – রানার-আপ।
৫। ৩য় জাতীয় পেসাপালো প্রতিযোগিতা- ২০২১ (পুরুষ)- চ্যাম্পিয়ন।
৬। ৩য় জাতীয় পেসাপালো মিক্স প্রতিযোগিতা ২০২১ (পুরুষ ও নারী)- চ্যাম্পিয়ন।
৭। মুজিববর্ষ মহান স্বাধীনতা কাপ ডিউবল টূর্ণামেন্ট-২০২১ (পুরুষ) – চ্যাম্পিয়ন।
৮। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ডিউবল টূর্ণামেন্ট-২০২১ (পুরুষ) – চ্যাম্পিয়ন।
৯। ওয়ালটন ৩য় জাতীয় ডিউবল চ্যাম্পিয়নশীপ- ২০২১ (পুরুষ) চ্যাম্পিয়ন।
১০। ওয়ালটন মহান বিজয় দিবস ডিউবল টূর্ণামেন্ট-২০২১ (পুরুষ) চ্যাম্পিয়ন।
১১। ১ম জাতীয় ফুটভলি প্রতিযোগিতা- ২০২১ (পুরুষ)- চ্যাম্পিয়ন।
১২। ১ম জাতীয় ফুটভলি প্রতিযোগিতা- ২০২১ (নারী)- চ্যাম্পিয়ন।
১৪। ওয়ালটন স্বাধীনতা কাপ- ২০২১ (পুরুষ ও নারী) – রানাস আপ।
১৫। প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা প্রতিযোগিতা – ২০২১ এ বাংলাদেশ পুলিশ চ্যাম্পিয়ন।

ট্রান্সপোর্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের রাজস্ব খাত হতে ৭০টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ২০টি বাস (বড়), ১০টি প্রিজনার্স ভ্যান, ১০০টি মোটর সাইকেল (১৫০ সিসি), ২৮টি পেট্রোল কার এবং ২৮টি ট্রাক (৩ টন) ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ২০টি ঘোড়া এবং ১৪টি কুকুর ক্রয় করা হয়েছে ।

খ) রাজস্ক বাজেটের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের জন্য জিটুজি পদ্ধতিতে ২টি হেলিকপ্টার ক্রয়ের এলসি খোলা হয়েছে ।

গ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পুলিশ ওয়ার্কসপ প্রকল্পের জন্য ৬২ টি যন্ত্রাংশ ক্রয়, সোলার প্যানেল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অটোমেশন এবং ৫টি প্রটেকশন জীপ ক্রয় করা হয়েছে।

ঘ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ০৪টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ০২টি এপিসি, ০১টি সিসিভি, ০১টি ফর্ক লিফট এবং ০২টি ট্রাক (২.৫ টন) সহ সর্বমোট ১০টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে ।

ঙ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের ১৭টি জীপ, ১৭৩টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ৩৭টি প্রিজনার্স ভ্যান, ৬টি রেকার, ২০টি বাস (বড়) এবং মোটর সাইকেল ৩০০টিসহ সর্বমোট ৫৫৩টি যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে ।

এছাড়াও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় "ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশনাল সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি মোটর সাইকেল (১৫০ সিসি), ৫০টি ট্রাক (৫ টন), ৫০টি বাস (বড়) এবং ২০টি ট্রাক (৩টন) এর রেজিষ্ট্রেশন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

নির্বাচন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন, উপ-নির্বাচন এবং পুনঃভোটগ্রহণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

ইউএন অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করেছে **৪৮৬** জন এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন **৪৭৯** জন।

ক্রাইম বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট শাখা হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় ও ওয়ার্কিং কমিটি সমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ কমিটি গ্রহণ করা হয়েছে। জাল মুদ্রা প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ইউনিটগুলোর কার্যক্রম তদারকি করে জাল মুদ্রার পাচারকারী সিন্ডিকেটের সদস্যদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জাল মুদ্রা, মাদক ও মানি লন্ডারিং এর গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় তদন্ত কার্য পর্যালোচনা করে মামলার সফল তদন্ত নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতা দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশ দেশে প্রচলিত আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের এ ধরনের কার্যক্রম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে তদারকি করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ লক্ষে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিশেষায়িত ক) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল খ) এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল গ) মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল রয়েছে।

'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল' এ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে জনগণের নিকট হতে ৯টি অভিযোগ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে ২৬০টি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ছায়ালিপি পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সর্বমোট ২৬৯টি অভিযোগ/প্রত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে অনুসন্ধান ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ২১৬টি অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৩টি অভিযোগ/প্রত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও নির্যাতন হতে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ সেবাসমূহ পরিচালিত হচ্ছেঃ

মুজিববর্ষ ও রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। 'নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক' এ ডেস্ক পরিচালনার জন্য প্রতিটি থানায় পৃথক কক্ষ ও প্রশিক্ষিত পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছে। আইনগত সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি চিকি সা অন্য কোন মানবিক সহায়তা প্রয়োজন হলে সে বিষয়েও প্রয়োজনে সরকারি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কগুলোতে ২,০৯,৩৪৯ জন সেবা প্রত্যাশি বিভিন্ন ধরণের সেবা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বয়স্ক -(নারী ৩৮,৯৫০ জন, পুরুষ ৩২,৪২৭ জন), নারী ১,১৮,৭৫৩ জন, শিশু-(ছেলে শিশু ৫,১৯৮ জন, কন্যা শিশু ৮,৭৭১ জন), প্রতিবন্ধী -(নারী ২,২৭৬, পুরুষ ১,৩২৯, ছেলে ৭২০, মেয়ে ৯২৫) জন।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ সারাদেশে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনা করছে। এ সকল ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ডিএমপি, সিএমপি, এসএমপি, আরএমপি, কেএমপি, বিএমপি, আরপিএমপি ও রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে আগত নারী ও শিশুদেরসাময়িক আশ্রয় প্রদান, আইনগত সহায়তা প্রদান, চিকি সঙ্ক অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পুলিশের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন এনজিও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে কার্যক্রম পরিচালিত করছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলো হতে মোট ১,৪৫৯ জন ভিকটিম সেবা গ্রহণ করেছে।

নারী সহায়তা কেন্দ্র

নির্যাতিত নারীদের সহায়তার জন্য দেশের সকল জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিটের অপরাধ বিভাগসমূহের উপ-পুলিশ কমিশনার এর কার্যালয়ের মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ চলমান রয়েছে। এসকল দপ্তরের প্রত্যেকটিতে ০১টি করে সারাদেশে মোট ৮৮টি নারী সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সারাদেশে নারী সহায়তা কেন্দ্রগুলো হতে মোট ৭৯,৫০৬ জন নারী সহায়তা গ্রহণ করেছেন। নারী সহায়তা কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার শিকার নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে। অপরাধের ধরণ অনুযায়ী মামলা দায়ের, আইনগত পরামর্শ বা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯

জুলাই/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২২ পর্যন্ত '৯৯৯' এর মাধ্যমে ৮৫,৫১,৮৩৮টি কলের বিপরীতে ৩,২৮,৫০৫ জনকে এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশি সেবা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট কলগুলি ৯৯৯ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় সেবা প্রদান করা হয়নি।

Police Cyber Support for Women

অনলাইন ভিত্তিক হয়রানী, ইভটিজিং, প্রতারণা, হুমকি প্রদান প্রভৃতি অপরাধ হতে নারীদের সুরক্ষা ও আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এ Police Cyber Support for Women সার্ভিস চালু করা হয়েছে। Hotline:01320000888;E-mail:cybersupport.women@police.gov.bd; URL:https://m.facebook.com/PCSW. PHQ/, এর মাধ্যমে সারাদেশের যেকোন প্রান্ত থেকে নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে।

Complaint Committee

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ বিভাগের সকল ইউনিটে Complaint Committee গঠন করা হয়েছে। উক্ত Complaint Committee কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সজাগ রয়েছে।

এসিড অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেলের মাধ্যমে এসিড অপরাধ দমন, ২০০২ এর রুজুকৃত ৩০টি মামলার কার্যক্রম মনিটর করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে ১৭টি মামলায় অভিযোগপত্র, ০৬টি চুড়ান্ত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে এবং ০৭টি মামলা তদন্তাধীন আছে। ০১টি মামলায় ০১ জন ব্যক্তির অন্যান্য মেয়াদে সাজা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ সারা দেশে কঠোরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেশের থানাগুলোতে মানব পাচারের অপরাধে ২৯৮৪ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৬৩২টি মামলা দায়ের হয়েছে। একই সময়ে ৪৮৭ টি মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিটগুলো মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল বা টিআইপি সেল নামে বিশেষায়িত একটি সেল রয়েছে। এ সেল হতে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে মাঠ পর্যায়েরইউনিটগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মামলার তদন্ত পর্যালোচনা করে মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানব পাচার সংক্রান্ত বাংলাদেশের রিপোর্ট ২০২১-২০২২ প্রনয়ণ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। বিট পুলিশিং ও কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলো মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বিজ্ঞ আদালত থেকে সাক্ষীর প্রতি সমন ও ওয়ারেন্ট সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণের পাশাপাশি পুলিশ □ □ □ □ □ □ □ কিছু কিছু প্রেরণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পুলিশ □ □ □ □ □ □ □ প্রসিকিউশন সেল এ সাক্ষীর প্রতি ১৯০৯ টি ওয়ারেন্ট ও ১০২ টি সমন এবং বিজ্ঞ আদালতের ১৩০৭টি আদেশনামা পাওয়া গেছে। এসকল সমন, ওয়ারেন্ট, আদেশনামার বিষয়ে যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে ১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ
২. পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনকম সেন্টার ভবনের ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ
৩. দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৫০টি হাইওয়ে আউট পোষ্ট নির্মাণ
৪. ১৯টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক নির্মাণ
৫. বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহ আধুনিকীকরণ

ট্রাফিক বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ট্রাফিক প্রসিকিউশন ব্যবস্থা ডিজিটালাইনের লক্ষ্যে Software তৈরি করে সকল ইউনিটে Install করা হয়েছে। এ Software ব্যবহার করে POS মেশিনের মাধ্যমে ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে করে প্রসিকিউশনের মাধ্যমে

আদায়কৃত জরিমানার হিসাব স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে এবং জনসাধারণ সহজে জরিমানার অর্থ মোবাইল Apps এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছে।

সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি Software তৈরি করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনা মোতাবেক Software টি প্রতিটি থানায় Install করা হয়েছে। প্রতিদিন সারাদেশে প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জগন সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য উক্ত Software এ Input নিশ্চিত করেন এবং তা সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট হতে সড়ক অবৈধ ও লাইসেন্সবিহীন মোটরযান চালকদের তথ্য উপাত্তসহ তালিকা সংগ্রহ করে প্রতিমাসে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Bangladesh Road Sofety Project এর খসড়া (DPP) চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এবং প্রকল্পের APD হিসেবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এআইজি (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট) কে এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার (PM) হিসেবে হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) কে মানোনীত করা হয়েছে।

দক্ষ ড্রাইভার তৈরী কল্পে ‘‘ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট শাখা কর্তৃক ‘‘ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক’’ প্রস্তুক আকারে প্রকাশের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে।

মিডিয়া বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

পেপার ক্লিপিং-২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বহুমাত্রিক উদ্ভাবনী উপায়ে গতানুগতিক মিডিয়াসহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসমূহে সরকারের দর্শন ও রূপকল্প, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন কর্মসূচীসহ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের আলোকে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদিত করেছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম, নতুন ইউনিট স্থাপন, নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় ২২ হাজার ৪৭০ টি পেপার ক্লিপিং ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি গোচর করা হয়েছে।

প্রেস রিলিজ- ইন্সপেক্টর জেনারেল’র দৈনন্দিন পুলিশি কার্যক্রম, পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ালে ব্যবস্থা, নতুন ইউনিট স্থাপন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম এবং অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে ১৫৪টি প্রেস রিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ- পবিত্র ঈদুল ফিতর, পবিত্র ঈদুল আযহা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও অনুষ্ঠান নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করা করা হয়েছে।

স্ক্রল নিউজ- পুলিশের আভিযানিক সাফল্য, গ্রেফতার, উদ্ধার এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ, নিয়োগ/বদলি ইত্যাদি সংবাদ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে স্ক্রল নিউজ হিসেবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তা ক্ষণিব্যবস্থা গ্রহণ- প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে তা ক্ষণিব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয়- প্রতিবেদনাধীন সময়ে ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ক্র্যাব) এর সদস্য এবং প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অপরাধ প্রতিবেদকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, পুলিশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচার এবং তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় করা হয়েছে। তাদেরকে পুলিশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইতিবাচক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ-সাংবাদিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। তাছাড়া, বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন যেমন- বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে), ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (ডিইউজে), ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের সাথে

পুলিশি কার্যক্রম সংক্রান্তে তথ্য প্রদান এবং মতবিনিময় করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন করে ওইসব হাউজে কর্মরত সংবাদকর্মীদের সাথে পুলিশ-মিডিয়া সম্পর্ক উন্নয়নে মতবিনিময় করা হয়েছে।

ফেসবুক পেইজ- মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে পরিচালিত বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফাইড অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম, জননিরাপত্তা এবং জনসচেতনতামূলক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে।

ইউটিউব- ইউটিউবে Bangladesh Police Channel এ বিভিন্ন ইভেন্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পুলিশ মেমোরিয়াল ডে-২০২২ উদযাপন

আইজিপি □ □ □ □ □ বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ □ □ □বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ওয়েসিস এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইজিপি

UN Standard Helmets in Bangladesh এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

করোনা ইনসিগনিয়া উদ্বোধন অনুষ্ঠান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান জীবনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র
"চিরঞ্জীব মুজিব" প্রদর্শনী অনুষ্ঠান

□ □ □ □(পরিবর্তিত) পদ্ধতিতে কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার উদ্বোধন

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ ও জেলা পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা উদ্বোধন

□ □ □সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

২০২২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি উর্ধ্বতন অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়ালি ভাষণ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার মতবিনিময় সভা

এসবিতে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি উদ্বোধন

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানসহ তিন পার্বত্য জেলায় এপিবিএন

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১৬ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, টেকনাফ,কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানা এলাকায় ০৭ (সাত) টি ক্যাম্পে অবস্থান করে মায়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা ডিউটিতে নিয়োজিত থাকে দায়িত্ব পালন করেছে। বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সার্বিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে ১৬ এপিবিএন। সন্ত্রাসী গ্রুপ, ডাকাত গ্রুপ, মাদক ব্যবসায়ী, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দমনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে যে কোন নাশকতামূলক কর্মকান্ড প্রতিহত করতে অত্র ইউনিট সচেষ্ট রয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনী ১নং ক্যানোপি এলাকা থেকে উদ্ধারকৃত মোট ১৪ কেজি ৮২১ গ্রাম স্বর্ণের বার

এন্টি টেররিজম ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১। ২০০১ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত উগ্রবাদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান ভিত্তিক বিশ্লেষণ, ডকুমেনটেশন ও প্রকাশনা প্রস্তুত।

২। সহিংস উগ্রবাদের বিস্তার এবং রোধকল্পে গোয়েন্দা ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শতাধিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সারাদেশে উল্লেখযোগ্যে সংখ্যক জঙ্গী গ্রেফতার, মামলা রুজু ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা।

৩। উগ্রবাদী মামলায় জামিন প্রাপ্তদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি এবং তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে সার্বক্ষণিক নজরদারি।

৪। ডাটাবেজ সিস্টেমে জঙ্গীদের প্রোফাইল সংরক্ষণ।

৫। বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের হালনাগাদ ও জেলা ভিত্তিক গোয়েন্দা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৬। Infrom ATU" এর মাধ্যমে মোট ৪৯৫ টি অভিযোগের ভিত্তিতে ৪৯৩ জন'কে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭। সাইবার পেট্রোলিং ও সাইবার স্পেস মনিটরিং এর মাধ্যমে অনলাইনে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থা এবং বিবিধ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ।

৮। উগ্রবাদ ও সহিংস উগ্রবাদ নিরসনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে উগ্রবাদ বিরোধী প্রচার প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সভা, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

৯। গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সচেতনতামূলক টিভিসি এবং ওভিসি নির্মান ও প্রচার।

১০। এটিইউ এর সদস্যদের অপারেশনাল ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫২ জন সদস্যকে SWAT, Crisis Response Team (CRT), Customised Excercise ও Anti Terrorism Course (ATC) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ৩৮ জন সদস্যকে বোম্ব ডিসপোজাল ও Post Blast Investigation (PBI) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং ০৬ জন সদস্যকে CBRN সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, US Embassy ও British High Commission এবং অন্যান্য বিদেশী সংস্থা কর্তৃক এটিইউ সদস্যদেরকে বিশেষায়িত প্রশাক্ষণ প্রদান।

১১। অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সোয়াট (SWAT) টিমের কার্যাবলি গতিশীল করার জন্য SWAT Van প্রস্তি।

১২। e-gp পদ্ধতির মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন।

১৩। পূর্বাচল পুলিশ লাইন্স-এ ২০০ জন ফোর্সের আবাসনের জন্য একটি সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ।

১৪। SOP (Standard Operation Procedure) প্রণয়ণ।

ট্যুরিস্ট পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

পারস্পরিক দক্ষতা ও উদ্ভাবনী সক্ষ্যমতার মাধ্যমে ট্যুরিস্ট পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ট্যুরিস্ট পুলিশকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করার লক্ষ্যে জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, তুর্কী এবং নেপালের মাননীয় রাস্ট্রদূতদের সাথে মতবিনিময় □ □ সহ পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন ইকো ট্যুরিজম পার্কে ট্যুরিস্ট পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২টি ভাষায় (বাংলা ও ইংরেজি) আন্তর্জাতিক মানের প্রথম বারের মত ট্যুরিস্ট ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। যা দেশ বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে ট্যুরিস্ট পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রমসহ দেশের পর্যটন শিল্পের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

দুর্ঘটনা মানেই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষতি। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষতিরোধ কল্পে হাইওয়ে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যা টাকা অংকে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। হাইওয়ে পুলিশ সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসিটিভি, ওয়েস্কেল স্থাপনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, স্পীডগান, অ্যালকোহল ডিটেক্টরের ব্যবহার এবং পস মেশিনের মাধ্যমে প্রসিকিউশন প্রদান এবং অযান্ত্রিক যানবাহন এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন আটক পূর্বক ডাম্পিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্ঘটনা হ্রাসে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের পরিমান। বর্ধিত চাহিদা মেটাতে যেমন বেড়েছে সড়ক ও মহাসড়কের সংখ্যা তেমনি বেড়ে চলেছে যানবাহনের সংখ্যা। সড়ক কেন্দ্রিক ব্যস্ততা, যানবাহনের বর্ধিত চাপ ও নানাবিধ কারনে দেশে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং হতাহতের পরিমান বৃদ্ধির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনার গতি প্রকৃতি এবং প্রবণতা বিশ্লেষনের জন্য দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষন অত্যান্ত জরুরী। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস কল্পে হাইওয়ে পুলিশ নিম্মোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বরোপ করে থাকে;

১। স্পিডগান ব্যবহার
২। RFID এর ব্যবহার
৩। হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল
৪। অ্যালকোহল ডিটেক্টর
৫। সড়ক দুর্ঘটনারোধে সচেতনতা সৃষ্টি
৬। চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ

চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ

সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে অসচেতনতা ও দক্ষতার অভাব। যে কারণে হাইওয়ে পুলিশ পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষা, সড়ক দুর্ঘটনা ও যাত্রীস সেবার মান উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবহন চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করছে যা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনে পরিবহন সেক্টরে দক্ষ জনবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ

মহাসড়কের পাশে হাটবাজার অপসারণ

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট সড়ক দুর্ঘটনায় একটি বড় অংশ পথচারীগণ। রাস্তা পারাপারে অসচেতনার ফলে এহেন ঘটনা ঘটে থাকে। এ সকল দুর্ঘটনা সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাসড়কের পাশে হাটবাজার কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তাছাড়া মহাসড়ক সংলগ্ন হাট বাজার যানজট সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারন।

আইন অমান্য করে মহাসড়কের পাশে এসকল হাটবাজার ও স্থাপনা সমূহ গড়ে উঠেছে। মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-১৫৪৬/২০২১ এর যান চলাচল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত রায়ে ২৫ দফার নির্দেশনার তৃতীয় ও চতুর্থ দফা অনুযায়ী মহাসড়কের পাশে ১০ মিটারের মধ্যে হাটবাজার ও বানিজ্যিক স্থাপনা, দোকানপাট, ঘর-বাড়ি, বিল্ডিং ইত্যাদি স্থাপনা তৈরী অবৈধ। ২০১৮ সাল থেকে এখনর পর্যন্ত ১১৪০ অবৈধ হাটবাজার উচ্ছেদ করা হয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক-হাঃ পুঃ হেঃ কোঃ /০১(০৫)/১৭/৩২০২সি, তারিখ-২৮/০৪/২০১৯খ্রিঃ মূলে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বরাবর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে মহাসড়কে সংলগ্ন হাট বাজারের তালিকা প্রেরণের মাধ্যমে ইজারা বাতিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

Black Spot সমূহ চিহ্নিত করণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক নির্ণয়

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহাসড়কে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে বারংবার দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সে স্থান সমূহকে Black Spot হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালে মোট ১৯৪ টি স্থানকে Black Spot হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হাইওয়ে পুলিশ এ স্থান সমূহে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন রকম সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করে। Black Spot সমূহে সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানোর কারণে দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি কমে এসেছে।

Black Spot সমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বিগত ১০ বছরের মহাসড়কে দুর্ঘটনা মামলার তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে সর্বশেষ ৩ ব সরেদুর্ঘটনার সংখ্যার ভিত্তিতে এ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এই ০৩ বছরের যে কোন এক স্থানে দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ০৩ জন নিহত হয়েছে; এ রকম ১৯৪টি স্থানকে Black Spot হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকের তালিকা তৈরী ও ব্যবস্থা গ্রহণঃ এই পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮৮৩টি ঝুকিপূর্ন বাক চিহ্নিত করা হয়েছে। ড্রাইভার ও হেলপারদের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক ও Black Spot সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

বৈধ কাগজপত্র বিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দাখিল

ফিটনেস এবং বৈধ কাগজপত্র বিহীন যানবাহন সমূহ মহাসড়কে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এসব যানবাহন সমূহ মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় এবং মহাসড়কে বিভিন্ন স্থান ও সেতুর উপর বিকল হয়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি করে। ফিটনেস ও বৈধ কাগজপত্র বিহীন এসকল যানবাহন চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিল এর মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২সালে এ পর্যন্ত মোট ৩২,২৩,৯৪,৪২৫ টাকার জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

প্রসিকিউশনের পরিসংখ্যানঃ

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	মোট
জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২	৩২১৯৪	২৩৯৭৪	১৩৭৩৩	৩৮৯৮৬	১৬০৪৫	১,২৪,৯৩২

প্রসিকিউশনের মাধ্যমে জরিমানা আদায়ঃ

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	মোট
জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২	৮,২৫,২২,৯৫০	৪,৯৩,৬৮,৩৫০	৩,৪৩,৩২,৫০০	১০,৭৬,৬৭,৩৭৫	৪,৮৫,০৩,২৫০	৩২,২৩,৯৪,৪২৫

স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে সভা

হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্র মহাসড়ক এলাকায় স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিমাসে সিনিয়র অফিসারদের উপস্থিতিতে কমপক্ষে ২/১ একটি সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক নিরোধ ও যৌন হয়রানি বন্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	মোট
জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২	৪৮	৬২	৮৪	৪২	১৯	২৫৫

সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্র মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, যানজট নিরসন প্রভৃতি প্রতিরোধে পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও জনসাধারণদরে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	মোট
জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২	১৩০০০০	১০৪৩৭৮	৩০০০০	১২০০০০	৫০০০০	৪৩৪৩৭৮

মহাসড়কে সিএনজি/অযান্ত্রিক থ্রি-হুইলার ও ত্রুটিপূর্ণ/ফিটনেসবিহীন যানবাহন অপসারণ

বিভিন্ন ধরনের থ্রিহুইলার, সিএনজি, ইজিবাইক এর মত নিষিদ্ধ ঘোষিত এবং নসিমন, করিমন ও ভটভটির ন্যায় অবৈধ যানবাহন সমূহ অত্যান্ত ধীর গতিতে চলাচল করে থাকে যা মহাসড়কে যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ তাছাড়া এসব যানবাহন আকৃতিতে ছোট এবং অনিরাপদ হওয়ায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। রুট পারমিটস না থাকায় মহাসড়কে এসকল যানবাহন চলাচল আইনত অবৈধ এবং মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-০৮/১৫(সুয়োমুটো), ৩/৮/২০১৫খ্রিঃ এর রায় অনুযায়ী মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, অটোরিক্সা, অটোটেম্পু এবঙ অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। আইনগতভাবে অবৈধ হওয়া এবং হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়ক হতে এসকল অবৈধ ও নিষিদ্ধ যানবাহনের বিপরীতে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিলসহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রেরণের মাধ্যমে এগুলোকে মহাসড়ক হতে অপসারণ করে আসছে। হাইওয়ে পুলিশ ২০২১-২০২২ সালে মহাসড়ক হতে বিপুল সংখ্যক অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন অপসারণ করেছে।

অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন অপসারণ/আটকের পরিসংখ্যান

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	মোট
জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২	১৪৮৯৯	১৩৮৩৩	১১০২৬	২৫৮৩৭	৮৪৭৪	৭৪০৬৯

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অন্যতম একটি মহতী উদ্যোগ গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ কর্মসূচী। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল 'সোনার বাংলা' হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। বাংলাদেশে একজন মানুষও যেন গৃহহীন না থাকে সেই উদ্দেশ্যে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে সরকার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশ 'দেশের প্রতিটি থানায় একটি গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ' কর্মসূচী গ্রহণ করে। বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ৪০০ টি গৃহ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত ১২০টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিববর্ষে বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন বঙ্গবন্ধুর **'জনগণের পুলিশ'** হওয়ার পথে একটি মাইলফলক এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ হতে এক অনন্য প্রয়াস। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

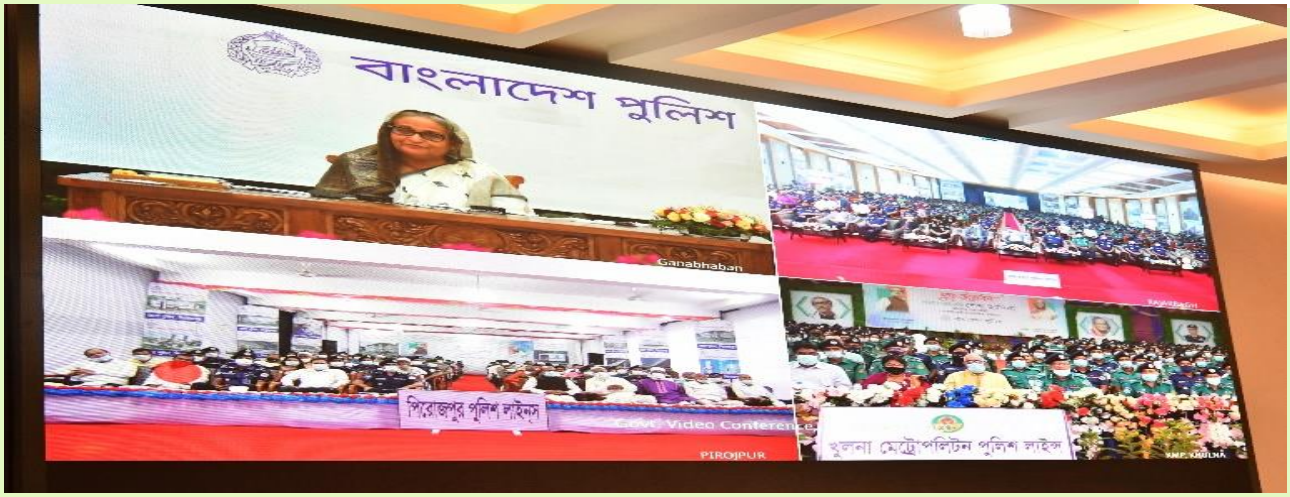

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু (উত্তর) থানা ও পদ্মা সেতু (দক্ষিণ) থানার কার্যক্রম, বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত ১২০ টি গৃহ হস্তান্তর, পুলিশ হাসপাতালের আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ১২টি পুলিশ হাসপাতাল, বাংলাদেশ পুলিশের ৬টি নারী ব্যারাক এবং অনলাইন জিডি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

"মুজিববর্ষে পুলিশ নীতি, জনসেবা আর সম্প্রীতি" এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ৩১/১০/২০২১ □ □ □ □ □প্রতিটি হাইওয়ে থানা/ফাঁড়ীতে আলোচনা সভা ও □□ □ □ □ অনুষ্ঠিত হয় যা স্থানীয় টিভি চ্যানেল ও ফেসবুক পেইজ এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গ্রাফিক্স পুলিশ নভেল 'দুর্জয়ের ডায়েরি' উদ্বোধন

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ট্যুরিস্ট পুলিশের ২টি ভাষায় (বাংলা ও ইংরেজি) আন্তর্জাতিক মানের প্রথম বারের মত ট্যুরিস্ট ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয় যা দেশ বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে ট্যুরিস্ট পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রমসহ দেশের পর্যটন শিল্পের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ওয়ালটন ২য় ওরিয়েন্টাল মাটির কুস্তি (পুরুষ ও মহিলা) রেসলিং প্রতিযোগিতা/২০২১ এ বাংলাদেশ পুলিশ ২ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য এবং ১৪ টি তাম্র পদক অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু ৩০তম পুরুষ ও ৬ষ্ঠ মহিলা জাতীয় সিনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতা/২০২১ এ বাংলাদেশ পুলিশ ২টি রৌপ্য এবং ৮টি তাম্র পদক অর্জন করে। 'বঙ্গবন্ধু ৫ম আন্তঃসার্ভিস জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা/২০২১ এ ১টি তাম্র পদক অর্জন করে। 'বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে মহান বিজয় দিবস উন্মুক্ত (পুরুষ ও মহিলা) কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২১ এ ৪টি তাম্র পদক অর্জন করে। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের ক্লাবসমূহ নিম্নোক্ত খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ অর্জন করে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ ২৬ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখ বিকালে রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা, মুজিববর্ষ স্মারকগ্রন্থ 'অনশ্বর পিতা'র মোড়ক উন্মোচন এবং 'রং তুলিতে আঁকি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ' শীর্ষক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মুজিববর্ষ স্মারকগ্রন্থ ‘‘অনশ্বর পিতা’’ এর মোড়ক উন্মোচন ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

করোনা (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে সনাক্ত হওয়ায় দেশব্যাপী জনমনে আতঙ্ক এবং এর বিরূপ প্রভাব সংক্রান্তে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের নির্দেশনার আলোকে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপঃ

- সচেতনতামূলক কার্যক্রম, লিফলেট বিতরণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান;
- পুলিশ হাসপাতালে চিকি সক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রস্তুত করা, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন সংক্রান্তে নির্দেশনা প্রদান;
- PPE, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, জীবানুমুক্তকরণ দ্রব্যাদি বিতরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান;
- সকল অফিসে আগমন ও বহিঃগর্মনে স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে পত্র প্রেরণ;
- পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক সকল ইউনিটে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান;
- জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯ কর্তৃক মানুষকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রান্তে সহায়তা প্রদান;
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশের নির্দেশিকা (SOP) প্রস্তুত ও বিতরণ;
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি সংক্রান্তে প্রণীত SOP এর ৬(১) অনুযায়ী স্ট্রাটেজিক কমিটি গঠন করা;
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ স্থলে প্রয়োজনীয় পুলিশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সমন্বয় করার লক্ষ্যে মনিটরিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন সেল গঠন করা।

সু-চিকি সশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ

- পুলিশ মেসে সুষম খাদ্য, জিংক ট্যাবলেট, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাবার ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- প্রতিটি থানা ফাঁড়ী পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে ব্লিচিং পাউডার ও স্যানিটাইজার সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- পুলিশ সদস্যদের স্বীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক এবং পিপিই সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সহকর্মীদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং আক্রান্ত সহকর্মীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল করা।
- আক্রান্ত পুলিশ সদস্য/নন-পুলিশ সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের সর্বোচ্চ চিকি সহ সার্বিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।
- আক্রান্ত পুলিশ সদস্য/নন-পুলিশ সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের সর্বোচ্চ চিকি সাক্ষেত্রে বিশেষ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)

“র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন” (র‍্যাব) বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। নিজ কর্মধারায় উজ্জীবিত হয়ে অর্জন করেছে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আস্থায় সিক্ত একমাত্র “এলিট ফোর্সের” উপাধি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ কার্যে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে এই এলিট ফোর্স। আভিযানিক কার্যক্রম, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ র‍্যাবকে দিয়েছে আধুনিক ও অভিজাত বাহিনীর উপমা। তথা ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়ে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা

ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এলিট ফোর্স র‍্যাব এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‍্যাব সদর দপ্তরসহ সারাদেশে মোট ১৫টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সগৌরবে র‍্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।এরই ধারাবাহিকতায় গত ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ১৮৬টি অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ২৪৩ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

□ □ □ □ 1651 □ □অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □।

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	সর্বমোট	
১।	হেরোইন	১১৩.০৮৫	কেজি
২।	ফেন্সিডিল	১৬৬১৯২	বোতল
৩।	গাঁজা	৪০৫৮৪.৭৯৮	কেজি
৪।	বিদেশী মদ/হুইস্কি	৩৭২৯৫	বোতল
৫।	দেশী মদ	২৬৬৯০১.৮৫২	লিটার
৬।	আইস	২৮.৬৮৬	কেজি
৭।	এলএসডি	০.০০৩	কেজি
৮।	ডিএমটি	০.০০১	কেজি
৯।	বিয়ার	৭০৫৬১	ক্যান
১০।	আফিম	১৮.২৫৮	কেজি
১১।	ইয়াবা ট্যাবলেট	১৬৮৪৪৬৫৬	পিছ

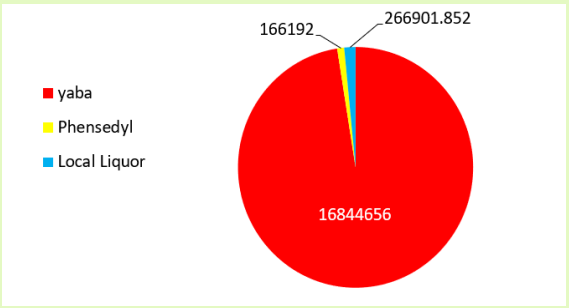

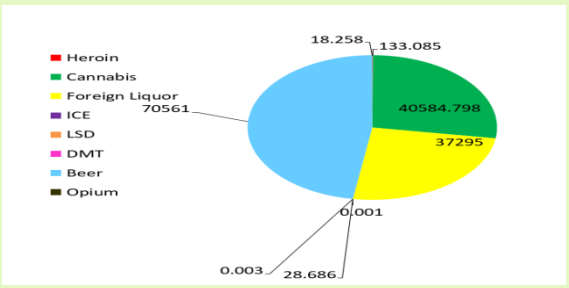

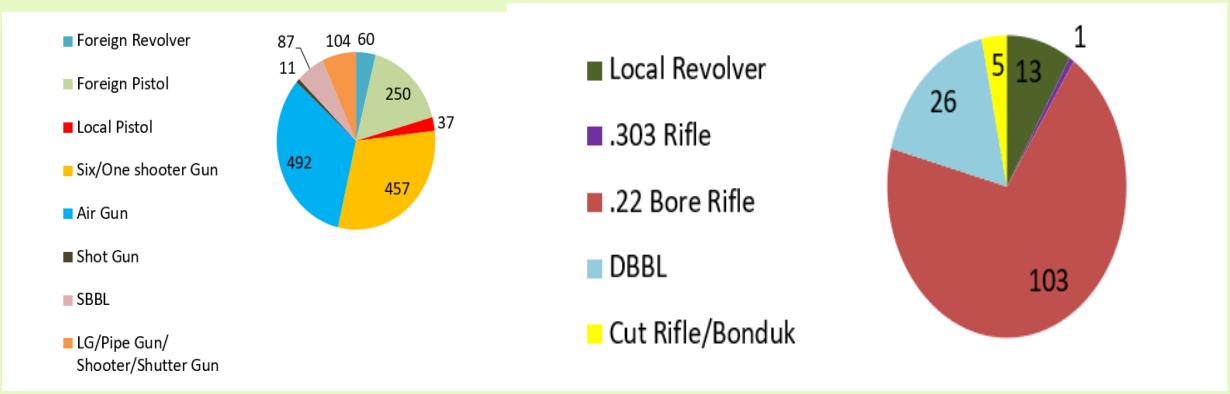

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে র‍্যাব কর্তৃক উদ্ধা□ □ □বিভিন্ন মাদকদ্রব্য

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ নামে খ্যাত ২২৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি’র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উ। ।স১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাতে বিজিবি (ত। কালীবাপিআর) সদর দপ্তর, পিলখানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ইপিআর এর অনেক বাঙালি সদস্য শহীদ হন। আরো অনেকে দখলদার বাহিনীর হাতে আটক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুদের মোকাবেলা করে ৮১৭ জন সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি’র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে ‘স্বাধীনতা পদকে’ ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০’ পাশের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১২ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদা□ □ত্বের উ□ কর্মতৎপ্রতার মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। নিম্নে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজিবি’র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো:

অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য

বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে আসছেন। ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থা। সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। বিজিবি’র উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকান্ড ও সফলতা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ

সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ১২৬৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ০৫ হাজার ২৭৪ টাকা মূল্যের চোরাচালানী মালামাল ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে।

সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় আটককৃত

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) কর্তৃক ০১ জন আসামীসহ গ্রেফতার

বিভিন্ন প্রকার চোরাচালানী মালামাল।

সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) কর্তৃক মালকাবহান অবস্থায় আটককৃত গবাদি

কিশোরগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (১৯ বিজিবি) কর্তৃক মালকাবহান অবস্থায় আটককৃত পাতার বিড়ি এবং পিকআপ

মাদক পাচার প্রতিরোধ

মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে বিজিবি 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে। সীমান্তে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ১,৫২,১১,৫৩৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৪,২২,৫৮০ বোতল ফেনসিডিল, ১১৩.০৭১ কেজি হেরোইন, ২,০২,৭৬০ বোতল বিদেশী মদ, ৩৪,২২৪ বোতল বিয়ার, ৩,৪১০ লিটার দেশী মদ, ২৪,১৬৭ কেজি গাঁজা, ৪৩,৩৭২ টি নেশা জাতীয় ইনজেকশন, ৯.৪২৫ কেজি আফিম এবং ৪৯.১৪৮ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইসসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) কর্তৃক আটককৃত ০৬ জন আসামীসহ ১ কেজি ৫৯ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস

কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন (৩৪ বিজিবি) কর্তৃক আটককৃত ০১ জন আসামীসহ ৫০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ইজিবাইক

দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় আটককৃত ২৯৯ বোতল ফেনসিডিল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৩ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় আটককৃত ৮০০ গ্রাম হেরোইন

অস্ত্র উদ্ধার

মাদকদ্রব্যের ন্যায় অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধেও বিজিবি'র 'জিরো টলারেন্স নীতি' বলব রয়েছে। সে অনুযায়ী বিজিবি'র গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ করে সীমান্তের যেসব এলাকায় অস্ত্র পাচারের প্রবণতা রয়েছে সে সকল এলাকায় বিজিবি কর্তৃক বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বিজিবি'র অব্যাহত ত পরতায়২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ০৪টি রিভলবার, ৪৮টি পিস্তল, ০১টি এসএমজি, ০৮টি রাইফেল, ৭৩টি বিভিন্ন প্রকার গান, ৬৮টি বম্ব (রকেট/মর্টার), ৪৯টি ম্যাগাজিন, ৩৬০ রাউন্ড গুলি, ০৫টি ককটেল, এবং ১২৩.৪ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করা হয়।

স্বর্ণ উদ্ধার

সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার প্রতিরোধে বিজিবি'র নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ৯২.৮০৫ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯ জন স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ৪৩ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) কর্তৃক আটককৃত ০৬ জন আসামীসহ ১৫ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের ১৩৫টি স্বর্ণে বার

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় আটককৃত ১২ কেজি ৫২ গ্রাম ওজনের ৯৯ টি স্বর্ণে □ □ □

মানব পাচার প্রতিরোধ

সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যেকোন ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবি'র কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা ত পরতারূপে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ৫৮ জন পুরুষ, ৪৯ জন নারী ও ১০ জন শিশু এবং ২৫ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ৫২ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সীমান্ত সম্মেলন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও, চলতি অর্থ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ ও ভারত পার্শ্বে রিজিয়ন কমান্ডার-বিজিবি ও আইজি-বিএসএফ পর্যায়ে ৪টি সীমান্ত সম্মেলন, মায়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে মায়ানমারের মংডুতে রিজিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ০১টি সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন, সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ১৬টি, নোডাল অফিসার পর্যায়ে ৩টি, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ৮৬টি পতাকা বৈঠক, বিওপি/ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ে ১,৪৮৯টি এবং ৮,০৬০টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকের ফলে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বিরাজমান সুসম্পর্ক জোরদারসহ সীমান্ত অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

মায়ানমারের মংডুতে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি রিজিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন

সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস

বিজিবি ও বিএসএফ এর মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে গত এক বছরে সীমান্ত হত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তথাপি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক নিহতের ঘটনায় বিজিবি'র পক্ষ হতে বিএসএফ এর নিকট লিখিত প্রতিবাদলিপি ও পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। বিজিবি'র এসব জোরালো ভ পরতারফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

'ক্রাইম ফ্রি জোন' ঘোষণা

বিজিবি ও বিএসএফ এর প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় ২০১৮ সালের মার্চ মাসে যশোর সীমান্তের পুটখালী ও দৌলতপুর বিওপি'র মধ্যবর্তী ৮.৩ (আট দশমিক তিন) কিলোমিটার এলাকা প্রথমবারের মতো 'ক্রাইম ফ্রি জোন' বা 'অপরাধমুক্ত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে রেসপন্স ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস যেমন- ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, সার্চ লাইট, থার্মাল ইমেজার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সীমান্তের অন্যান্য এলাকায় 'ক্রাইম ফ্রি জোন' তৈরীর লক্ষ্যে বিজিবি ও বিএসএফ সমন্বিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

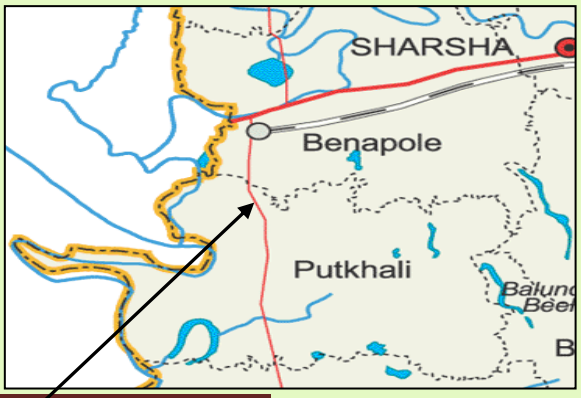

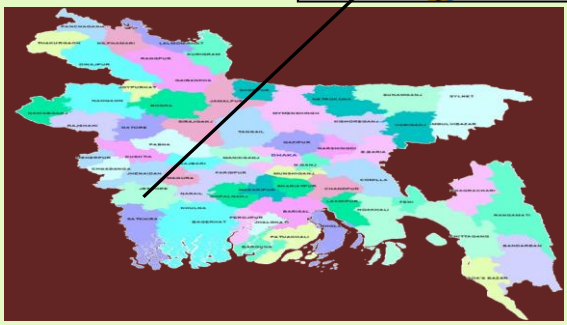

রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা:

মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকেরা (রোহিঙ্গা) আত্মরক্ষার্থে গত আগস্ট ২০১৭ হতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকালে বিজিবি তাদের সাথে অত্যন্ত মানবিক আচরণ করেছে। এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকি সাহায্যতা, আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিজিবি'র এই মানবিক সহায়তা দেশের জনসাধারণের কাছে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ:

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বিশেষ করে ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ :

রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন সৃজন ও বিওপি নির্মাণ:

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার রিজিয়নসহ মোট ৫টি রিজিয়ন সৃজন করে কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ঢাকার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ পার্বত্য এলাকায় নতুন ব্যাটালিয়ন এবং মোট ১৫০টি নতুন বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় টহল পরিচালনার সুবিধার্থে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনায় আরও ১টি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ৩টি সেক্টর সদর দপ্তর, ২২টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ১টি ডগ স্কোয়াড ইউনিট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ১টি বর্ডার গার্ড ট্রেনিং স্কুল (বঙ্গবন্ধু প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স), ৪টি রিজিয়ন রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন, ৬টি লজিস্টিক বেইজ, ১টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ১টি কুইক রি-এ্যাকশন ফোর্স ইউনিট, ১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং ১টি স্টেশন সদর দপ্তর সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর জন্য ০৪টি এয়ার বোট (AIR BOAT) ক্রয়:

বাংলাদেশের স্পর্শকাতর টেকনাফ, সাতক্ষীরা, রাজশাহী, সিলেট ও নওগাঁ এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবন সংলগ্ন জলসীমায় বিজিবি কর্তৃক কার্যকরী টহল পরিচালনার পাশাপাশি সীমান্তে নাফ নদী ও সাগর উপকূলে ইয়াবা পাচার ও রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ বিজিবি'র টহল জোরদার ও নজরদারী আরো গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার লক্ষে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর জন্য রাশিয়া হতে ০৪টি এয়ার বোট (AIR BOAT) ক্রয় করা হয়েছে।

বিজিবি'র জন্য ক্রয়কৃত এয়ার বোট (AIR BOAT)

বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণ:

বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকান্ড আধুনিকায়নের ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূর্বের তুলনায় আধুনিক, দ্রুততর এবং যথাযথ হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গম সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিওপি সমূহের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে। সীমান্তে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিওপিতে পর্যায়ক্রমে নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ করা হচ্ছে। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধির সুবিধার্থে বিওপি সমূহে মোটর সাইকেল, এটিভি, এয়ার বোট সরবরাহ করা হয়েছে এবং চোরাচালান প্রবণ সীমান্তে পর্যায়ক্রমে সার্চ লাইট স্থাপন করা হচ্ছে। বেনাপোলের আমড়াখালী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ আইসিপি সংলগ্ন কয়লারমুখ চেক পোষ্টে ২টি ভেহিকেল স্ক্যানার স্থাপনের মাধ্যমে অস্ত্র, গোলাবারুদসহ অন্যান্য অবৈধ দ্রব্যাদি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বেনাপোল ও সোনামসজিদ আইসিপিতে ভেহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপন

বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম

বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে যশোর জেলার পুটখালী সীমান্তে ১৩ কিলোমিটার, সাতক্ষীরা জেলার মাদরা সীমান্তে ১১ কিলোমিটার, দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে ১৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্তে ১০ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৪৯ কিলোমিটার এলাকায় 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও টেকনাফ এবং কক্সবাজার সীমান্তে ৫৫ কিলোমিটার, নওগাঁ জেলার হাঁপানিয়া-করমডাঙ্গা সীমান্তে ১০ কিলোমিটার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাসুদপুর-জহুরপুরটেক সীমান্ত পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৮০ কিলোমিটার এলাকায় বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর কন্ট্রোল/মনিটরিং রুমের মনিটর এর স্থির চিত্র

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর হাইব্রিড টাওয়ার এবং সোলার প্যানেল

সীমান্তে টহল ও নজরদারিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি:

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজিবিতে সিপাহী পদে ১৫০৭ জন (পুরুষ-১,৪০৭ জন এবং মহিলা-১০০ জন) এবং বিভিন্ন অসামরিক পদে ১৪৯ জন নিয়োগ, সীমান্তের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্থানে টহল পরিচালনার জন্য মোটর সাইকেল সরবরাহ, বাইনোকুলার ও নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ, বিএসপি নির্মাণ এবং ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা অতীতের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা:

ভারত এবং মায়ানমার এর সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০১.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। আরও ২০টি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তসহ অবশিষ্ট ৯৭.৫ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত নজরদারীর আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের ৬০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০ কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৪০ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত পর্যায়ক্রমে সুরক্ষিত করা হবে।

রাজশাহী ব্যাটালিয়নের (১ বিজিবি) শাহাপুর বিওপি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর সার্ভার রুমের স্থির চিত্র

বিজিবি পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিজিটিসিএন্ডসি ছাড়াও দ্বিগরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ রিজিয়ন ও সেক্টর সমূহে বিভিন্ন পেশার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গত ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বিজিবি'তে ৫,৬৩৮ জন এবং সেনাবাহিনী'তে ৮৯ জনসহ সর্বমোট ৫,৭২৭ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ৯৭তম রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণে পুরুষ-৭৩১ জন, মহিলা-৪৯ জন সর্বমোট ৭৮০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও শীতকালীন প্রশিক্ষণে-০৫টি ব্যাটালিয়ন ও ০১টি কোম্পানি এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ/সেমিনারে ৪৩ জন অংশগ্রহণ করেছে। নিম্নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্থিরচিত্র প্রদত্ত হলো :

মহাপরিচালক, বিজিবি কর্তৃক ঢাকা সেক্টরের ব্যবস্থাপনায় ঘাটাইল ফায়ারিং রেঞ্জে অনুষ্ঠিত ভারি অস্ত্রের ফায়ারিং অনুশীলন পরিদর্শন

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ বিজিটিসিএন্ডসিতে অনুষ্ঠিত ৯৭তম ব্যাচ রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন

রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি) এবং টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ০২ জন রাশিয়ান টেকনিশিয়ান কর্তৃক Air Boat এর উপর On job Trg (OJT) পরিচালনা

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সদর দপ্তর বিজিবি এবং যুগ্মসচিব (সীমান্ত) এর উপস্থিতিতে চার সদস্য বিশিষ্ট পণ্য গ্রহণীয় কমিটি কর্তৃক রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অধীনস্থ তালাইমারী বিওপি'তে ০২ জন রাশিয়ান টেকনিশিয়ান কর্তৃক Air Boat এর উপ On job Trg (OJT) পরিদর্শন

মহাপরিচালক, বিজিবি কর্তৃক শীতকালীন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী এ্যাডহক ব্যাটালিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর সৈনিকদেরকে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত ব্রিফিং প্রদান

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজিবি'র সাফল্য:

বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবি'র নিয়মিত খেলোয়াড়বৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। **হ্যান্ডবল ও জুডো** প্রতিযোগিতায় বিজিবি দলগত **'চ্যাম্পিয়ন'** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

গত ০৩-০৪ জুন ২০২২ তারিখে আন্তঃ বাহিনী জুডো প্রতিযোগিতায় বিজিবি দলগত চ্যাম্পিয়ন

গত ১২-২০ মার্চ ২০২২ তারিখ স্বাধীনতা দিবস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এ বিজিবি দলগত চ্যাম্পিয়ন

এয়ার উইং

বিজিবি এয়ার উইং এর অপারেশনাল কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে একটি হ্যাংগার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নির্মাণ করা হয়েছে যা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মহাপরিচালক, বিজিবি কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দূর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বিজিবি'র অপারেশনাল কর্মকান্ড এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলা বহুলাংশে সহজ হয়েছে। এছাড়া হেলিকপ্টার দুটি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজিবি'র বিওপিগুলোতে রসদ সরবরাহসহ, দূর্যোগময় সময় উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, প্রশিক্ষণ ও আভিযানিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে যা ভবিষ্যতে বিজিবি'র ত্রিমাত্রিক সক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি করবে।

বিজিবি এয়ার উইং এর জন্য হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে নবনির্মিত হ্যাংগার উদ্বোধন

প্রশাসনিক কার্যক্রম

(ক) **বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান:** প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে ২০২১ সালে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষায় লেটার/গ্রেডিং সিস্টেমের আওতায় জিপিএ-৪.০০ বা তদুর্ধ্ব পয়েন্ট প্রাপ্ত ৩৬৮ জন বিজিবি সন্তানের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৩,৩৮,০০০/- (তিন লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(খ) **নিহত/আহত বিজিবি সদস্যদের পরিবারকে অনুদান প্রদান:** ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বিজিবি'তে কর্মরত অবস্থায় সরকারী কর্তব্য পালনে দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে নিহত/আহত ১৩ জন সদস্য/পরিবারের উত্তরাধিকারীদের ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(গ) **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবীর সদস্যগণদের পদক প্রদান:** বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২১ সালে বিজিবিএম-১০টি, পিবিজিএম-২০টি, বিজিবিএমএস-১০টি এবং পিবিজিএমএস- ২০টিসহ সর্বমোট ৬০ জন বিজিবি সদস্যকে পদক প্রদান করা হয়েছে।

বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২১ সালে পদক পরিধানের স্থিরচিত্র

চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিজিবি হাসপাতাল, ঢাকায় ক্যাথ ল্যাব চালুকরণ:

হৃদরোগে আক্রান্ত বিজিবি সদস্যদের চিকি সার উদ্দেশ্যে গত জুলাই ২০১৯ সালে প্রায় ৮,২৪,৯০,০০০/-(আট কোটি চব্বিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ে ''ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বিজিবি হাসপাতাল সমূহের কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ শীর্ষক'' প্রকল্পের আওতায় একটি অত্যাধুনিক ক্যাথ ল্যাব **(Cath Lab)** এবং সিসিইউ **(CCU)** স্থাপন করা হয়। গত ০১ জুন ২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ক্যাথ ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১১৪ জন রোগীর ১১৪টি **CAG** এবং ৫৫টি **PTCA** সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে এই ক্যাথ ল্যাব **(Cath Lab)** বিজিবি স্বাস্থ্য সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিজিবি হাসপাতাল, ঢাকায় ক্যাথ ল্যাবে অপারেশন

কোভিড-১৯ (COVID) চিকি মা

বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে আর্বিভূত করোনা ভাইরাসের চিকি সাম্প্রত জুলাই ২০২১ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৮১৯ জন করোনা পজেটিভ রোগীর যথাযথ সুচিকি সনিশ্চিত করা হয়েছে।

অবকাঠামোগত কার্যক্রম: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন/চলমান রয়েছে:

সদর দপ্তর বিজিবি, পিলখানা, ঢাকায় সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ

"বিজিবি সদস্য ও খেলোয়াড়দের জন্য একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম (মাল্টি জিমসহ) নির্মাণ"

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালবাসায় সিক্ত 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি সদস্যরা সার্বক্ষণিক দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য পাচার রোধ, সমুদ্র পথে অবৈধভাবে মানব পাচার রোধ ও ম সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কর্মকান্ড পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বেগবান হয়েছে। উপকূল এলাকাসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারী ও সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধি করায় অবৈধ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা ত সংলগ্নউপকূলীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন নদ-নদীতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। কালের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক প্রায় ৩,৩১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার অধিক অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

অপারেশানাল কর্মকান্ডে সাফল্য

চোরাচালান প্রতিরোধ: শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ৫২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটককৃত অবৈধ শাড়ী ও কাপড়

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২২ টি অবৈধ অস্ত্র, ৫১ রাউন্ডস তাজা গোলা, ০৩ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কার্টিজ ও ৫৫টি দা/রামদা/ছুরি আটক করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০১ জন বনদস্যু/জলদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (বেইস ভোলা ও হাতিয়া) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও ডাকাত

মৎস্যসম্পদ রক্ষা

মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ৩,০৯৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের ১,৭৭,০৯৩ কেজি জাটকা/মা ইলিশ, ৬৯,৬৮,৮০,৭০৬ মিটার কারেন্ট জাল, ৪৯,২২,৬৯,১২১ মিটার অন্যান্য জাল, ১,২০৯১৭ টি মশারি/বেহুন্দি জাল এবং ২২,৫৮,৫৬,৬১৯ পিস চিংড়ি পোনা, ২৮,৪৮৯ কেজি জেলি পুশকৃত চিংড়ি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন কর্তৃক আটককৃত কারেন্ট জাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন (স্টশান পাগলা)

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন কর্তৃক আটককৃত কারেন্ট জাল

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ১৫৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য আটক করেছে যার মধ্যে ৪৪,৫২,৭২৪ পিস ইয়াবা, ৫,৪২৩ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার দেশীয়/বিদেশী মদ/ বিয়ার, ২.৯ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস ও ৭৩.৭৯৭ কেজি গাঁজা রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন্স) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ ইয়াবা এবং বিয়ার

বনজ সম্পদ রক্ষা

সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ০১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার প্রায় ৭৯৭.৬৩ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ আটক ও ০৭ টি তক্ষক, ২৫ টি হরিণের চামড়া, ১৬৮ কেজি হরিণের মাংস, ০৫ টি হরিণের মাথা উদ্ধার করা হয়।

করোনাকালীন সময়ে গৃহীত কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সনাক্ত ও মৃত্যুর হার উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্প্রেক্ষিতে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ জোনসমূহের অপারেশান্স রুমে করোনা মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, টেকনাফ, মজু চৌধুরীর হাট, ইলিশা ঘাট, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, নলিয়ান, খাসিটানা, চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুরে চেক পয়েন্ট স্থাপনকরতঃ নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

অপহৃত জেলে উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সুন্দরবন ও বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮০ জন অপহৃত জেলে/বাওয়ালীকে উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক উদ্ধারকৃত অপহৃত জেলে/ব্যবসায়ী

উদ্ধার অভিযান

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত ১৬৮ জন যাত্রী/ক্রু, ৮১ টি মৃতদেহ ও ৩৩ টি বোট উদ্ধার করে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন (সারিকাইত) কর্তৃক উদ্ধারকৃত জেলে

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন (ভোলা) কর্তৃক উদ্ধারকৃত মৃতদেহ

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধ

সম্প্রতি মায়ানমারের বর্ডার গার্ড, পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৫২ জন বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয় এবং আটককৃতদের ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড হতে প্রত্যাহত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে।

অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন কর্তৃক আটককৃত রোহিঙ্গা

সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ এবং পানিবন্দিদের উদ্ধার ও সার্বিক সহায়তা প্রদান

বন্যা কবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৮ জুন ২০২২ হতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ১১টি বোট ও জনবল মোতায়েন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরস্থ অপস রুমে মনিটরিং সেল চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বন্যা কবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জে পানিবন্দিদের উদ্ধার ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও গত ২৬ জুন ২০২২ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর মহাপরিচালক বন্যা কবলিত এলাকায় সিলেট ও সুনামগঞ্জে উপস্থিত থেকে পানিবন্দিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা কবলিত ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বোটের মাধ্যমে বন্যাদুর্গতদের মাঝে বিনামূল্যে চিকি সেবা, ঔষধ ও ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ, বিনামূল্যে চিকি সেবা ও ঔষধ বিতরণ

□ □ □ □ □ □নির্বাচন/উপ □ □ □ □ □ □ □ □□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার দায়িত্বপূর্ণ উপকূলবর্তী এলাকায় উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় কোস্ট গার্ড সদস্য মোতায়েন করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক কর্তৃক ভোলা জেলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদী সংলগ্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক জেলেদের মাঝে রেডিও, টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়। চর ও দ্বীপাঞ্চলের স্থানীয় জনসাধারণ ও সমুদ্রে ম□ সাহরণের নিয়োজিত জেলেদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্য নলকুপ স্থাপন করা হয়। এছাড়াও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৩০টি মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে কোস্ট গার্ড এর আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে চিকি□ সাবা প্রদান করে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট গরীব ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ (বিসিজিএস) কামরুজ্জামান শুভেচ্ছা সফর

গত ১৮-২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখ ভারতের Goa-তে অনুষ্ঠিতব্য National Level Pollution Response Exercise NATPOLREX) সমুদ্র মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। সমুদ্র মহড়া শেষে জাহাজটি প্রত্যাবর্তনকালে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও স্বাধীনতার ইতিহাস স্মরণে শুভেচ্ছা সফরের অংশ হিসেবে গত ২৪-২৭ এপ্রিল ২০২২ ভারতের চেন্নাই বন্দরে অবস্থান করে। উক্ত বন্দরে অবস্থানকালে ভারতীয় কোস্ট গার্ড ইষ্টার্ণ কমান্ড এর ডিস্ট্রিক্ট-৫ এর অধিনস্থ পলিউশন কন্ট্রোল সংস্থা CGPRT(E) এর স্থাপনার সম্মুখে গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ চেন্নাইস্থ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের ব্যবস্থাপনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের রুপকার এবং ভারতের সাথে সম্পর্ক বিষয়ক স্থির চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম অংশে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকাল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান বিষয়ক স্থির চিত্র প্রদর্শন এবং দ্বিতীয় অংশে ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত, সংগ্রামী জীবন, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে তার অবদান এবং ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ কামরুজ্জামানের ০৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন নাবিকসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের ০৭ জন কর্মকর্তা ও ২৮ জন নাবিক উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি ভারতীয় কোস্ট গার্ডের ইষ্টার্ন কমান্ড এর পলিউশন রেসপন্স সংস্থা CGPRT(E) এর ওআইসি, ডিআইজি প্রমোদ পথিরিয়াল সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বৃত্তান্ত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অনস্বীকার্য অবদানসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে ভারতীয়দের পূর্ব থেকে ধারণা থাকলেও বর্ণিত স্থির ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ভারতীয় কোস্ট গার্ড সদস্যগণ এই মহান নেতার জীবনাদর্শ, দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াসহ ভারতের সাথে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনে তার অবদানের বিষয়ে পূর্ণ ধারনা অর্জন করেছে বলে তিনি অবহিত করেন। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্রমধারা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর

নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব হতে ভারতীয়দের জন্যও অনেকে কিছু শেখার আছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি বিসিজিএস কামরুজ্জামান কর্তৃক আয়োজিত উক্ত স্থির চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে নির্বাহী কর্মকর্তা, বিসিজিএস কামরুজ্জামান কমান্ডার এস এম নূর-ই-আলম, (জি), পিএসসি, বিএন (পি নং ১৪২১) প্রধান অতিথিকে জাহাজের ক্রেস্ট ,বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত স্মারক এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর লিখিত বই এবং উপস্থিত ভারতীয় কোস্ট গার্ডের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের স্মৃতি স্মারক প্রদান করেন।

নির্বাহী কর্মকর্তা বিসিজিএস কামরুজ্জামান কর্তৃক আগত অতিথি

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি

"এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড" শীর্ষক প্রকল্প : প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ৩৪৮৯৯.৬৬ লক্ষ এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ৩টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি), ১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, খুলনা কর্তৃক নির্মাণ শেষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ৩টি আইপিভি নির্মাণ কাজ গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ এ সম্পন্ন হওয়ায় গত ২০ জুন ২০১৯ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জাহাজসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং বিগত ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং করা হয়। ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক গত ১১ মে ২০২২ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে উক্ত জলযানসমূহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কাজে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নির্মিত আইপিভিসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং

১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ০৬টি হাই স্পিড বোট (বড়)

'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' প্রকল্প:

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ৪৩৭৬২.১৩ লক্ষ এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ৫ প্রকারের মোট ১৪টি জলযান-০২টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি), ০২টি টাগ বোট, ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়), ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং)-ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের সকল অঙ্গসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক গত ১১ মে ২০২২, ০১টি আইপিভি (বিসিজিএস অপূর্ব বাংলা), ০২টি টাগ বোট, ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে উক্ত জলযানসমূহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কাজে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক জলযান (টাগ বোট) উদ্বোধন

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিজস্ব ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় টাকা ৫৮৪৪০.৭০ লক্ষ। মূল প্রকল্পটি ২১ জুন ২০১৮ এবং সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব ০৪ জানুয়ারি ২০২২ এ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিষয়গুলো হলো-জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের WD-1 প্যাকেজভুক্ত ১১ তলা বিশিষ্ট সিএসডি প্রশাসনিক ভবন এর বাস্তব অগ্রগতি ৮১% এবং WD-2 প্যাকেজভুক্ত ১০ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স মেস ভবনের বাস্তব অগ্রগতি ৮১%)। WD-6 প্যাকেজভুক্ত ভূমি উন্নয়ন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, গার্ড রুম কাম রিসিপশন রুম, আরসিসি রোড নির্মাণ এবং WD-7 প্যাকেজভুক্ত মাস্টার ড্রেন নির্মাণ, ৫০,০০০ গ্যালন ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, ১৫০ ও ৩০০ মি.মি. জিআই নলকূপ স্থাপনের জন্য ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়নের কাজ ৪৫%, বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ ৬%, ১৫০ ও ৩০০ মি.মি. জিআই নলকূপ স্থাপনের কাজ ৫% এবং ৫০,০০০ গ্যালন ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। WD-5 প্যাকেজভুক্ত ৬ তলা বিশিষ্ট জেসিও ব্যারাক ও নাবিক ব্যারাক ভবনদ্বয়ের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৪০% ও ৪০%। WD-18 প্যাকেজভুক্ত নদীরক্ষা বাঁধ নির্মাণের জন্য গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্লক ও জিও ব্যাগ তৈরী ও স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩২%। এছাড়া, WD-10 প্যাকেজভুক্ত স্লিপওয়ে ও আনুষঙ্গিক কাজ নির্মাণের পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ২টি কোম্পানির নিকট হতে দরপত্র পাওয়া যায় ও মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়নকরত মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৮৪৪.৮৬ লক্ষ টাকা। বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বা সরিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে ১৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

(ভবন ও)

জেসিও এবং নাবিক ব্যারাক

নদী রক্ষা বাঁধ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের “The Project for the Improvement of Rescue Capacities in the Coastal and Inland Waters” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য ২৮৭১২.৫০ লক্ষ (টাকা দুইশত সাতাশি কোটি বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)। তন্মধ্যে JICA AID ১৯৫২৭.৫৬ লক্ষ (টাকা একশত পঁচানব্বই কোটি সাতাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার মাত্র) এবং GOB ৯১৮৪.৯৪ লক্ষ (টাকা একানব্বই কোটি চুরাশি লক্ষ চুরানব্বই হাজার মাত্র) (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী) এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ২০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট এবং ০৪টি ২০ মিটার রেসকিউ ও অয়েল পলিউশন কন্ট্রোল বোটসহ সর্বমোট ২৪টি বোট বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে প্রদানের জন্য জাপান সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১০ মিটার রেসকিউ বোট

২০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে বিভিন্ন সময় হস্তান্তর করা হয়েছে। একই বোটে ব্যবহারের জন্য ২০ সেট ক্যানোপি (বিশেষ ক্যানভাসের তৈরি ওয়াটার প্রুফ আচ্ছাদন) গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০ মিটার রেসকিউ বোট

০৪টি ২০ মিটার রেসকিউ বোট ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া একই বোটে ব্যবহারের জন্য ১৮ সেট অয়েল পলিউশন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হস্তান্তর করা হয়েছে।

জাইকা বোট হস্তান্তর/গ্রহণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২৫৭টি বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও পদবীর জনবলের পদ সৃজন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ০৫টি আইপিভি, ০২টি টাগ বোট ও ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেহেরপুরের মুজিবনগরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারকে আনসার প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে ১২ জন সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। প্রায় ৪০ হাজার রাইফেল নিয়ে এ বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৯ জন কর্মকর্তা, ৪ জন কর্মচারী ও ৬৫৭ জন আনসার সদস্যসহ সর্বমোট ৬৭০ জন অকুতোভয় বীর সদস্যরা তাঁদের জীবন উ সর্ক্করে উপহার দেন আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ অত্র বাহিনীর ১ জন সদস্যকে 'বীর বিক্রম' এবং ২ জন সদস্যকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৬ সালে গঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) ও ১৯৮০ সালে গঠিত শহর প্রতিরক্ষা দল (টিডিপি) একীভূত হয়ে প্রায় ৬৩ লক্ষ সদস্য-সদস্যার সমন্বয়ে গঠিত এ বাহিনী দেশের বৃহত্তম বাহিনী। দেশের জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন উ সক্কোনসার সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা

রক্ষা, নিরাপত্তা সহায়তা, জঙ্গিবাদ এবং মাদক প্রতিরোধে আন্তরিকভাবে কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'কে ১৯৯৮ সালে সর্বোচ্চ সম্মান 'জাতীয় পতাকা' প্রদান করেন। এছাড়াও ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাংলাদেশ গেমসে পরপর ০৩বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ২০০৪ সালে এ বাহিনী **'স্বাধীনতা পদক'** অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, গত ২০২০ সালে ''বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০'' অত্র বাহিনী ১৩৩টি স্বর্ণ, ৮০টি রৌপ্য এবং ৫৭টি তাম্র পদক পেয়ে টানা ৫ম বারের মত ধারাবাহিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করাই হলো এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী সদস্য-সদস্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নির্দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও আভিযানিক কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এ বাহিনীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ক। জননিরাপত্তামূলক কোন কাজে সরকার বা সরকারের অধীন কোন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান এবং অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;

খ। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;

গ। দেশের যে কোন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কাজে অংশগ্রহণ করা;

ঘ। সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত যে কোন কাজ পরিচালনা করা;

এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কারিগরি, মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরকরণে সার্বিক সহায়তা করে থাকে এ বাহিনী।

ভবিষ্য পরিকল্পনা

ক। প্যারা-মিলিটারি ফোর্স হিসেবে আনসার ব্যাটালিয়নের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস দমন, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও জঙ্গীবাদ নিরসনে এই বাহিনীর কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবীর সদস্যদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সরকারের জননিরাপত্তা বিভাগকে অধিকতর ফলপ্রসু করা;

খ। পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ। সমগ্র দেশে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থাপনায় একটি সামগ্রিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;

ঘ। সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি রোধকল্পে ভিডিপি সদস্য সদস্যাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

ঙ। প্রত্যেক গ্রামে/ওয়ার্ডে সক্রিয় ভিডিপি প্লাটুন প্রস্তুত করে জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বাহিনীর জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রাধিকৃত জনবল

ক্রঃ নং	বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য	প্রাধিকার		মন্তব্য
	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	জনবল	সর্বমোট	
১।	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (গ্রেড ১-৯ পর্যন্ত)	442	৪,০৪৭	
	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা (গ্রেড-১০) (সিএ/টিএভিডিও)	803		
	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী [টিআই (পুরুষ ও মহিলা), ইউডি, এলডি, নার্সিং সহকারী ইত্যাদি]	2,513		
	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৮৯		
	মোট কর্মকর্তা- কর্মচারী সংখ্যা =			
ব্যাটালিয়ন আনসার ও অঙ্গীভূত আনসার				

২।	৩৭ টি আনসার ব্যাটালিয়ন (পুরুষ) ৩৭ × ৪১৬	১৫,৩৯২		
	০২ টি আনসার ব্যাটালিয়ন (পুরুষ) ০২ × ৪০৪	৮০৮		
	০২ টি আনসার ব্যাটালিয়ন (মহিলা) ০২ × ৪০৮	৮১৬		
	০১ টি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি) ০১ × ৪০০	৪০০		
	মোট আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য সংখ্যা =		১৭,৪১৬	
	অঙ্গীভূত আনসার সদস্য সংখ্যা		৫৪,৬৮৪	
আনসার (স্বেচ্ছাসেবী ও ভাতাভূক্ত সদস্য)				
৩।	হিল আনসার		৬০০	
৪।	বিশেষ আনসার		৪৩৯	
৫।	জেলা মহিলা আনসার প্লাটুন	৬৪×৩২	২০৪৮	
৬।	উপজেলা/থানা আনসার কোম্পানী (পুরুষ)	৫২৫×১১৫	৬০,৩৭৫	
৭।	ইউনিয়ন আনসার প্লাটুন (পুরুষ)	৪,৫৬৯×৩২	১,৪৬,২০৮	
৮।	ইউনিয়ন দলনেতা ও দলনেত্রী	৪,৫৬৯ × ২	৯,১৩৮	
৯।	ওয়ার্ড দলনেতা ও দলনেত্রী	৩,৪৫৫ × ২	৬,৯১০	
ভিডিপি (গ্রাম প্রতিরক্ষা দল) [স্বেচ্ছাসেবী ও ভাতাভূক্ত সদস্য]				
৯।	ভিডিপি (পুরুষ)	৯০,১৪৬×৩২	২৮,৮৪,৬৭২	
১০।	ভিডিপি (মহিলা)	৯০,১৪৬×৩২	২৮,৮৪,৬৭২	
১১।	ওয়ার্ড টিডিপি (পুরুষ)	৩,৪৫৫×৩১	১,০৭,১০৫	
১২।	ওয়ার্ড টিডিপি (মহিলা)	৩,৪৫৫×৩১	১,০৭,১০৫	
১৩।	হিল ভিডিপি (ভাতা ভিত্তিক)		৭,৮৮৭	
	সর্বমোট=		**62,93,৩০৬.00**	

প্রশাসনিক কার্যক্রম

বাহিনীর সাংগঠনিক উন্নয়নে চলমান কার্যক্রম

ক। ২৭টি উপজেলায় আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের জন্য ৫৪টি পদ সৃজন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ। বিসিএস নিয়োগবিধিমালা, ১৯৮১ এর সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অঙ্গীভূত ৬০০ জন হিল আনসার ও ৪৩৯ জন বিশেষ আনসারের স্থায়ী করণের কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন।

গ। আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ১টি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠনের জন্য ৮০১টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান।

ঘ। উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের ২টি পদবীর ৯৮৪ টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান।

ঙ। আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আনসার ব্যাটালিয়নের জন্য প্রস্তাবিত যানবাহন প্রমিতকরণের কার্যক্রম চলমান।

চ। আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের নবগঠিত ০২টি পুরুষ আনসার ব্যাটালিয়ন এবং ২টি মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন সহ মোট ০৪টি ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান।

ছ। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর খসড়া অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান।

জ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আনসার ব্যাটালিয়ন সমূহের হাবিলদার, নায়েক ও ন্যান্স নায়েক পদবীর ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের র‍্যাংক ব্যাজ বাহুর পরিবর্তে কাধে পরিধান সংক্রান্ত প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

উন্নয়নমূলক স্থাপত্য কার্যক্রম

অনাবাসিক ভবন খাত: অনাবাসিক ভবন খাতের আওতায় ০৫টি এস এম ব্যারাক ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে; ১। বরিশাল জেলা হিলি ২। ব্যাটালিয়ন নাভারণ ব্যাটালিয়ন ৩। লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ন ৪। মাদারীপুর ব্যাটালিয়ন

হিলি ব্যাটালিয়ন

লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ন

বর্তমানে আরও ০৫টি ব্যারাকের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এর কাজ চলমান রয়েছে; ১। কিশোরগঞ্জ জেলা ২। পিরোজপুর জেলা ৩। নওগাঁ জেলা ৪। পটিয়া ব্যাটালিয়ন ৫। নালিতাবাড়ী ব্যাটালিয়ন।

ময়মনসিংহ রেঞ্জে রেঞ্জ অফিস কাম ইন্সপেকশন বাংলো এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ফেনী জেলায় জেলা অফিস কাম ইন্সপেকশন বাংলো এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

ময়মনসিংহ রেঞ্জে রেঞ্জ অফিস

ফেনী জেলায় জেলা অফিস

১-তলা বিশিষ্ট ০৪টি উপজেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

১। তেরখাদা রূপসা ২। নেছারাবাদ ৩। হিজলা

হিজলা

ঘিওর, মানিকগঞ্জ

আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন দৃষ্টিনন্দন উপজেলা অফিসের প্রোটো-টাইপ প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়েছে, সে মোতাবেক 04টি মডেল উপজেলা অফিস এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ১। কলমাকান্দা ২। ইটনা ৩। ঘিওর ৪। চকরিয়া।

এছাড়া বর্তমানে আরোও ১৮টি উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

- আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি

নির্মিতব্য জেলা কার্যালয় এর প্রোটো-টাইপ নকশা

- সদর দপ্তরের জামে মসজিদ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- খাগড়াছড়ি জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এর কাজ চলমান রয়েছে;
- জেলা পর্যায়ে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কার্যালয় নির্মাণের প্রোটো-টাইপ নকশা অনুমোদন করতঃ ১ম পর্যায়ে ০৬টি (সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল) মডেল জেলা কার্যালয় এর নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে;
- রেঞ্জ পর্যায়ে সমন্বিত রেঞ্জ কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে প্রোটো-টাইপ নকশা অনুমোদন করা হয়েছে, ইতোমধ্যে ০১টি (রাজশাহী) রেঞ্জ কার্যালয় ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

নির্মিতব্য রেঞ্জ কার্যালয় এর প্রোটো-টাইপ নকশা

কক্সবাজার জেলার রেস্ট হাউজ

আবাসিক ভবন খাত

আবাসিক ভবন খাতের আওতায় কক্সবাজার জেলার রেস্ট হাউজের আধুনিকায়ন ও দৃষ্টিনন্দন, স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ 5ম-তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এর কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ০৬টি সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে; ১। কলাকোপায় ০২টি ২। নালিতাবাড়ী ৩। ঈশ্বরদী ৪। পঞ্চগড় ৫। আনসার ও ভিডিপি একাডেমি। বর্তমানে আরও ০৪টি সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ এর কাজ চলমান রয়েছে; ১। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ২। সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন ৩। সৈয়দপুর জেলা ৪। চুয়াডাঙ্গা।

আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে আম্রকানন অফিসার্স মেসের ৫ম-তলা এবং এনেক্স ভবনের ৩য়-তলার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এর কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

আম্রকানন অফিসার্স, আনসার ও ভিডিপি একাডেমি

আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ২য়-শ্রেণীর অফিসার্স মেস

৬-তলা ভীত বিশিষ্ট ২-তলা ভিআইপি অফিসার্স মেস নির্মাণের কাজ চলমান। এছাড়াও ৮-তলা অফিসার্স মেস নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য-সদস্যাদের জন্য প্রতিটি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে প্রোটো-টাইপ লো-কস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; ইতোমধ্যে ০৩টি লো-কস্ট হাউজ নির্মাণ এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে; নওহাটা, রাজশাহী মডেল ব্যাটালিয়নে ০১টি; এবং বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ০২টি।

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি

গুরুত্বপূর্ন স্থানে বাহিনীর কর্মকর্তাদের পরিদর্শনকালীন আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে দৃষ্টিনন্দন, আধুনিক ও যুগপোযোগী অফিসার্স মেস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; ইতোমধ্যে 04টি অফিসার্স মেস নির্মাণ/সম্প্রসারণ এর কাজ চলমান রয়েছে; ১। পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ায় ২। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে ৩। পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা ৪। চট্টগ্রাম রেঞ্জের ফয়'সলেক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

সমাপ্ত প্রকল্পঃ জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছে।

জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

অনুমোদিত প্রকল্পঃ

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্রাগার (১ম পর্যায়ে ৪০টি) নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একনেকে অনুমোদিত হয়েছে;

অন্যান্য

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় বাহিনীর গৃহহীন আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের উপহারস্বরূপ সাশ্রয়ী মূল্যে ৬৪টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে;

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক সাশ্রয়ী মূল্যে গৃহ উপহার

আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ‘‘মুজিব প্রাঙ্গণ’’; সদর দপ্তর, রেঞ্জ, জেলা ও ব্যাটালিয়নসমূহে মোট ১১১টি ইউনিটে ‘‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’’ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

মুজিব প্রাঙ্গণ, একাডেমি

মুজিব কর্নার, গোপালগঞ্জ

মুজিব কর্নার, নারায়নগঞ্জ

অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (2021-2022) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (2021-2022) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি):-

অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ	2021-2022 অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ	2021-2022 অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ	2021-2022 অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	2021-2022 অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি
1	2	3	4	5

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একাডেমি এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ইউনিটে (রেঞ্জ, জেলা, ব্যাটালিয়ন ও উপজেলা) প্রশিক্ষণার্থী ব্যারাক, এস এম ব্যারাক, প্রশিক্ষণ সেড, রেঞ্জ অফিস, জেলা অফিস, উপজেলা অফিস, মসজিদ, ভান্ডার, লো-কস্ট হাউজসহ মোট প্রায় 60টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও নির্মাণ এর কাজ করা হয়েছে।	37.00 কোটি টাকা	36.9999 কোটি টাকা	37.00 কোটি টাকা	100%

প্রকল্পটির আওতায় ২৯টি কেন্দ্রের সকল পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি/পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক) **গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট** ৪৪৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার ও ৪৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।

খ) সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/সমমান পদ হতে সহকারী পরিচালক-০১ জন, সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক- ১৩ জন, উপপরিচালক হতে পরিচালক-০৬ জন, পরিচালক জতে উপমহাপরিচালক- ০৪ জন এবং উপমহাপরিচালক হতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক-০১ জনসহ মোট ২৫ জন প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

গ) উপজেলা প্রশিক্ষক পদ হতে সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/সমমান পদে ২৭৬ জন এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী-১০ জন, ব্যাটালিয়ন আনসার হতে ল্যাঃ নায়েক ৬৩৪ জন, ল্যাঃ নায়েক হতে নায়েক ৩১৩ জন, নায়েক হতে হাবিলদার ১৯১ জন, হাবিলদার হতে এপিসি ১১৪ জন এবং এপিসি হতে পিসি ৬৪ জনসহ মোট ১৬০২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

ঘ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাহিনীর ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা-৩৩ জন, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা-৬২ জন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী-৮১ জন'সহ মোট ১৭৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকুরী স্থায়ীকরণ করা হয়, এছাড়াও, উপসচিব পদে-১০ জন, উপপরিচালক হতে পরিচালক পদে-১৭ জন, সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট হতে সহকারী পরিচালক/সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/সমমান পদে-০১ জন, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ-৯১২ জন, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষিকাদের বয়স প্রমার্জন-১০২ জন ও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৭৫৭ জন মহিলা আনসার ও অফিস সহায়কদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

➢ সমাবেশ উদযাপন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিবসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ২০২২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত উ সাইদ্দীপনা ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৪২তম জাতীয় সমাবেশ-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সমাবেশের শুভ উদ্বোধন করেন।

৪২তম জাতীয় সমাবেশকরছে গ্রহণ সালাম অনুষ্ঠানের কুচকাওয়াজ মাধ্যমে টেলিকনফারেন্সের ভিডিও প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এ ২০২২-ন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক। প্রামান্য চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আনসার ও ভিডিপি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল অবদান রেখে চলেছে তারউপর নির্মিত ০৩টি বিশেষ নাটক ডিভিডি আকারে প্রস্তুত করে সকল ইউনিটে প্রেরণ ও বারবার প্রদর্শন করা হয়েছে।

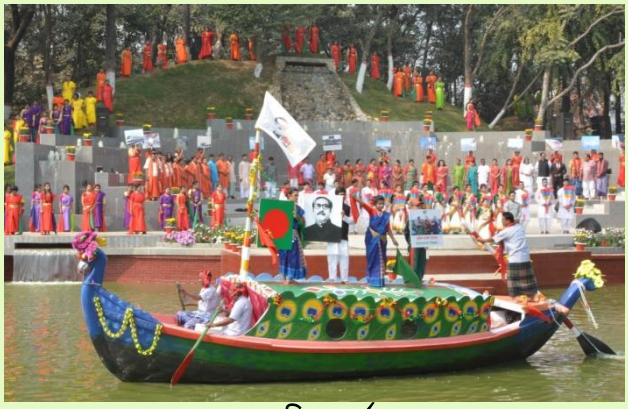

প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন

সদর দপ্তর বঙ্গবন্ধু কর্ণার

খ। মুজিববর্ষে আভিযানিক সেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম: 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদক বিরোধী প্রচার অভিযান' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক নাটিকাটি ইতোমধ্যে বিটিভি (BTV)-তে সম্প্রচারিত হয়েছে।

গ। বঙ্গবন্ধু কর্ণার নির্মাণ: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মোট ১১১টি ইউনিটে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' নির্মাণের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ: ৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস-২০২০ এ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ গেমস-এ পরপর ০৫ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ক্রীড়া ক্ষেত্রকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন বিশ্বমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স "বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কমপ্লেক্স" এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়েছে এবং "সিনথেটিক টার্ফ" স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঙ। "বঙ্গবন্ধু ও সামাজিক নিরাপত্তা" শীর্ষক কোর্স মাস্টার্স ইন হিউম্যান সিকিউরিটি (এমএইচএস)প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তিকরণ: সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর যে সকল পরিকল্পনা ছিল এবং দেশ ও জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ সমূহকে নিয়ে "বঙ্গবন্ধু ও সামাজিক নিরাপত্তা" নামক একটি কোর্স মাস্টার্স ইন হিউম্যান সিকিউরিটি (এমএইচএস) প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ। 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক অধ্যায় চালুকরণ: বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক অধ্যায় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সেই অনুযায়ী পাঠদান করা হচ্ছে।

ছ। □□ □ □ □ □ ও সমাবেশ: ৪২তম জাতীয় সমাবেশ-২০২২ এ বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঙ। মুজিবনগর ব্যাটালিয়ন গঠন: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মুজিবনগর ব্যাটালিয়ন গঠনের প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে স্মারক নং- ২, তারিখঃ ০১/০১/২০২০ খ্রিঃ মূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে মঞ্জুরীকৃত জনবলের শূন্য পদ পূরণের মাধ্যমে স্মৃতিকেন্দ্রটির নিরাপত্তার দায়িত্ব সমন্বয়ের অনুরোধ করে।

ঝ। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী: মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৃক্ষরোপন অভিযান- ২০২০ কর্মসূচী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় ফলজ, ভেষজ মোট ৬৪,০০০ টি এবং ২০২১ সালে সারাদেশের ৬৮,০০০ গ্রামে মোট ১,৭০,৬৯৬ টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

ঞ। 'মুজিব বর্ষ' এর লোগো (LOGO) ব্যবহার: বাহিনীর সকল ইউনিটের দাপ্তরিক নথিপত্রে 'মুজিব বর্ষ' এর লোগো (LOGO) ব্যবহার করা হয়েছে।

ট। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাহিনীর সদর দপ্তরের কর্মসূচী:

(১) সদর দপ্তরের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষ-২০২০ ক্ষণগননা ঘড়ি স্থাপন;

(২) প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন বিষয়ক ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন;

(৩)"মুজিববর্ষের উদ্দীপন আনসার ভিডিপি আছে সারাক্ষণ" শ্লোগান সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন;

(৪) বিভিন্ন ফেস্টুন ও ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সারাদেশে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক। **মহাপরিচালক মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বাহিনীর সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

খ। **পতাকা প্রদক্ষিণ র‍্যালী:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৫০টি জাতীয় পতাকা নিয়ে একযোগে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬৪ জেলা কার্যালয়ে ৫০ জন সদস্য কর্তৃক ৫০ মিনিট র‍্যালি গত ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

গ। **অর্কেস্ট্রা দলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৮ টি রেঞ্জে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ করে গত ০৭/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ১৭ আনসার ব্যাটালিয়ন, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।

ঘ। **জাতীয় পত্রিকায় শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ (রঙিন):** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মহান মুক্তিযুদ্ধে বাহিনীর অবদান ও স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তিতে দেশের স্বনামধন্য পত্রিকায় অত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ। **প্রশিক্ষণার্থীদের সমন্বয়ে র‍্যালী ও রচনা প্রতিযোগিতা:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন কালীন অত্র বাহিনীর ইতোমধ্যে সমাপ্ত সকল প্রশিক্ষণেই বিষয়োক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

চ। **প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ:** মহান স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি শীর্ষক ২৬ মিনিটের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও সকল ইউনিটে/অনুষ্ঠানে/ প্রশিক্ষণে বছরব্যাপী প্রদর্শণ হয়েছে।

ছ। **সাইক্লিং শোভাযাত্রা কর্মসূচি:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ০১/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পঞ্চগড় থেকে সাইক্লিং শোভাযাত্রা শুরু করে ০৬/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলায় মধ্য বিরতি করে, পরবর্তীতে গত ১২/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে কক্সবাজারে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাইক্লিং শোভাযাত্রা কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়েছে।

সাইক্লিং শোভাযাত্রার সমাপনী অনুষ্ঠান

জ। **সকল ইউনিটে দেয়ালিকা:** সকল ব্যাটালিয়নে "বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা" শীর্ষক দেয়ালিকা বা দেয়াল লিখন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে।

"বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা" শীর্ষক দেয়ালিকা, ১ মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন, সফিপুর, গাজীপুর

ঝ। **সুবর্ণজয়ন্তী মেলা:** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আয়োজনে বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর গাজীপুরে ''সুবর্ণজয়ন্তী মেলা'', আলোকসজ্জা, লেজার শো, আতশবাজি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বোট ক্যানুয়িং, নৈশভোজ ও বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

ঞ। **মুক্তির উ সর্বীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র:** চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু , মুজিববর্ষ, বঙ্গবন্ধু ও আমাদের বঙ্গবন্ধু নামক ডিভিডি প্রদর্শনের জন্য গত ২১/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে নিম্নবর্ণিত ৩টি স্কুলে প্রেরণ করা হয়েছে। ক। ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ, সফিপুর, গাজীপুর, খ। টেপির বাড়ী আনসার প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর,গ। বিরামপুর আনসার ও ভিডিপি স্কুল, বিরামপুর, দিনাজপুর।

ট। **মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার:** ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ, সফিপুর, গাজীপুরে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার নির্মাণ করা হয়েছে।

ঠ। **বাহিনীর অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের জন্য গৃহ নির্মাণ:** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাঠ পর্যায়ে ০৯টি রেঞ্জাধীন ৬৪টি জেলায় সাশ্রয়ী মূল্যে গৃহ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ড। **বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষা কার্ড আলোকচিত্র ধারণ অনুষ্ঠান:**

ক। পূর্ণ ঠিকানা সম্বলিত ১২০ জনের মধ্যে ২৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষা কারেরডিভিডি পাওয়া গেছে। সাক্ষা কার্ড পাওয়া যায়নি-৪৬ জনের, মৃত-৩৬ জন, খুঁজে পাওয়া যায় নি-৪ জন, অন্যত্র বসবাস-৭ জন।

খ। ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারের ছেলের সাক্ষা কার্ড কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ, মুজিবনগরে 'গার্ড অব অনার' প্রদানকারী ৩ জন সহ মোট ৫ জনের সাক্ষা কার্ড গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢ। **বিশেষ মুখপত্র প্রকাশ:**

ক। বিশেষ মুখপত্রের বাণী মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট সদয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

খ। বিশেষ মুখপত্রের ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ। প্রাপ্ত লেখা, গল্প, কবিতা ও অংকৃত ছবি কমিটি কর্তৃক বাছাই করা হয়েছে, মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ করা হবে।

ণ। **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ:** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিটে মোট ২৬৩৫ টি (১৫৫ সেট × ১৭ টি) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

,বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ

ত। **সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়েবসাইটে ''স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার'' নামে একটি অংশ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সমূহ সেখানে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

থ। **বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর উদ্যোগে সারাদেশে ৬৮,০০০ গ্রামে মোট ১,৭০,৬৯৬ টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

দ। **মেডিকেল ক্যাম্পেইন:** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশের প্রত্যন্ত/দূর্গম অঞ্চলে ০৯টি মেডিকেল ক্যাম্পেইন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ধ। **সুবর্ণ জয়ন্তী ব্যানার:** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিটের দৃশ্যমান স্থানে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

ন। **টিভিসি (টেলিভিশন কমার্শিয়াল):** মহান মুক্তিযুদ্ধে "আনসার বাহিনীর অবদান ও স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি" শীর্ষক একটি টিভিসি প্রস্তুত ও প্রচার কার্যক্রম চলমান।

প। **ম্যুরাল/ ভাস্কর্য:** বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরের মূল ফটকের পশ্চিম পাশে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" এবং প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম পাশে "গার্ড অব অনার"- এর ম্যুরাল/ ভাস্কর্য নির্মাণের কার্যক্রম চলমান।

ফ। **ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড:** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর ও বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ০১টি করে মোট ০২টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ বিষয়ক কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য/সদস্যার সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় সারা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী ২০২১-২০২২ পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় দেশের সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নে মোট ১,৮৫,৫১৮ টি ফলজ, বনজ ও ভেষজ প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা এবং পরিবেশের ভারসাম্য ফিরে পেতে সারাদেশে বজ্রপাত প্রবণ এলাকায় ২০৬৪টি তালগাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক বৃক্ষরোপণ অভিযান -২০২২ উদ্বোধন

পুরস্কার প্রদান: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা-২০১৭ মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এই বাহিনীর ২৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ): ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অডিট আপত্তি: অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০২১-২০২২ অর্থ-বছর)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রঃ নং:	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		মন্তব্য
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	জের সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা।		২৬টি	191.07	০৯টি	০৫টি	32.83	২১টি	158.24	

বি:দ্র: আইটি ও জনসেবা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ০৯টি অডিট নিস্পত্তির মধ্যে NSFI এর অনুচ্ছেদ নং ৪,৫,৭,৮ ও ৯ আপত্তিগুলো নিস্পত্তি করা হয়েছে।

ঔষধ ও হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত

ক। মহান স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে ৯ টি রেঞ্জের অধীনে ৯ টি উপজেলা পর্যায়ে ০১ দিনের মেডিকেল ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে বিনামূলে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

খ। আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালে ডেন্টাল ইউনিট চালু করা হয়েছে।

গ। আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

ঘ। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা এবং আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালের জন্য ০৩ টি ডোপটেস্ট মেশিন ও কিট ক্রয় করা হয়েছে।

ঙ। ৩১৯ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্রয় করা হয়েছে।

চ। এ বাহিনীতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ৮০০৫ টি ইনফ্লুভেক্স ভ্যাকসিন এবং ৮০৯৬ টি হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন ক্রয় করা হয়েছে।

ছ। বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ২,০০,০০,০০০.০০ (দুই কোটি) টাকার এবং আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালের জন্য ৮৫,০০০/- (পঁচাশি হাজার) টাকার ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

জ। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত আনসার সদস্যদের চিকিৎসার নিমিত্তে ঢাকায় ২টি আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু এবং কোভিড-১৯ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে (মাস্ক, পিপিই, হ্যান্ড গ্লোভস, পালস্ অক্সিমিটার, ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্যাভলন স্প্রে, হেক্সিসল ও ঔষধ-সামগ্রী)।

ঝ। ভিআইপি কেবিন ব্লক সংস্কার এবং মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি এম.আই রুম সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয়।

ঞ। সঠিকভাবে রোগ নির্নয়ের জন্য আধুনিক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি (Dope Test Machine, Digital Colorimeter, Biochemistry Analyzer Machine, Elecctronic Microscope) এবং আধুনিক ব্যায়ামাগার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ চালু করা হয়েছে (Static Cycle, Tera Ball, Treadmill, Cross Trainer, Recumbent Bike, Dumbbell,Yogamat) ক্রয় করা হয়েছে।

বিবিধ ক্রয় বিষয়ক কার্যক্রম

ক। **পোশাক খাতঃ** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের জন্য জঙ্গল বুট (কম্ব্যাট) ২০০০০ জোড়া, জঙ্গল বুট (সবুজ) ৮০০০ জোড়া, পিটি কেডস ১৯০০০ জোড়া, টিসি কাপড় (জলপাই) ২৬২২০০ মিটার, টিসি কাপড় (কালো) ২৩২৮০০ মিটার, টিসি কাপড় (কম্ব্যাট) (নতুন ডিজাইন) ২০০০০০ মিটার, টিসি কাপড় (মেরুন) ৫০০০০ মিটার ক্রয় করা হয়েছে।

খ। ভিডিপি সদস্যদের জন্য নতুন শাড়ীর রং ও ডিজাইন প্রবর্তন এবং ৯৩০০ টি শাড়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

গ। অত্র বাহিনীর সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য মেসকীট প্রর্বতন করা হয়েছে।

ঘ। **খাদ্যদ্রব্য খাতঃ** অত্র বাহিনীর সাধারণ আনসার সদস্য/সদস্যাদের জন্য মুগ ডাল ক্রয় করে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ। অত্র বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ১৩৫ টি, লোহার চারপায়া (সিঙ্গেল) ২২০০ টি, লোহার চারপায়া (ডাবল ডেকার) ২০০টি ক্রয় করা হয়েছে।

ঙ। ১২ বোর শটগান ৭৫৯৪ টি এবং অস্ত্রের র‍্যাক ২০০টি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

চ। অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার সদস্যদের জন্য রেশন সামগ্রী হিসেবে মুগ ডাল ও চিনি (সর্বোচ্চ ২ ইউনিট হারে) ১৮/৮/২০২১ খ্রি: হতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ছ। এছাড়াও বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য/সদস্যাদের জন্য অবসরকালীন রেশন প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্রয় কার্যক্রম

১) সদর দপ্তরস্থ এমটি ওয়ার্কশপটি নতুনভাবে মেরামত এবং ডিজিটাল স্ক্যানার মেশিন (মেকানিক্যাল স্ক্যানার) ক্রয় করা হয়েছে।

২) কার-০১ টি, জীপ-১০টি, ডাবল ক্যাবিন পিকআপ-০৫টি, মোটর সাইকেল-২০টি সর্বমোট ৩৬টি অকেজো গাড়ী নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং বাহিনীর কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য অফিসে ব্যবহারের নিমিত্তে বিভিন্ন ইউনিটের চাহিদার প্রেক্ষিতে ল্যাপটপ ৬০টি, ডেস্কটপ সেট ১৪৯টি, কালার প্রিন্টার ০৭টি, প্রিন্টার (সাধারণ) ৭১টি, স্ক্যানার ১৬টি, ইউপিএস ২০০টি, সিপিইউ ১৮টি, ফটোকপিয়ার মেশিন ৭২টি, টেলিভিশন ১৩৪টি, পেপার শ্রেডার মেশিন ৬৯টি বিতরণ করা হয়।

৪) সংগঠনের মাঠ পর্যায়ের আনসার কমান্ডার ও দলনেতা/দলনেত্রীদের কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৬৫৭ টি বাই-সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে এবং ভিডিপি সদস্যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১১০০ টি সেলাই মেশিন (পা-চালিত) বিতরণ করা হয়েছে।

৫) করোনাকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বাহিনীর কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিভিন্ন পদবীর ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ২৩,০০০ টি মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

৬) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪২ টি ব্যাটালিয়নে কর্মরত বিভিন্ন পদবীর ১৫৯৪৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার, ৬৪ টি জেলার বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত ৫৩২০৬ জন অংগীভূত সাধারণ আনসার সদস্য-সদস্যা, ৩৯৩ জন বিশেষ আনসার, উপজেলা সমূহে কর্মরত ৪৩২ জন উপজেলা প্রশিক্ষক, ২২৫ জন উপজেলা প্রশিক্ষিকা, ৪৫৮ জন উপজেলা আনসার কোম্পানী কমান্ডার, ৩৬০৬ জন ইউনিয়ন আনসার কমান্ডার, ৭৪৮৩ জন ভিডিপি দলনেতা, ৭৬৪০ জন ভিডিপি দলনেত্রী, ৬৪৮ জন মহিলা আনসার (৬৭২), পার্বত্য জেলায় কর্মরত ৬০০ জন হিল আনসার, এবং ৭৮৮৭ জন হিল ভিডিপি সদস্যদের জন্য প্রাধিকার অনুযায়ী প্রাপ্য বিভিন্ন উপকরণ যেমন কম্ব্যাট টিসি কাপড়, জলপাই টিসি কাপড়, মেরুল টিসি কাপড়, কালো টিসি কাপড়, জলপাই জর্জেট শাড়ী, বুট ডিএমএস, পিটিস্যু (কালো), উলেন কম্বল, মশারী, রেইনকোট, গ্রাউন্ডসিট, ডুরিস কটন, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, হেলমেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য নতুন নকশার কম্ব্যাট পোশাক, পিটি স্যু (কম্ব্যাট) এর পরিবর্তে পিটি কেডস্ ও ট্রাউজার বিতরণ করা হয়েছে এবং ভিডিপি সদস্যাদের নতুন নকশার শাড়ীর প্রবর্তন করা হয়েছে।

৭) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন অর্ড দ্রব্যাদি অকেজোকরণ ও নিলামকরণ সংক্রান্ত কমিটি/বোর্ড সংশোধন পূর্বক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন, বাহিনীর ইউনিট সমূহের ভাণ্ডারের বিভিন্ন উপকরণের বা সরিক্ষজুদ গণনা সংক্রান্ত নীতিমালাটি সংশোধন, ইউনিট সমূহের অকেজো ঘোষিত উলেন কম্বল (কালো) স্থানীয় ভাবে বিক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম

ক) **বিভিন্ন নির্বাচনে মোতায়েনঃ** 2021-2022 অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচন (জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের উপনির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, জেলা পরিষদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন) উপলক্ষ্যে 43309টি ভোটকেন্দ্রের আইন শৃংখলা রক্ষায় মোট 7,23,194 জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্বপালন করে।

বিভিন্ন নির্বাচনে মোতায়েনকৃত আনসার সদস্য

খ) পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে 3,442 জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্বপালন করে।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আনসার ও ভিডিপি সদস্য অংশগ্রহণ: সিলেট বিভাগে ৬টি জেলায় 6,229টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। ব্যয়িত অর্থ ২৫,১৯,২১২/- (পঁচিশ লক্ষ উনিশ হাজার দুইশত বারো) টাকা।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম

মানবসম্পদ উন্নয়ন: দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

202১-202২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২৯৫৮ জন, কর্মচারী প্রশিক্ষণ- ১৬৯৪ জন, ব্যাটলিয়ন আনসার প্রশিক্ষণ-২৫৩০ জন, সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ- ৬৩২৪ জন অংশগ্রহণ করেন এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-১০৪ জন, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ২২ জন, ব্যাটালিয়ন আনসার প্রশিক্ষণ ৯৯৫ জন, সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ ৪৬০ জন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (তুরস্ক) কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ব্যাটালিয়ন আনসার ৪৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বর্ণিত প্রশিক্ষণগুলোসহ বাহিনীতে বছরব্যাপী পরিচালিত মৌলিক প্রশিক্ষণ, বিষয় ভিত্তিক, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১৪০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ৯৬,৯৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাহিনীর কার্যক্রম

ক। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীতে সারা বিশ্ব তথা ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যান্য দপ্তরের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রমের নির্দেশনা Zoom Meeting এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়; যার কারিগরি সহায়তাসহ সার্বিক তত্বাবধানে আইসিটি শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ। অত্র বাহিনীর কারিগরি সহায়তায় এ পর্যন্ত ৫টি ধাপে 6136 জন নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণ আনসার ও ১৭১ জন সাধারন আনসার হতে এপিসি পদে পদোন্নতি কোর্সে অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যাটালিয়ন আনসার (২১ ও ২২তম ব্যাচ) পদে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও নিয়োগ কার্যক্রমের কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

গ। জনগনকে স্বল্প সময়ে অল্প খরচে ও সহজ উপায়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এটুআই এর সহযোগিতায় ০২ দিনব্যাপী ৪টি ধাপে বাহিনীর ১৪৮ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহনে 'ই-গভর্নেন্স ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' কর্মশালা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঘ। Physical Infrastructural Development, Maintenance and Management Information System নামে একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়ছে। যার মাধ্যমে প্রকৌশল শাখার নির্দিষ্ট কাজসমূহ অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। সফটওয়্যারটি বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে চালু আছে।

ঙ। Bangladesh Ansar VDP Welfare Application Management System নামে সদর দপ্তর ওয়েলফেয়ার শাখায় একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ওয়েলফেয়ার শাখার কার্যক্রমকে অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে।

চ। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী নিয়োগ, ব্যাটালিয়ন আনসার ও সাধারণ আনসার বাছাই কার্যক্রমে প্রার্থীর তথ্যের সঠিকতা নিরূপনের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন" হতে অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইকরণে BEC-Ansar & VDP নামে একটি Lan side Verification Tunel সম্পন্ন হয়েছে, যার মাধ্যমে বর্তমানে NID যাচাই করা হচ্ছে।

ছ। ERP এর আধুনিকায়ন ও অধিক নিরাপত্তার জন্য বিসিসিতে সংরক্ষিত বাহিনীর সার্ভার ক্লাউড ভার্সনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

জ। বাহিনীর সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের জেলা কার্যালয় ও ব্যাটালিয়নসমূহে জেনুইন মাইক্রোসফট অফিস ও লাইসেন্সড এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার প্রদান করা হয়েছে।

ঝ। সদর দপ্তরের গুরুত্বর্পূণ ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটারে জেনুইন উইন্ডোজ ও মাইক্রোসফট অফিস ইন্সটল করা হয়েছে।

ঞ। সদর দপ্তরের মসজিদ নির্মানের কাজ তদারকির জন্য জন্য অতিরিক্ত ০১ টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

ট। কারিগরি সহায়তার জন্য Interactive Flat Panel, Projector, Computer, HD Webcam ইত্যাদি আইসিটি সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।

ঠ। আনসার ইআরপি সিস্টেমে নতুন ০৬টি ফিচার ও মেনু সংযোজন করা হয়েছে। ফলে ইআরপি সিস্টেম অনেক সময়োপযোগী ও ব্যবহার সহজ হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মেন্যুতে অনেক তথ্য সংযোজন করে সিস্টেমটিকে আরও যুগোপোযোগী ও সহজে ব্যবহারযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

ড। সাধারণ আনসার সদস্যদের স্মার্ট কার্ডে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে UV লাইট ডিটেক্টর স্তর সংযোজন করা হয়েছে। এজন্য নতুন আধুনিক কার্ড প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে।

ঢ। সদর দপ্তরের সকল শাখায় ই-নথি কার্যক্রম চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

ণ। Push-Pull এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন শুভেচ্ছা বার্তা, সাধারণ আনসার সদস্যদের চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানের নিমিত্তে SMS Gateway প্রতিষ্ঠান SSL Wireless এর সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।

কুটির শিল্প

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রতি বছরই বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রীড়া দলের যাত্রা শুরু হয় এ বাহিনীর প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকেই। প্রতিষ্ঠাকালীন বাহিনীর পরিচালক জেমস বুকানন আনসার হকি দল গঠন করেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ত কালীমহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) ওয়াজহি উল্লার প্রেরণায় এ বাহিনীতে খেলাধুলার চর্চা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। মূলত বক্সিং খেলা দিয়েই ক্রীড়াঙ্গনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে এ বাহিনী। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৩ সদস্য বিশিষ্ট বক্সিং টিম প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই বাহিনী ২টি তাম্র পদক পেয়ে ক্রীড়াঙ্গনে নাম লিপিবদ্ধ করে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মহিলা হ্যান্ডবল টিমের নেপাল সফরে মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে যাত্রা শুরু এ বাহিনীর। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ বাংলাদেশ গেমসে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রীড়া দল প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে ২৫ টি স্বর্ণ, ২৬ টি রৌপ্য ও ২ টি তাম্র পদক পেয়ে ৩য় স্থান অর্জন করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ৫ম বাংলাদেশ গেমসে ৫০টি স্বর্ণ, ৪৯টি রৌপ্য ও ৩৬ টি তাম্র পদকসহ ১৩৫ টি পদক পেয়ে প্রথমবারের

মত চ্যাম্পিয়ন হওয়া'সহ এ পর্যন্ত পর পর ৫ (পাঁচ) বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের **'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠন'** হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়াও ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য অত্র বাহিনী **'স্বাধীনতা পদক'** অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, ''বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০'' অত্র বাহিনী ১৩৩টি স্বর্ণ, ৮০টি রৌপ্য এবং ৫৭টি তাম্র পদক পেয়ে টানা ৫ম বারের মত ধারাবাহিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রীড়া দল' ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৯ টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৩১২ টি স্বর্ণ, ১৯৭টি রৌপ্য এবং ১১৮টি তাম্র পদকসহ মোট ৬২৭ টি পদক পেয়ে ৩৫টিতে চ্যাম্পিয়ন, ১৮টিতে রানার্স আপ এবং ৬টিতে ৩য় স্থান অর্জন করে।

বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতা-২০২১ এ চ্যাম্পিয়ন

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাহিনীর বিবিধ উল্লেখযোগ্য/উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১) ০৯টি বিভাগীয়/রেঞ্জ কার্যালয় ও মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অর্কেস্ট্রা দল কর্তৃক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

২) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সকল স্কুলে 'মুক্তির উ সর্বশীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের লক্ষ্যে (চিরঞ্জিব বঙ্গবন্ধু, মুজিববর্ষ, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধু, ও আমাদের বঙ্গবন্ধু) ডিভিডি প্রস্তুত করে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি কমান্ড্যান্ট, জেলা কমান্ড্যান্ট গাজীপুর ও দিনাজপুর এর ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক তা প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষা কার্ড আলোকচিত্র ধারণপূর্বক আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৪) মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিটের দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫) বাহিনীর অনুষ্ঠিত জাতীয় সমাবেশের যাবতীয় কার্যক্রমের ছবি ও সংবাদ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।

৬) জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র এবং স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সমাবেশ এর কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (উত্তরণ) বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

৭) বাহিনীর মহাপরিচালক মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভ্রমণ, পরিদর্শন ও বিভিন্ন কার্যাবলির সংবাদ/তথ্য ও ছবি মাসিক প্রতিরোধসহ ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮) ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাহিনীর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড মিডিয়ায় তুলে ধরা হয়।

৯) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলা হতে যাত্রা শুরু করে গোপালগঞ্জ জেলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান। পরে কক্সবাজার জেলায় সাইক্লিং শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটে। শোভাযাত্রার খবর বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।

১০) মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অর্কেস্ট্রা ও ব্যান্ড দলের পরিবেশনায় এটিএন বাংলায় "সুরে সুরে সুবর্ণজয়ন্তী" অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে।

১১) ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতাভুক্ত তথ্য অধিকার **(RTI)** প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ব্যাটালিয়ন হতে "হিস্ট্রি অব দ্যা ব্যাটালিয়ন" এর সফট কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহ বাহিনী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা, সরকারী-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জননিরাপত্তা রক্ষায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গীবাদ নির্মূল ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে সংবেদনশীল তথ্যের অযাচিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং নানাবিধ সম্ভাব্য অপত□ পরত্ত্রাধসহ সময়ের প্রয়োজনে ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) আত্মপ্রকাশ করে।

৩০ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে NMC (National Monitoring Centre) এর যাবতীয় অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে অস্থায়ীভাবে NMC এর কার্যালয় ডিজিএফআই সদর দপ্তর এ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ এর ০৫ নভেম্বর তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এনএমসি নামের পরিবর্তে এনটিএমসি নামে প্রতিষ্ঠানটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি দপ্তর হিসেবে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে, এনটিএমসি কার্যক্রম পরিচালনায় অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়গুলো অনুধাবন করে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে তেজগাঁও বিমান বন্দর সংলগ্ন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিপরীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডার সংলগ্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা বিভাগীয় ০.৯৪ একর জমির উপর এনটিএমসি'র স্থায়ী নিজস্ব কার্যালয় ভবন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

নবগঠিত সংস্থাটির নিজস্ব কার্যালয়সহ ডাটা সেন্টার, মনিটরিং সেন্টার, কমান্ড সেন্টার, পাওয়ার সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ স্থাপনের জন্য ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দুটি ৫ তলা ভবন নির্মাণপূর্বক ০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যক্রম শুরু করে। ভবনের উদ্বোধনী দিনে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, এমপি নতুন কার্যালয় ভবনটি উদ্বোধন করেন এবং সেই সাথে এনটিএমসি'র সকল কার্যক্রম নতুন ভবনে স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়ঃ

ক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এনটিএমসি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন ২০১০ (সংশোধিত) এর ৯৭-ক অনুচ্ছেদের বিধান প্রতিপালনার্থে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে (২৪/৭) আইনানুগ ইন্টারসেপশন (LI) সুবিধা প্রদান করে আসছে।

খ। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনীয় লোকবল, সরঞ্জামাদির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সকল সীমাবদ্ধতা জয় করে বিগত দিনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং যেকোন অপারেশনাল কাজে সহায়তা প্রদানে এনটিএমসি সর্বদা অবদান রেখেছে।

গ। এনটিএমসি'র প্রতিটি কার্যক্রমের সাথে দেশের এক বা একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং তদন্তকারী সংস্থা জড়িত। দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনটিএমসি ইতোমধ্যে তার সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

জাতির পিতা □ □ □ □ □ □ □ □শেখ□ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্হাকে নিরবচ্ছিন্ন করতে আইন প্রয়োগকারী, তদন্ত ও গোয়েন্দা সংস্হাসহ সরকার কর্তৃক মনোনীত বিভিন্ন সংস্হাকে সার্বক্ষণিক (২৪X৭) মনিটরিং সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এনটিএমসির বিস্তারিত কার্যাবলী নিম্নরূপ:

সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং

সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল দেশের স্বার্থে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংঘটিত সকল ধরনের সাইবার অপরাধসমূহ যা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ সেগুলো মনিটরিং করার পাশাপাশি কাউন্টার কমেন্ট করে থাকে। সেই সাথে গ্রাফিকস এবং ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করে জনগণের সামনে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য তুলে ধরে। এনটিএমসির প্রশাসনিক ভবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ছোট পরিসরে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল গঠিত হয়েছিল।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরও বড় পরিসরে এর কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য নতুন লোকবল নিয়োগ করার পাশাপাশি নতুন ভবনে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল কে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে সোস্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেলে কর্মরত কর্মরত সদস্যগণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টা কাজ করে যাচ্ছেন। সোস্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেলের কিছু কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক	সংস্থা	ফেসবুক আইডি	ফেসবুক পেইজ	ফেসবুক গ্রুপ	পোস্ট লিংক
(ক)	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট সনাক্তকরণ	৪৭	২১	৩৫	২৪
(খ)	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে/পদবীতে ভুয়া ফেসবুক আইডি/ পোস্ট লিংক সনাক্তকরণ	২৩	৩৮	০৪	০৮
(গ)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের নামে ভুয়া (Fake) ফেসবুক আইডি/ পেইজ/ পোস্ট লিংক সনাক্তকরণ	৯১২	১১৮	৮৩	১০২৫
(ঘ)	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেইজ/পোস্ট লিংক সনাক্তকরণ	২৩	১৫	০০	২০১
(ঙ)	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেইজ/পোস্ট লিংক সনাক্তকরণ	০০	৫১	০৫	২৩
(চ)	বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেইজ/পোস্ট লিংক সনাক্তকরণ	০০	২৭	০৩	০০
(ছ)	বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেইজ/পোস্ট লিংক সনাক্তকরণ	০০	১৪	০৬	০০
(জ)	উগ্রপন্থী ফেসবুক একাউন্ট এবং পোস্ট সনাক্তকরণ	১০৪৫	২৫৭	২৬৮	৫০৪৬
(ঝ)	জাতীয় পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত ফেসবুক পেইজ এবং আইডি সনাক্তকরণ	১০৬	৪৬	৭৬	১০৫

এছাড়াও, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল কর্তৃক ভিডিও কন্টেন্ট (১৪৮), ইমেজ কন্টেন্ট (৯৯৩২) এবং তথ্যবহুল ব্লগ লিখনের মাধ্যমে (৫৪৬৭) সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

অপরাধীর অবস্থান নির্ভুলভাবে সনাক্তকরণের জন্য হ্যালোপাথি লোকেশন ফাইন্ডার সংযোজন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সেলুলার লোকেশন ফাইন্ডিং এবং ডাটা এনালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই অপরাধীর অবস্থান সনাক্তকরণ, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ,রিমোট অপারেশন পরিচালনা এবং স্বয়ংক্রিয় সিডিআর এনালাইসিস সুবিধা প্রদান করার নিমিত্ত লোকেশন ফাইন্ডার স (হ্যালোপাথি)ফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১৪টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে লোকেশন ফাইন্ডার হ্)যালোপাথিব্যবহার সফটওয়্যারটি (করছে। পর্যায়ক্রমে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং ব্যবহারকারীরা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নিম্নে হ্যালোপাথি সফটওয়্যার ব্যবহারের কিছু স্ক্রীনশট সংযুক্ত করা হলোঃ

ইউজার ইন্টারফেস

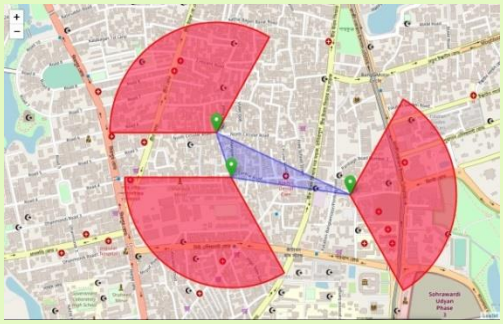

টার্গেট মুভমেন্ট এনালাইসিস

Vehicle Mounted Data Interceptor (VOIP) and related services

মোবাইল অপারেটরদের voice call intercept করে সেটি অননুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে রুট পরিবর্তন করে Simbox ডিভাইস এর মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি কল সম্পন্ন করা হয় । এটি বাংলাদেশে শুধুমাত্র রুট বাইপাসিং এর ক্ষেত্রেনয়, বরং সম্ভাব্য জাতীয়/ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত যা আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ। এটি জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের সক্ষমতাকে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে।

প্রধানত নিম্নলিখিত সমাধানগুলোর নিমিত্ত VOIP Fraud Management Solution প্রয়োজনঃ

ক। অধিকতর জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

খ। অবৈধ ভিওআইপি বন্ধের মাধ্যমে সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতি রোধ করা ।

গ। অবৈধ SIM Dealer Fraud নিয়ন্ত্রণ করা ।

এই Solution এর লক্ষ্য হল বাংলাদেশের ভিতরে SIMBOX Device, SMS Bypass এবং Dealer Fraud এর মতো প্রতারণামূলক বাইপাস স্কিমগুলির মাধ্যমে ব্যবহৃত অবৈধ VOIP কল সনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ এবং Block করা।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এনটিএমসি কর্তৃক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ Solutionটি স্থাপন করা শুরু হয়।

ডাটাসেন্টার সম্প্রসারণ

বর্তমানে প্রযুক্তির উ কর্ষতার সাথে সাথে অপরাধীরা নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যম ব্যবহার করে নিত্য নতুন আদলে অপরাধ করে যাচ্ছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বড় বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু অবশ্যই অপরাধীরা কোন না কোন ছাপ পিছনে রেখে যাচ্ছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সক্ষমতা বাড়াতে এনটিএমসি নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে সমস্ত আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কাছে ঐ সকল লুকানো ছাপ উন্মোচন করে ইন্টেলিজেন্সে রুপান্তর করতে সহায়তা করছে এবং এ সকল সল্যুশন এনটিএমসির নিজস্ব ডাটা সেন্টারে হোস্ট করা রয়েছে। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ডাটা সেন্টার অবকাঠামোর বাস্তবায়ন ১৬ আগস্ট ২০১৭ থেকে শুরু হয় এবং ১০ এপ্রিল ২০১৮ এ, ডেটা সেন্টারের কাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ডাটা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এনটিএমসি ডাটাসেন্টারের সম্প্রসারণের কাজ গত ৪ আগস্ট ২০২০ থেকে শুরু করে এবং ৩০ জুন ২০২২ এ এর নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এনটিএমসি সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারের সুবিধার্থে একটি সুরক্ষিত নির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে তথ্য, উপাত্ত/ উপযোজন/তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা, প্রসারণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইটি অবকাঠামো তৈরি করেছে । এর মাধ্যমে এনটিএমসি বিভিন্ন সরকারি সংগঠনকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ডাটা সেন্টারের সুবিধা দিয়ে থাকে এবং তাদের সুবিধা অনুযায়ী তারা ডাটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন করতে পারে। বর্তমানে টায়ার-৩ (টায়ার-৪ সমমানের) ডাটা সেন্টারটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এনটিএমসির পরিকেন্দ্র ভবনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় অবস্থিত যেখানে একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (NOC), দ্বিতীয় তলায় ৪৯ টি র‍্যাক এবং তৃতীয় তলায় ৭০ টি র‍্যাক বিশিষ্ট দুটি সার্ভার রুমের ব্যবস্থা রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দুটি ট্রান্সমিশন রুম, দুটি পাওয়ার রুম এবং দুটি ব্যাটারি ব্যাকআপ রুম রয়েছে যা ৮০০ কেভিএ পর্যন্ত ইলেক্ট্রিক্যাল লোড নিতে সক্ষম। উল্লেখ্য যে প্রতিটি ইকুইপমেন্টের সাথে তার রিডানড্যান্ট ইকুইপমেন্ট রয়েছে যা ডাটা সেন্টারটিকে নিরবচ্ছিন্ন সার্ভিস প্রদান করতে সক্ষম করে তোলে।

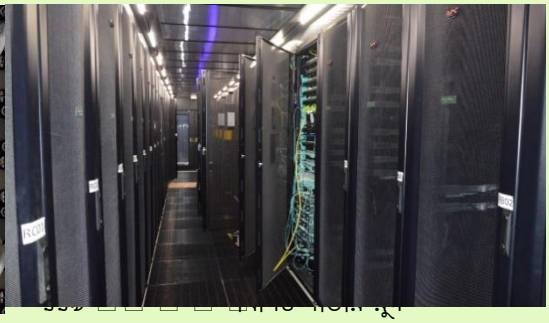

প্রায় ২৫০ এরও অধিক পরিমানে সার্ভার, ১৫০ এরও অধিক পরিমানে সুইচ, ১০ টি স্টোরেজ সার্ভার যার প্রতিটির ধারণক্ষমতা ১২ পেটাবাইট এবং অত্যাধুনিক কুলিং সিস্টেম (4x46kw PAC, 2x175wk PAHU, 2x200kw PAHU In Row Cooling, 4x416kw Chiller, 2x300kw Chiller VRF, Floor stand AC) দ্বারা ডাটা সেন্টারটি সুসজ্জিত।

ডাটা সেন্টারে এনটিএমসির নিজস্ব হোস্টেড সল্যুশনগুলোর মধ্যে রয়েছে PIDS, Geolocation, VOIP, Intrusion, ডাটাহাব, মনিটরিং সেন্টার, ইন্টিলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা গ্রহণ করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির মিরর ডাটাবেজ (Education Board, Rohinga Database, ESAF) এনটিএমসির ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত আছে। এনটিএমসির ডাটা সেন্টারটির সম্প্রসারণের দরুন সরকারের বিভিন্ন সংস্থাগুলো সুফলভোগ করছে এবং এই সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে ACC, AFD, ATU, BAF, BCG, BGB, BRTA, Bridge Authority, CID, DGFI, DMP, Ganabhaban, MoHA, NBR, NSI, Narcotics, NSI CTW, PBI, PIDS, Police HQ, PM Gate Office ডাটা সেন্টারের ডাউনটাইম কমিয়ে আনতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। ডাটা সেন্টারটি সুরক্ষিত রয়েছে অত্যাধুনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, আইরিশ এবং সিসিটিভি দ্বারা। এনটিএমসি জননিরাপত্তা বিভাগের অভ্যন্তরে থেকে দেশকে সার্বক্ষণিক সেবা দিয়ে আসছে। এভাবে এনটিএমসি 'সবার আগে দেশ' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সফলতার সাথে Digital Bangladesh গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জনে প্রযুক্তির এই বিশ্বে ডাটা সেন্টারটি এনটিএমসির সক্ষমতা অর্জনের সাথে জড়িত দেশের সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উত্তরোত্তর সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও আরও সফলভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

জিও লোকেশন সিস্টেম

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এনটিএমসি কর্তৃক গৃহীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল জিও লোকেশন সিস্টেম। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনাক্রমে, অপরাধীদের নির্ভুল অবস্থান দ্রুত সনাক্তকরণের মাধ্যমে ত্বরিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জিও লোকেশন প্ল্যাটফর্ম অতীব জরুরী ও আবশ্যক। এ লক্ষ্যে আধুনিক জিও লোকেশন প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের অংশ হিসেবে টার্গেটেড এবং মাস জিও লোকেশন সিস্টেম ক্রয় এর কার্যক্রম এনটিএমসি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে, যার বাস্তবায়ন ২০২৪ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে । প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এই প্ল্যাটফর্মটি এনটিএমসি এর নিজস্ব ডাটা সেন্টারে স্থাপন করা হবে এবং বিভিন্ন অনুমোদিত সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদানে এনটিএমসি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উল্লেখ্য যে, জিও লোকেশন প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে আইন শৃংখলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং তদন্তকারী সংস্থাসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ অপরাধী কিংবা সন্দেহভাজন যেকোনো ব্যক্তি, সংগঠন সম্পর্কিত ভৌগোলিক এলাকার অবস্থানগত তথ্য সরবরাহ করতে সমর্থ হবে। এছাড়া উক্ত সিস্টেম বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্টেলিজেন্স এনালাইসিস করার সক্ষমতা প্রদান করবে। প্ল্যাটফর্মটির আওতায় পুরো বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা থাকবে এবং যেকোন ব্যক্তি বা সংগঠন এর অতীত সময়ের অবস্থানগত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম থাকবে। বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থাসমূহ সরাসরি এটি ব্যবহার করে অপরাধ এর স্থান দ্রুততার সাথে নির্ণয় করতে পারবে। সারাদেশব্যাপী নাগরিকদের জন্য জরুরি মুহূর্তে যে কোন স্থান হতে পুলিশি সেবা, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রাপ্তি সহজীকরণের নিমিত্ত উক্ত জিও লোকেশনের সিস্টেমের সাথে জাতীয় জরুরি সেবা (৯৯৯) API (Application Program Interface) এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে যার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থীর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য সঠিক ভাবে জানার মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজতর হবে।

ডাটাহাব প্রতিষ্ঠা

নিরবচ্ছিন্ন ডাটা যাচাইকরণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডাটাবেজের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা ডাটাহাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডাটাহাব সিস্টেমটিতে বিভিন্ন ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। এটি জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এবং অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় ডাটাসোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ, যাচাইকরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইউনিফাইড প্রোফাইলিংয়ের জন্য এক্সেস দেয়। এপিআই ইন্টিগ্রেশন দ্বারা জাতীয় ডাটাবেজগুলির সাথে ডাটাহাব সিস্টেম সংযুক্ত। এখানে স্বল্প সময়ে ডাটা অ্যাক্সেসের জন্য সরকারি/বেসরকারি খাতের বিভিন্ন ডাটাবেজের মিররিং সুবিধা রয়েছে। ডাটাহাব আইন প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থার জন্য ইউনিফাইড ডাটা প্ল্যাটফর্ম দ্বারা তথ্য সরবরাহ করে থাকে। ডাটাহাব সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সুরক্ষিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে । এটি ব্যবহারকারীদের একাধিক বিভাগে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সংযুক্ত করতে পারে। ডাটাহাব সিস্টেমে সুরক্ষিত অ্যাক্সেস এবং অডিট লগিং বিধান রয়েছে। ব্যক্তি সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণের জন্য ডাটাহাব সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উৎস থেকে বায়োমেট্রিক ম্যাচিং করা যেতে পারে।

ডাটাহাবে সংযুক্ত ডাটাসোর্স সমূহ

(ক)	জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজ	(খ)	রোহিঙ্গা ডাটাবেজ
(গ)	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, (ড্রাইভিং, গাড়ি রেজিঃ)	(ঘ)	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(ঙ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডাটাবেজ
(চ) অর্থবিভাগের ডাটাবেজ
(ছ) ইলেকট্রনিক্স সাবস্ক্রাইবার ইনফরমেশন ডাটাবেজ
(জ) প্রিজন ইনমেট ডাটাবেজ সিস্টেম

(২) আসন্ন ডাটাসোর্স সমূহঃ

(ক) ই-পাসপোর্ট ডাটাবেজ
(খ) জন্মনিবন্ধন ডাটাবেজ
(গ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডাটাবেজ
(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় ডাটাবেজ (ই-পর্চা, ল্যান্ড ট্যাক্স, ই-মিউটেশন)
(ঙ) ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর ডটিবেজ)
(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক (বিএফআইইউ, অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, এমএফএস, সিআইবি ডাটাবেজ)
(ছ) RAB ক্রিমিনাল ডাটাবেজ

তদন্ত কার্যক্রম সহজ ও গতিময় করতে ডাটাহাব সিস্টেম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে উপরোক্ত সেবাসমূহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করে থাকে। ইউনিফাইড ভিউয়ারের সাহায্যে কিছু স্বতন্ত্র ডাটা ইনপুট এর মাধ্যমে খুব সহজেই সব ধরনের ডাটা অ্যাক্সেস করা যায়, যার ফলে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির প্রোফাইলিং খুব সহজে এবং কম সময়ে হয়। এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ২১ টি সরকারি সংস্থা ডাটাহাব সিস্টেম ব্যবহার করছেঃ

ক। এসিসি খ। এএফডি গ।এটিইউ ঘ । □ □ □ □ □ ঙ । □ □ □ □ □ □

চ। বিজিবি ছ। বিআরটিএ জ। ব্রিজ অথরিটি ঝ।সিআইডি ঞ। ডিজিএফআই
ট। ডিএমপি ঠ। গণভবন ড। MoHA ঢ। এনবিআর ণ। এনএসআই
ত। নারকোটিকস থ। এনএসআই সিটিডব্লিউ দ। পিবিআই ধ। পিআইডিএস ন।পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
প। পিএম গেইট অফিস

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দর্শন প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারি পরিষেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। প্রযুক্তির দিক থেকে এটি মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে না এবং সব শ্রেণীর মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। ডাটাহাব সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা সহজেই অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ এবং যাচাইয়ের মাধ্যমে এনআইডির প্রতারণামূলক ব্যবহার কমাতে পারি যা ডিজিটালাইজেশনের জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প সময়ের মধ্যে যেকোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য ডাটাহাব সিস্টেম থেকে বিআরটিএ দ্বারা এনআইডি যাচাই করা হয়। সেতু কর্তৃপক্ষ এই সিস্টেম থেকে যান নিবন্ধনের তথ্য যাচাই করে। শিক্ষাগত তথ্যের সত্যতা ডাটাহাব সিস্টেমের মিররড ডাটাবেজ থেকে সম্পন্ন করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির উ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ডাটাহাব সিস্টেম এই সমস্যার সমাধান করছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখছে।

উপসংহারে বলা যায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে NTMC অপরাধ সনাক্তকরণে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ গোয়েন্দা কাজে ব্যবহার ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংবেদনশীল তথ্যের অযাচিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, অবাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, নানাবিধ সম্ভাব্য জঙ্গী অপত পরতরোধে ফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল, ইন্টারনেটের অধিকাংশ শাখা সমূহকে সরকার কর্তৃক অত্যন্ত কার্যকরভাবে মনিটরিং এর আওতায় আনার লক্ষ্যে এবং এনটিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে "Vehicle Mounted Mobile Interceptor and Related Services" ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি (করোনা ভাইরাস) ও দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির উপর ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সমূহ নিম্নরুপঃ

(১) Disinfection Chamber স্থাপনের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের জীবানুমুক্ত প্রবেশ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(২) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে হ্যান্ড স্যানেটাইজার এবং Mask (মাস্ক) বিতরণ করা হয়েছে।
(৩) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা এবং এটি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে প্রতিনিয়ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৪) বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোভিড-১৯ সম্পর্কে দেশে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের জনগণকে সচেতন করা হয়েছে।

(৫) বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেইজ, গ্রুপ ও করোনা বিষয়ক ব্যক্তিগত পোস্ট নিরীক্ষণপূর্বক ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য রোধ করা হয়।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা থেকে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে।

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, ১৯৭৩ এর ৮(১) ধারা মোতাবেক বিগত ২৫.০৩.২০১০ খ্রিঃ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। বর্ণিত এ্যাক্টের বিধানাবলী অনুযায়ী ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুন্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী আপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থার অর্গানোগ্রাম বিগত ০৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী তদন্ত সংস্থার ১৭টি প্রথম শ্রেনির, ২৫টি ২য় শ্রেনির, ২০০টি ৩য় শ্রেনির এবং ৪৭টি ৪র্থ শ্রেনির কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের (সর্বমোট ২৮৯টি) অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে তদন্ত সংস্থায় ১০ জন প্রথম শ্রেনির, ১১ জন ২য় শ্রেনির, ১১৮ জন ৩য় শ্রেনির এবং ২৮ জন ৪র্থ শ্রেনির কর্মকর্তা-কর্মচারী (সর্বমোট ১৬৪ জন) কর্মরত আছে।

তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮২টি মামলায় ৩৪৮ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৪৭ টি মামলায় ১১৮ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৮০ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশ ৩১ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০৬ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২৩০ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২২টি মামলায় ৫৫ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৪৬৩টি মামলা/অভিযোগ (২৭৯৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।

তদন্ত সংস্থা ০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ)টি মামলায় ২৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে। যাহা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে।

করোনা মোকাবিলায় তদন্ত সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তদন্ত সংস্থার সাক্ষী, অতিথি কিংবা দর্শনার্থীদের প্রবেশে মাস্ক বাধ্যতামূলক করে সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং 'নো মাস্ক-নো সার্ভিস' নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে এই সংক্রান্ত ব্যানার টানানো আছে। প্রবেশ পথে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন বাধ্যতামূলক এবং ট্রে-এর উপর স্যানিটাইজেশন দিয়ে জুতা জীবাণুমুক্ত করে অফিসে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোস্টেট পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী অসুস্থবোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই মহামারি মোকবিলায় সরকারের গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ এবং নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে পালন করা হবে।

তদন্ত

সংস্থার দ্বাদশ বর্ষপূর্তি উদযাপন (৩০.০৫.২০২২)